

কাব্য-দীপালি

রাধারাণী দেবী
নরেন্দ্র দেব
সম্পাদিত

এম, সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ

ফাল্গুন : ১৩৬৫

মূল্য : সাত টাকা

সুপ্রিয় সরকার, এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীভোলানাথ হাজরা, রূপবাণী প্রেস ৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট কলিকাতা কর্তৃক মুদ্রিত

যাঁরা বাংলা ভাষার প্রথম-প্রভাতের কবি,

যাঁরা অসামান্য প্রতিভা-বলে

এ দেশে কাব্য-সাহিত্য

সৃষ্টি করেছেন

ও

তাকে সুসমৃদ্ধ ক'রে গেছেন,

বিগত যুগের সেই সকল বরেণ্য কবির

অমর স্মৃতির উদ্দেশে

এই

কাব্য-দীপালি

শ্রদ্ধার সহিত উৎসর্গ ক'রে

ধন্য হলেম

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

কবিতাই সাহিত্যের জননী। তাই সকল দেশের সাহিত্যেই কবিতা চিরদিন মাথার মণি হয়ে আছে। এ দেশেও তার আসনখানি কোনও দিন ধূলায় লুটায়নি। কবির একটা বিশেষ আদর ও সম্মান যে এখানে বরাবরই ছিল ও আছে একথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, দু'একখানি স্কুলপাঠ্য বই ছাড়া এদেশের বিভিন্ন কবিদের রচনার পরিচয়জ্ঞাপক কোনও একখানি কাব্য-সংগ্রহ এপর্যন্ত এদেশে প্রকাশিত হয়নি। এটা আমাদের জাতির ও জাতীয়-সাহিত্যের পক্ষে কলঙ্কেরই পরিচায়ক। অন্যান্য দেশের সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থের অভাব নেই। আমাদের দেশের সাহিত্য-বিভাগের সেই লজ্জা-নিবারণের জন্যই কাব্য-দীপালির আয়োজন।

এই গ্রন্থে আমি কেবলমাত্র একালের কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় একত্র করবার চেষ্টা করেছি। বর্ত্তমান যুগের ও সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ-কবি পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ ক'রে আমি একেবারে আজকের দিনের সদ্য-সমাগত কয়েকটি তরুণ কবির সুন্দর রচনাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এর নামকরণ ক'রে দিয়ে আমাকে আশাতীত অনুগ্রহ করেছেন।

কাব্য-দীপালিতে যে শ্রেণীর কবিতা আমি নির্বাচিত করেছি, তার অধিকাংশই Lyrics বা গীতিকাব্য-জাতীয়। যে সকল কবি কেবল মাত্র সঙ্গীত রচনা ক'রেই খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের রচনাও এতে গ্রহণ করা হয়েছে। অনেকেরই একাধিক কবিতা নির্বাচিত ক'রেও স্থানাভাবে শেষ পর্যন্ত কাব্য-দীপালীতে সাজাতে পারিনি। দৈর্ঘ্যাধিক্যের জন্যও কয়েকটি সু-কবিতা আমি অনিচ্ছার সঙ্গে বর্জন ক'রতে বাধ্য হয়েছি।

বহু বিখ্যাত ও অখ্যাত পুরুষ ও মহিলা কবিদের অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ এবং নানা মাসিক পত্রের মধ্যে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত রচনাবলী আলোড়ন ক'রে এরূপ একখানি নির্বাচিত বিরাট কাব্য সংগ্রহ প্রকাশ করা যে একান্ত পরিশ্রম ও ব্যয়সাধ্য একথা বলাই বাহুল্য। এই দুরূহ কার্য আমার পক্ষে একা সম্পাদন ক'রে ওঠা বোধ হয় কিছুতেই সম্ভবপর হ'তনা, যদি—এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ও 'মৌচাক' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ও উদ্যোগী হ'য়ে অকুণ্ঠিত ব্যয়ে এখানি প্রকাশ করবার ভার না নিতেন।

আমার কবি ও সাহিত্যিক বন্ধুদের সবারই কাছে এই বইখানির জন্য আমার কিছু না কিছু কৃতজ্ঞতার ঋণ জমা হ'য়ে উঠেছে, তার মধ্যে কবি শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু ও ঔপন্যাসিক কবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ঋণ বোধ হয় অপরিশোধনীয়। এঁরা কবিতা সংগ্রহ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রূফ্ দেখা পর্যন্ত প্রত্যেক কার্যেই প্রকৃত বন্ধুর মত আমার সহায়তা করেছেন। তবু ছাপাখানার ভূতের হাত এড়ানো বোধ হয় একটা অসাধ্য ব্যাপার, তাই নানাস্থানে ভুলচুক্ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেল!

কাব্য-দীপালিকে যথাসাধ্য শোভন ক'রে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে বন্ধুবর সুধীরচন্দ্র একে সচিত্র ক'রে তুলেছেন। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ ক'রে বহু বিখ্যাত শিল্পীর মোহন তুলিকার যাদুস্পর্শও এই সংগ্রহের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে, সুতরাং এ বই-খানিকে এদিক থেকে বোধ হয় চিত্র-দীপালিও বলা যেতে পারে! কাব্য-দীপালির সমস্ত কবির রচনা সচিত্র ক'রে তোলা বহুব্যয় সাধ্য ব'লে কেবল-মাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিই চিত্রিত করা হয়েছে, আশা করি অন্যান্য কবি বন্ধুরা কেউ ক্ষুণ্ণ হবেন না। যাঁদের কবিতা আমি সুযোগ ও সময়াভাবে সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারিনি বলে কাব্য-দীপালিতে দিতে পারলেম না, তাঁদের কাছে আমি সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং যে-সব কবি ও প্রকাশক তাঁদের রচনা প্রকাশে আমাকে অনুমতি দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন তাঁদের সকলকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দুর্ভাগ্যক্রমে অনুমতির অভাবে আমি কোন কোন কবির রচনা ইচ্ছাসত্ত্বেও এই গ্রন্থে প্রকাশ করতে পারলেম না। আশা করি এই কাব্য-দীপালি রসবেত্তা সুধী-সজ্জনের অন্তরলোক ক্ষণকালের জন্যও আলোকিত ক'রে তুলতে পারবে। ইতি

৩নং মুক্তারাম রো
কলিকাতা
৩০শে বৈশাখ ১৩৩৪

বিনীত
শ্রীনরেন্দ্র দেব

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

কাব্য-দীপালীর প্রথম সংস্করণ বৎসর শেষ হবার আগেই নিঃশেষিত হ'য়েছিল, কিন্তু সম্পাদকের সময়াভাববশতঃ তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে বহুদিন হাত দিতে পারেননি। প্রথম সংস্করণে আমি যে সামান্য একটু সাহায্য ক'রেছিলাম তাঁকে, সেটা তাঁর কাজে লাগায় তিনি আমাকেই এবার তাঁর সহকারী সম্পাদক ক'রে নিয়ে অনেকদিন পরে দ্বিতীয় সংস্করণে হাত দিয়েছেন। সুতরাং দ্বিতীয় সংস্করণের ভাল মন্দর জন্য আমি তাঁর সঙ্গে সমানভাবেই দায়ী।

আমরা এবার কাব্য-দীপালিতে যে সব গীত-কবিতা নির্বাচিত ক'রে দিয়েছি তার অনেকগুলিই প্রেমাত্মক। দ্বিতীয় সংস্করণের কাব্য-দীপালিকে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রযুগের শ্রেষ্ঠ গীত-কবিতার সংকলন বলা যেতে পারে। প্রথম সংস্করণের অধিকাংশ কবিতাই বর্জন ক'রে সেস্থলে তৎতৎ কবির নূতন নূতন কবিতা সংযোজন করা হয়েছে, এবং যেসব কবির রচনা প্রথম সংস্করণে দিতে পারা যায়নি এবার তাঁদেরও অনেকের রচনা দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত হ'য়েছে। বাংলার কাব্য-সাহিত্যের গত পঞ্চাশ বছরের পরিচয় এই সঙ্কলনের মধ্যে পাওয়া যাবে।

প্রথম সংস্করণে যে সব দোষ ত্রুটি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ও সমালোচকেরা আমাদের জানিয়েছিলেন, যতদূর সম্ভব আমরা সেই অনুসারে এবার বহু পরিবর্তন করেছি। প্রথম সংস্করণের কবিদের মধ্যে একজন শক্তিশালী নূতন কবি দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁর রচনা প্রকাশ করতে অনুমতি না দেওয়ায় আমরা অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই তাঁর রচনা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। দ্বিতীয় সংস্করণে কাব্য-দীপালির আকার অনেকখানি বেড়ে ওঠায়, এবার মূল্য কিছু বৃদ্ধি করতে হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের কাব্য-দীপালি যদি সকল দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও প্রথম সংস্করণের চেয়ে কাব্যরসিকদের মনোরঞ্জন ক'রতে পারে—তবেই আমার সার্থকতা।

"দেবালয়", লিলুয়া
১লা আষাঢ় ১৩৩৮

শ্রীরাধারাণী দেবী

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

কাব্য-দীপালির পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। কিছু কিছু পরিবর্জনও এতে লক্ষিত হবে। দ্বিতীয় সংস্করণখানি নিঃশেষিত হয় প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে। কাব্যানুরাগীদের অনুযোগ ও প্রকাশকদের অনুরোধে বহুকাল পরে কাব্য-দীপালির তৃতীয় সংস্করণের আয়োজন শুরু হয়।

কাজে নেমে দেখা গেল এই সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে বহু শক্তিশালী তরুণ কবির আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁদের রচনাবলী রসিক সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কাব্য-দীপালির তৃতীয় সংস্করণে তাঁদের সাদরে গ্রহণ করেছি। ফলে গ্রন্থের কলেবর ক্রমশঃ স্ফীত হতে স্ফীততর হতে থাকায় নিরুপায় হয়ে অনেকের রচনাই একাধিক দেবার স্থান পাওয়া গেল না।

এবার কাব্য-দীপালি হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র যুগ ও রবীন্দ্রোত্তর যুগ—এই দুই কালের কাব্য নির্দেশিকা।

দুঃখের বিষয় একাধিক সুখ্যাত নবীন কবির কাব্যগ্রন্থ সময়মতো সংগ্রহ করতে না পারায় কাব্য-দীপালি তাঁদের রচনা থেকে বঞ্চিত হওয়ার লজ্জা বহন করছে। এ ত্রুটি ভবিষ্যতে সংশোধনের ইচ্ছা রইল।

গৃহীত কবিতাগুলি এবার রচয়িতাদের নামের আগুবর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে বলে, পরে একাধিক নবীন কবির কয়েকখানি নবপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হাতে পাওয়া সত্ত্বেও এই সংস্করণে তাঁদের কোনও রচনা সংযোগ করা সম্ভব হল না। কাব্য-দীপালির পরবর্তী সংস্করণে তাঁদের এবং আরও অনেকের রচনাবলী অন্তর্ভুক্ত করবার আন্তরিক আগ্রহ রইল।

মুদ্রাকর ও প্রুফ সংশোধকের ত্রুটি ও অনবধানতাবশতঃ তৃতীয় সংস্করণে অনেক কিছু ছাপার ভুল হয়ে গেছে। অধ্যাপক বন্ধুবর কবি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বহুশ্রমে ভুলগুলি সংশোধন করে একটি শুদ্ধিপত্র এবং কবিদের জন্মস্থান, সাল এবং দু'একখানি বইয়ের নাম দিয়ে একটি সুন্দর সূচীপত্র প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

কিন্তু, কাগজের অভাবে 'শুদ্ধি পত্র' ছাপা গেল না।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান বিজনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও কবি শ্রীমান দুর্গাদাস সরকার কাব্য-দীপালিকে অনেক সাহায্য করেছেন। এদের সকলের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বন্ধুবর স্বর্গীয় মন্মথ নাথ ঘোষ রোগশয্যা থেকেও কাব্য-দীপালির জন্য একাধিক কবির জীবনী সম্বন্ধে সন্ধান দিয়েছিলেন আমাদের। পূর্বপাকিস্তানের বাংলা একাডেমীর কর্মাধ্যক্ষ জনাব এ, কে, এম, এ, অজিজ এবং এম, ই, আলী মুসলমান কবিদের অনেকের বিবরণ সংগ্রহ করে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

যেসব কবি ও কবিতার উত্তরাধিকারী এবং তাঁদের প্রকাশকেরা রচনা প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাঁদের কাছে আমরা ঋণ স্বীকার করছি।

পরিশেষে সবিনয়ে নিবেদন করছি নানা দুর্বিপাকে ও অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার ফলে কাব্য-দীপালির এই তৃতীয় সংস্করণকে আশানুরূপ সুন্দর ও ত্রুটিহীন করা সম্ভব হল না। প্রকাশেও নানা বাধা উপস্থিত হওয়ায় বহু বিলম্ব হয়ে গেল। যন্ত্রের যন্ত্রণা ছাড়াও কাগজ কালোবাজারে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া বিলম্বের আর একটি প্রধান কারণ। এ ছাড়া সম্পাদক ও প্রকাশকদের আলস্যও অনস্বীকার্য।

আশা রইল পরবর্তী সংস্করণকে যথাসম্ভব নিখুঁত করে প্রকাশ করার। কাব্য-দীপালির তৃতীয় সংস্করণে ছবিগুলি বর্জন করা হয়েছে এবং পূর্ব পূর্ব সংস্করণের কয়েকটি রচনাও বাহুল্য বিধায় বাদ দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় সংস্করণের কাব্য-দীপালি পাঠকগণের মনোরঞ্জন করতে পারলে শ্রম সার্থক মনে করবো।

'ভালবাসা'
৭২ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯
১৫ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৬

রাধারাণী দেবী
নরেন্দ্র দেব

সূচীপত্র



আমার দেবীর দেউলের দ্বারে এ যুগের যত কবি
এনেছে তাদের পূজার অর্ঘ্য—যজ্ঞের হোম-হবি,
প্রতিভার যত উজ্জ্বল-শিখা,
কালের ফলকে অক্ষয় লিখা
চলেছে আঁকিয়া কল্প-লোকের ছন্দ-রঙীন ছবি—
তাদেরই ভাবের সাগর ছানিয়া মনের মাণিক তুলি
গড়েছি আমার এই দীপালির দীপ্ত প্রদীপগুলি !
চিত্ত যাদের সবুজ সরস
যাদের তুলির তরল পরশ
স্বপন-পুরীর দখিন-দুয়ার জগতে দিয়াছে খুলি—
আলোকে পুলকে ভূলোকে ঢালিয়া অলোক-অমৃত ধারা
বর্তমানের-মর্ত্য-মরুরে স্বর্গ করিল যারা
যাদের ছন্দ-বন্দনা-গীতে
জাগে উন্মদ আনন্দ চিতে
ভাব-বিহ্বল আবেশে অবশ নিখিল আত্মহারা—
শত বিস্মৃত-লুপ্ত-স্মৃতিরে জিয়াইয়া যারা তোলে,
যাদের আঁখির আগে অনুরাগে প্রকৃতি ঘোমটা খোলে,
অরূপে যাহারা দেয় নানা রূপ,
ভাব-শতদল-কমল-মধুপ—
যাদের মেদুর-মৃদু গুঞ্জনে পরাণ উলসি দোলে—
অখিল-মনের অনুভূতি মাঝে যাহারা জাগায় সাড়া
যাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত-গীত বিশ্বেরে দেয় নাড়া,
যাদের মুরলী-স্বর-মূর্ছনা
মর্মরি 'তোলে মর্ম-বেদনা,
ধ্যান-লোক-পথে বন্দী-হৃদয় আনন্দে পায় ছাড়া—
গেয়ে যায় যারা—গত—সমাগত—অনাগতদের গান,
ত্রিকালদর্শী ত্রিলোকস্পর্শী যাহাদের অবদান,
রচি 'অভিনব প্রকাশের ধারা
মূকেরে মুখর করিয়াছে যারা
হতাশের বুকে তুলে দুরাশার নব-নব-কল-তান—

অন্তে দানিয়া আনন্দ-আলো, অকূলে মিলায়ে তীর
পাষাণেরও বুক চিরিয়া যাহারা বহায়েছে ক্ষীর-নীর
সেই যোগী-জন-অমৃত-মন্ত্র
চির-তরুণের জীবন-তন্ত্র
দিয়াছে আজিকে উজলি 'আমার দীপ-শিখা আরতির !
দেবী-মন্দিরে ওই শোনো উঠে তাহাদেরই কলরব,
জ্বলে দীপমালা—রত্নাবলীর—দীপালি-মহোৎসব
জ্বলে কৌস্তুভ-মণি মনোহর
বৈদূর্যের জ্যোতি সুন্দর
শত বিচিত্র বরণ বিভায় অপরূপে অনুভব !
ঝলকিছে কত মতি, মরকত, নীলার নীলাঞ্জন,
হিরণ্য-দ্যুতি, পান্না প্রবাল, রজতাভা,কাঞ্চন,
শ্যাম-সেতারের চমকিছে সুর
হাসে পোখ্‌রাজ, গোমেদ মধুর,
ফিরোজার ফিকে রোসনাইটুকু, চুণী-মণি অগণন !

*　　*　　*

দেবীর ললাটে পরায়েছে যারা নবীন-উষার টিপ,
চরণে দিয়েছে বকুল চম্পা, সজল কেতকী নীপ।
এই আরতির শতেক শিখায়
কণ্ঠ তাদের শোন'গো কি গায় ?
জ্বেলেছি আজি এ নব-দীপালিতে তা'দেরই প্রাণের দীপ !
এ মোর দীপ্ত-দীপালি-প্রভার দর্পণে দে'ছে ধরা
কতনা দয়িত-দিঠির দেউটি প্রাণের দরদে ভরা !
এ যেন গগনে গোধূলি-দীপালি
চন্দ্র-তারার ছন্দ-মিতালি
ভুবন-জনের অন্তর-লোক আনন্দে আলো করা !

নরেন্দ্র দেব

কাব্য-দীপালি

অক্ষয়কুমার বড়াল

এখনো কাঁপিছে তরু

এখনো কাঁপিছে তরু, মনে নাহি পড়ে ঠিক—
এসেছিল—বসেছিল—ডেকেছিল হেথা পিক !
এখনো কাঁপিছে নদ, ভাবিতেছে বার বার,—
ঢলিয়া কি পড়েছিল মেঘখানি বুকে তার !

এখনো শ্বসিছে বায়ু, মনে যেন হয়-হয়,—
ছিল তরু-লতা কুঞ্জ তৃণ-গুল্ম ফুলময় !
এখনো ভাবিছে ধরা, নহে বহুদিন-কথা,—
আকাশে নীলিমা ছিল, ভূমিতলে শ্যামলতা !

এ রুদ্ধ কুটিরে মোর এসেছিল কোন্ জনা ?
এখনো আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা !
মুরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন,—
শয়নে তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন !

এসেছিল কত সাধে, মনে যেন পড়ে-পড়ে,
পূরে নাই সাধ তার, ফিরে গেছে অনাদরে !
কাতর নয়নে চেয়ে,—কোথা গেল নাহি জানি-
মরুর উপর দিয়া নব-নীল মেঘখানি !

কি ভাবিছে আমারে সে, কোথা বসে অভিমানে !
আগে কেন বুঝি নাই,—সে-ও ব্যথা দিতে জানে !
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ঘুম, কেন গো স্বপন আর—,
কুয়াসা-আঁধার ভাবে শারদ পূর্ণিমা তার !

অক্ষয়কুমার বড়াল

আহ্বান

হের প্রিয়া, এই ধরা— তরু-লতা-পুষ্প ভরা,
গিরি-নদী-সাগর-শোভনা—
নগ্ন দেহে, মুক্ত প্রাণে চাহিয়া আকাশ-পানে ;
নাহি লজ্জা, নাহিক ছলনা।

হের, ওই মহাকাশ— লয়ে মেঘ রাশ রাশ,
লইয়া আলোক অন্ধকার—
কি গাঢ় গভীর সুখে পড়িয়া ধরার বুকে ;
নাহি ঘৃণা, নাহি অহঙ্কার।

শিরে শূন্য, পদে ভূমি, মধ্যে আছি আমি তুমি—
কল্প-কল্প বিকাশ-বারতা !
আছে দেহ—আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি—খুঁজি সুধা,
আছে মৃত্যু—চাহি অমরতা !

আছে দুঃখ, আছে ভ্রান্তি, আছে সুখ, আছে শ্রান্তি,
আছে ত্যাগ, আছে আহরণ ;
তুমি সাগরের প্রায় পারিবে কি ঝটিকায়
উঠিতে পড়িতে আজীবন ?

আজি করে কর দিয়া বুঝিছ আমারে, প্রিয়া ?
বুঝিছ কি মনঃপ্রাণ সব ?
নহে মৃৎ, নহে শূন্য, নহে পাপ, নহে পুণ্য,
আত্মায় আত্মার অনুভব !

বুঝিছ কি এ আনন্দ— এত আলো—এত ছন্দ,
এত গন্ধ—এত গীতিগান !
কত জন্ম-মৃত্যু দিয়া, কত স্বর্গ-মর্ত্য নিয়া
করি আজ তোমারে আহ্বান !

বিস্ময়ে—কাতর চক্ষে হের, এ কম্পিত বক্ষে
কত শোভা—কত ধ্বংস, প্রিয়া !
শত শত ভগ্ন-স্তূপ— কি বিরাট অপরূপ—
জন্ম-জন্ম আশা-স্মৃতি নিয়া ।

চিত্রে শিল্পে কাব্যে গানে মগন তোমার ধ্যানে,
তুচ্ছ করি কালের গরিমা !
পাষাণে পাষাণে রেখা— তোমার প্রণয়-লেখা,
মর জড়ে অমর মহিমা !

আসে সন্ধ্যা মৃদুগতি, আকাশ কোমল অতি,
জল স্থল নিস্পন্দ নির্বাক ;
পশু পক্ষী গেছে ফিরে, ফুটে তারা ধীরে ধীরে,
শ্রান্ত ধরা—শ্লথ বাহু-পাক ।

এস এ হৃদয়ে মম, অস্ফুট চন্দ্রিকা সম,
প্রেমের সুস্নিগ্ধ করুণায়—!
ঢেকে দাও সব ব্যথা, অসমতা, অক্ষমতা,
জড়ায়ে—ছড়ায়ে আপনায় !

ল'য়ে প্রেম-সুধারাশি এস দেবী, এস দাসী,
এস সখী, এস প্রাণপ্রিয়া !
এস, সুখ-দুখ-দূরে, জন্ম-মৃত্যু ভেঙে-চুরে,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপিয়া !

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ভালোবেসেছিনু

ভালোবেসেছিনু, আর বলেছিনু : বাহুতলে এস প্রিয়া,
চুম্বনে দাও পুলকাঞ্চিত তনুরে রোমাঞ্চিয়া !
এই মোর অপরাধ—
কেন বলেছিনু সাগরের কানে সেই শুভ সংবাদ !
দেহের ভাণ্ডে সঞ্চিত ছিল আনন্দ-সন্দেহ
শিরার শোনিতে স্পন্দিত হল বাত্যার বিদ্রোহ,
মোহ-অঞ্জনে দুটি চোখে ছিল মুগ্ধ মঞ্জুলতা,
রবির আলো ও মোর প্রেমে ছিল অন্ধ অজস্রতা।
বলেছিনু স্নেহভরে :
তোমারে হেরিয়া একাকী বিরহী বিধাতারে মনে পড়ে।
নারী—তবু ছিলে নারীর অধিক অতীত আমার কাছে
এবে মনে হয়, সে কথা কি কভু নারীরে বলিতে আছে ?
তবু বলেছিনু বলে,
কঠিন উপল হল উৎপল উতল চোখের জলে।
মোর আঁখি দিয়া তোমারে ও মোর প্রেমেরে আবিষ্কার
করিনু প্রথম,—তাই ঢেউ দোলে এ হৃদয় গঙ্গার।
চিরমধু শর্বরী,—
তুমি মক্ষিকা, মধু উৎসবে কর শুধু মাধুকরী ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

যদি কোনো দিন

যদি কোনো দিন বেদনার মতো বাদল ঘনায়ে আসে,
কাজল আকাশে আমার আঁখির সজল কাকুতি ভাসে,
বসিয়া তাহার বামে,
একবার শুধু ভুল করে তারে ডাকিয়ো আমার নামে।
আমার দেশের ব্যথিত পবন যদি কভু যায় ভেসে,
আদরের মতো লুটায়ে তোমার লুলিত আকুল কেশে,
গুণ্ঠন খুলে দেখে নেয় যদি মুখখানি কমনীয়,
আমারি সোহাগ ভেবে তারে সখি, কণ্ঠ জড়াতে দিয়ো।
যখন ফুরাবে কথা,
আমারি লাগিয়া অনুভব কোরো একটু নির্জনতা।
যদি কোনো রাতে ঘুম ভেঙে যায়, চাঁদ জাগে বাতায়নে,
আমিও জাগিয়া দেখিতেছি চাঁদ—সে-কথা করিও মনে।
দিবা যবে অবসান,
মোরে ভেবে চোখে আঁকয়ো একটি অতৃপ্ত অভিমান।
মহুয়া মদির মিলনের মোহে ভুলিয়ো আমার কথা,
উৎসব শেষে বাজে যেন বুকে মধুর অপূর্ণতা।
যখন নিভিবে আলো,
ভেবো সেই নীল নিবিড় তিমির লাগিত আমার ভালো॥

অজিতকুমার দত্ত

আমি কি লুপ্ত হ'বো

যে-পোকার পাখা তোমার কপালে পরায় টিপের ফোঁটা ;
তব পীতবাস রাঙিয়াছে যত ঝরা-শেফালির বোঁটা,
যত ছোট কীট জীবন-লোহিতে পরালো আল্‌তা তব—
তাদের মতন তোমার মনে কি আমিও লুপ্ত হবো ?

তোমার শিয়রে শিহরি শিহরি যত শিখা হ'ল ছাই—
সে-ভস্ম শেষ কোনো কোণে কিগো কিছুই পড়িয়া নাই ?
সেকি নিশি-শেষে শুধু তব শ্লথ চরণ-ধূলিতে মিশে
আলতায় রাঙি' উদাস বাতাসে ভেসে যাবে দিশে-দিশে ?

ফাল্গুনে তব দীপ্ত আঁখিতে ফেলিবে কি আর ছায়া
বরষার স্রোতে ভেসে-যাওয়া শত মৃত জোনাকীর মায়া ?
সুখ-তন্দ্রার মধুর স্বপ্নে কখনো ফুটিবে নাকি
তোমারি লাগিয়া বিভাবরী-জাগা কোনো সকরুণ আঁখি ?

সাগরের বুকে আকাশ-আঁখির অশ্রুবিন্দু যত
ঝিনুক ঝাঁপিতে ঝলে নাকি তা'রা সাঁঝের তারার মতো ?

অজিতকুমার দত্ত

একটি স্বপ্ন

তুমি এলে এতদূর ? এতদূর এসেছো কখন ?
কেমনে চিনিলে পথ রন্ধ্রহীন এমন আমায় ?
ভাবিতেছিলাম আমি এতক্ষণ কেবল তোমায়।
তোমারেই ভাবি রোজ একা একা থাকি যতক্ষণ

অতুলপ্রসাদ সেন

খুলে রেখে আসিয়াছো দু'হাতের মুখর কাঁকণ ?
এমন ছায়ার মতো আসিতে কি হয় নিরালায় ?
এখনি ফিরিতে হবে ?   এলে শুধু দেখিতে আমায় ?
এলে যদি এতদূর—এ তোমার খেয়াল কেমন ?

কথা রাখো, আজ আর এ-আঁধারে যেয়োনাকো ফিরে
তুমি আজ ক্লান্ত বড়, বেশি কথা না-ই কহিলাম।
তবু তুমি যেয়োনাকো, এখানেই করনা বিশ্রাম !
এমন নিঃঝুম-রাতে যায় কেউ ঘরের বাহিরে ?
একটুকু বসো আর ; দেখিছোনা—ঘরের তিমিরে
তোমার কেশের গন্ধে আসিছে কী গভীর আরাম !

অতুলপ্রসাদ সেন

বঁধুয়া, নিদ্ নাহি আঁখি পাতে

বঁধুয়া, নিদ্ নাহি আঁখি পাতে !
আমিও একাকী, তুমিও একাকী—আজি এ বাদল রাতে !
ডাকিছে দাহুরী মিলন-পিয়াসে
ঝিল্লী ডাকিছে উল্লাসে—
পল্লীর বধূ বিরহী বঁধুরে
মধুর মিলন সম্ভাষে ;
আমারো যে সাধ, বরষার রাত কাটাই নাথের সাথে !
—নিদ্ নাহি আঁখি পাতে !
গগনে বাদল, নয়নে বাদল, জীবনে বাদল ছাইয়া
এসহে আমার বাদলের বঁধু, চাতকিনী আছে চাহিয়া !

কাঁদিছে রজনী তোমার লাগিয়া
সজনী তোমার জাগিয়া !
কোন্ অভিমানে, হে নিঠুর নাথ,
এখনো মোরে তেয়াগিয়া ?
এ জীবন-ভার হয়েছে অসহ, সঁপিব তোমার হাতে !
—নিদ্ নাহি আঁখি পাতে !

অতুলপ্রসাদ সেন

ওগো সাথী ! মম সাথী !

ওগো সাথী ! মম সাথী ! আমি সেই পথে যাবো সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ-প্রভাত অরুণ তিলক মাথে।
যে-পথে কাননে আসে ফুলদল
যে-পথে কমলে পশে পরিমল,
যে-পথে মলয় আনে সৌরভ শিশির-সিক্ত প্রাতে—
আমি সেই পথে যাবো সাথে !
যে-পথে বধূরা যমুনার কূলে
যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে,
যে-পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে—
আমি সেই পথে যাবো সাথে !
যে-পথে পাখীরা যায় গো কুলায়
যে-পথে তপন যায় সন্ধ্যায়
সে-পথে মোদের হবে অভিসার শেষ-তিমির-রাতে !

অনঙ্গমোহিনী দেবী

পেয়েছি

তোমারে আমি রেখেছি বুকে
সুখের তরে নয়,
তোমারে আমি পেয়েছি দুখে
দুখেরে করি জয়!

আকাশ ছেপে তোমার প্রীতি
বাতাস সম আসে,
শীতলি' মম চিত্ত নিতি
বিচরে প্রাণ-বাসে!

আসে গো সুখ, দুঃখ দলি
চাহিনে আমি তারে;
বিকাশে নব প্রীতির কলি
সুরভি-মধ্য-ভারে।

এ দেহ প্রাণ তোমার কাছে
দিয়াছি স'পে আমি,
আমার গানে জড়ায়ে আছে
তোমার সুর স্বামী!

এপারে কভু পাবনা আমি!
যেদিন মম স'াঝে—
ওপারে যাব, জীবন স্বামী!
উদিবে হৃদিমাঝে।

দোঁহের প্রীতি-অভিজ্ঞানে
চিনিব দোঁহে ত্বরা,
তৃপ্ত মোরা হইব, পানে
অমৃত চিত-ভরা!

অনুরাধা দেবী

তুমি আর আমি

এস আজ এইখানে পাশাপাশি বসি দুই জনে।
আকাশে উঠেছে চাঁদ! কতকথা পড়ে আজ মনে।
মনে হয় তুমি আমি যুগে যুগে চলেছি এ-পথে;
মনে হয় কানাকানি কত খেলা ছেলে বেলা হতে—
করেছি পথের পাশে ওইখানে শিউলি তলায়,
তখনো হয়নি রাঙা সরমের কোমল ছোঁয়ায়
আমার এ তনু-মন। তুমি ছিলে দুরন্ত চপল;
বারে বারে ছুটে এসে করে কোলাহল
ভেঙে দেছ খেলাঘর খানি, মাননিকো মানা।
বই ফেলে চুপি চুপি চোরের মতন দিয়ে হানা
চমকি দিয়েছ এসে এমনি নিরালা রাতে একা
আনমনে দুইজনে চকিতের চোখে চোখে দেখা
হয়েছে শতেকবার! তখন হয়নি মনে লাজ,
হয়ত ছিলনা কথা, তবু কথা বলা ছিল কাজ।

আজকে চাঁদের রাতে মুখপানে চেয়ে ভাবি তাই,
দুনিয়ার কোনোখানে তুমি ছাড়া নেই বুঝি ঠাঁই।
তোমার চখের পাতা যখন সজল হবে দুখে,
নিবিড় বাঁধনে আমি জড়ায়ে ধরিব মোর বুকে।
তোমার আমার মাঝে রবেনাকো ব্যবধান কিছু,
তুমি যাবে আগে আগে, আমি ছায়া তব পিছু পিছু
চলিব অনন্তকাল সম্মুখের পথ বাহি ধীরে;
হয়ত কখনো ক্লান্তি নামিয়া আসিবে দুটি তীরে;
জীবনের পটভূমে সায়াহ্নের কালো ছায়াসম,
ঘনাবে বৈশাখীঝড় নিস্পন্দ আকাশে গাঢ়তম;

তবুও দুজনে মোরা যাবোনা কো দুই পথে চলি,
এমনি ছাতিমতলে আঁধার বা আলোকে উজলি
বিশ্রাম করিব পাশাপাশি। তুমি রবে তন্দ্রাতুর,
আমার বুকের তলে বাজিয়া উঠিবে ভীরু সুর;

হয়ত বাতাস লাগি তালের শাখায় তরু শিরে
কাঁপিবে আঁধার ছায়া; বনের গহন বীথি ঘিরে
নামিবে শ্রাবণ মেঘ ঝলকিয়া চকিতে বিজরি,
আমি বধূ ভীরুমনা ক্ষণে ক্ষণে উঠিব শিহরি
তোমার বুকের তলে আনমনে ঢেকে মুখখানি
জপিব প্রেমের মন্ত্র, শুনিব গোপন মনো-বাণী
অফুরন্ত উল্লাসের রোমাঞ্চিত আবেশে মধুর,
যা কিছু কামনা মোর অপুষ্পিত বেদনা-বিধুর—
মুঞ্জরিত হবে প্রিয় ফুলেফলে আনন্দ উল্লাসে;
মাতাল এ তনুমন প্রতিক্ষণে তব অঙ্গবাসে
গাঁথিবে স্মৃতির ফুলে সৃজনের নবনব মালা;
আমি নারী, সে সৃষ্টির শতদলে ভরে নেবো ডালা

অন্নদাশঙ্কর রায়

অভাজন

আমার বেদনা কোটী কোটী নয়
শত শত নয়
শুধু দুটি, শুধু দুটি।
যতফুল ফুটিয়াছে বনময়
ত্রিভুবন-ময়
আমি নিতে চাই লুটি

এক এক করে দিতে চাই পূরে
প্রিয়ার চিকুরে
যেথা রবে তারা ফুটি।

আমারে কাঁদায় চির-বসন্ত
কুসুম-বন্ত
রূপ সুগন্ধ-বান।
তার আছে এত, মোর নাই কিছু,
মাথা হল নীচু,
বুকে বাজে অপমান!
সে যে সাজায়েছে তার রমণীরে
এই ধরণীরে
হেরি জ্বলে যায় প্রাণ।

প্রতি-প্রভাতে সে একটি নয়ানে
চাহে মোর পানে
উদ্ধত হাসি হাসে।
বৈতালিকেরা ত্রস্তে অমনি
তার আগমনী
গাহিয়া ফিরে আকাশে।
তার কণ্ঠের পারিজাত হার
খুলে পড়ে, আর
ফুল ফুটে যায় ঘাসে।

ওগো মোর প্রিয়া, আমি অভাজন
নাই সভাজন
কনক-মুকুট নাই।
মালা নাই মোর—তবে কোন্ মুখে
তব সম্মুখে
প্রেম নিবেদিতে যাই!

দুটি বেদনায় দুটি আঁখি ঝরে
অধীর অধরে
ধরে নাগো বেদনাই।

আমার মনের জাল ফেলে যদি
অতল অবধি
সব সম্পদ ছাঁকি,
আমার মনের বেড়া দিয়ে যদি
অসীম অবধি
সব শোভা ঘিরে রাখি,
তাই লয়ে যদি তোমার ও হাতে
আমার এ হাতে
দু'খানি পরাই রাখী
তবে হয় মোর খেদের অন্ত
চির-বসন্ত
সখা বলে লয় ডাকি'।

অন্নদাশঙ্কর রায়

কথায় কথা

কথায় কথা আমি কহিবনাগো আর
অচল চাহনিতে কহিব ;
আঙুল গুলি লয়ে খেলিব বার বার
হৃদয়ে করখানি বহিব।
সহসা মুখে তুলে সোয়াদ লবো তার
ক্ষণেক চোখ মুদি রহিব।

আমার ভালবাসা নিলে কি নিলেনা তা
নাইবা শুধালেম জীবনে
নিয়েছ স্নেহভরে কোলের পরে মাথা
একটি অমরণ লগনে।
হয়েছ একাধারে কুমারী বধূ মাতা
আমার ভীরু দিবা স্বপনে।

কত যে অভিমান মরিল মন-মাঝে
কত যে আশা আর নিরাশা।
তোমারে মুখ ফুটে জানাতে মরি লাজে
জানালে মিটাইতে পিপাসা।
আমার তনুময় বাণীর বীণা বাজে
পরশে বোঝোনি কি সে ভাষা ?

যতই সাধ যায় শুনাই অনিবার
কত যে ভালবাসা বহেছি
কহিতে গিয়া এক কহিয়া আসি আর
কহেছি যত—ভুল কহেছি।
আপনি মথি লবে হৃদয় পারাবার
মৌন তাই আজ রহেছি॥

অপরাজিতা দেবী

শেষ রাত্রি

কাল তুমি রবে এমন সময় অনেক যোজন দূরে…
যতো ভাবি ততো উথলে হৃদয়, অবাধ্য-আঁখি ঝুরে।
ওগো কাছে এসো—আরো আরো কাছে, নাও মোরে আরো টানি,
তোমার বাহুর অভয় বাঁধনে বাঁধো মোর তনু খানি।
কোনো ব্যবধান রেখোনাকো আর, ওগো আজ শেষরাতি;
দূর কোরে দাও উপাধান গুলো,—নেভাও বিজলী-বাতি।

বাকী-রাতটুকু বক্ষে তোমার বেদনার-নীড় বেঁধে
চক্ষের জলে ভাসিয়া কেবল নীরবে কাটাবো কেঁদে।
তুমি ঘিরে আছো তবু যেন প্রাণ গুমরে ব্যথার সুরে,—
যত ভাবি কাল রবে এ সময়—অ-নে-ক যোজন দূরে!

ওগো কাল রাতে এমন সময় ভেঙ্গে চুরে দুটি প্রাণ,—
কত নদী গিরি মরু-প্রান্তর বিরচিবে ব্যবধান!
তোমার অভাব-বেদনা আমার হয়তো অসহ হবে,
জীবনে প্রথম ছাড়াছাড়ি এ'যে—বহুদূরে তুমি র'বে।

হাতটি বাড়ালে পাবো না পরশ, আসিবে না কাণে স্বর,—
দেখিতে পাবো না সারাদিন রাতি—শূন্য র'বে এ' ঘর!
ভাবিতেও আজ ভয় করে ওগো! আসিলে রাত্রি, কাল
আমার প্রহর কাটিবে কেমনে!! ছিঁড়িবে স্বপ্নজাল!
শুধু বিচ্ছেদ-বেদনা সৃজিবে সকাতর-অভিমান,—
ওগো কাল রাতে এমন সময়ে ভেঙে চুরে দু'টি প্রাণ!

কতো দিন ওগো ঘুমুতে পাবোনা এমনি জড়িয়ে গলা,—
সারারাত জেগে কাণে কাণে এই—যা-মনে-আসে তা' বলা!
কপোলে কপোল মিলায়ে বিভল আবেশে বাক্যহীন,—
কোথা দিয়ে দ্রুত কেটে যায় রাত, ভেসে ওঠে দেখি দিন!

ওগো ! ওগো মণি ! শুন্‌চো সোনাটি ! আমার প্রাণের আলো !···
—কিছু না। এম্‌নি ডাক্‌চি !—তোমায় ডাকতে লাগে যে ভালো !
কাল তো এমনি পাবোনা তোমায়,—এসো, আরো—আরো কাছে !
রাত্রি পোহাতে চেয়ে দেখ, আর একটি প্রহর আছে।
কত কথা ছিলো সবি র'য়ে গেলো, হোলনা কিছুই বলা,
ওগো কতদিন পাবোনা ঘুমোতে এমনি জড়িয়ে গলা।

বলো ! বলো মনে থাকবে তো ? দেখো, ভুলে যাবে না তো শেষে ?
মন্থু'কে তোমার হারিয়োনা যেন বিদেশিনীদের দেশে !
শত রূপসীর আঁখির অতলে কালো 'মনুয়া'র স্মৃতি
দেখো যেন ডুবে না যায় ! জগতে ঘটেও এমন নিতি !
না···না, বোল্‌বোনা, রাগ কোরোনাগো, লক্ষ্মী আমার মণি !
সয়না বুঝি এ' ঠাট্টাটুকুও ?···ব্যথা পাও তক্ষণি !

···চিঠি পাবো কবে ? মঙ্গলবারে ? আজ সবে শনিবার !···
রবি সোম দুটো কাটাবো কী কোরে ? পৌছেই কোরো তার ;
না-না, কালই চিঠি লিখো ট্রেণ থেকে, ডাকঘরে নেবো এসে ;
বলো !···মনে ঠিক থাকবে তো ? গিয়ে ভুলে তো যাবেনা শেষে ?

ওই তো সকাল হয়ে আসে—,—ওগো, সরে' এসো···চুমু দাও !
লজ্জা আমার ঘুচে গেছে আজ ; ফিরে দেবো যত চাও !
কী জানি কেন গো মনে হয় যেন, আজ রাতই শেষরাত···
কী যে ব্যথা বুকে গুমরিয়ে ওঠে—দাও-দাও···দেখি হাত—

আঃ ! কী আরাম ! জুড়িয়ে গেল গো তোমার পরশ পেয়ে !
কাঁদ্‌বোনা আর। মুখ তোলো তুমি,···ভালকোরে দেখো চেয়ে।
তোমারো চোখেও জল যদি ঝরে—ওগো তুমি বলো তবে···
তোমার পাগল-মনুয়ার মন কেমনেতে থির্‌ রবে !
আর একবার দুটি বাহু ঘিরে নিবিড়-বাঁধনে নাও !···
ওই তো মোরগ ডেকে ওঠে ওগো,···শেষ চুমু ক'টি দাও !

অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কতকাল রাণু

বনের কুটিরে সুন্দর আঙিনায়
মোর বান্ধবী! বসেছিলে উল্লাসে,
স্বপন-মদির দূরের দখিনা বায়
সাথে এনেছিলে করবী-পুষ্প বাসে।
তোমার শাড়ীর অঞ্চল দুলে দুলে
আমার বক্ষে লুটিয়াছে অনিবার,
বুকের বসন স্পন্দনে ফুলে ফুলে
জানায়েছে তব নির্জন অভিসার।

রক্ত অধরে ফেটে ফেটে পড়ে মধু
চোখের তারায় ইঙ্গিত ওঠে ভেসে,
আবরণ খুলে খেলা করে ফুলবধূ
তুমি তার মাঝে এসেছিলে ভালবেসে।
অজন্তা-ছবি এঁকে গেছ,—এ মরমে
কেহ তো তাহারে পায়নি খুঁজিয়া কভু।
তোমার বিরহে কত মেঘ রয় জমে
হৃদয় আকাশে চাঁদ ওঠে কেন তবু?

বাহুর মালায় পরায়েছ রাখী ডোর
ভুলিতে পারিনি বহুদিন সেই কথা;
চলে গেলে, আর এলে নাকো ফিরে—মোর
মধু যামিনীর মৌন কুসুম লতা।
বছরের পর বছর অতীত সই,
তোমার লিপির সন্ধান করি আমি
কতকাল রাণু! স্মৃতির বেদনা বই,
তোমার চিত্র বুকে রাখি দিবাযামী!

আমার সমুখে বয়ে যায় বাঁকা নদী
সুপারির বন ঝিমায় জ্যোছনা সাথে,
তারি মাঝে আমি তোমার রূপের জ্যোতি
পান করেছিনু একটি অজানা রাতে।
আলো আঁধারের মাঝখানে জাগে সুর
সে সুর ভাসিয়া হারায়েছে পারাবারে,
পায়ে-চলা পথ চলে গেছে কতদূর—
আকাশের চাঁদ খুঁজিয়া চলেছে তারে।

অমলেন্দু দত্ত

বিকেল

এখন পড়ন্ত রোদে আকাশের মুখ ম্লান নীল।
মেঘের মিনার ছুঁয়ে উড়ে উড়ে দুপুরের চিল
কোথায় উধাও যেন; বিকেলের ধূসর আকাশে
এখন বাদুড় ফেরে—ক্লান্ত ডানা বুঝি ঢুলে আসে।

অদূরে নির্জন মাঠে ছায়া নীল বনের আড়ালে
আরক্তিম সমারোহে আহ্নিকগতির তালে তালে
সূর্য ডোবে। এখানে গাঙ্গেয় পলি-পরিস্নাত তীর
অসংবৃত হাতে মাখে সে আলোর আরক্ত আবির।

আমার মনেও বুঝি তার মৃদু স্পর্শ এসে লাগে:
নিভৃত কোরক খুলে বাসনার বিবর্ণ পরাগে
নিপুণ মায়াবি হাতে ফের বুঝি আঁকে পত্রলিখা
উজ্জ্বল বাসন্তী রঙে। পথ চেয়ে আছে অনিমিখা

কবেকার সেই সুখ ; বিস্মৃত বিলুপ্ত কবেকার
বিষণ্ণ চোখের ভাষা নিয়ে কেন আসে সে আবার
পুরোণো দিনের মতো ! এই ম্লান বিকেলে এখানে
অকারণ কেন সে যে ফিরে আসে ! কেন—কে সে জানে ?

অমিয় চক্রবর্তী

যুগ্মতা

তরল অতল
যদি শেষে হই জল।
দুলে দুলে
মৃত্যুর তরঙ্গ রঙ্গে থাকি ভুলে।
প্রাণের সময়
তাতে যদি হয় লয় :
কচি কালো জলচ্ছায়া অনাদি প্রথমা
সূর্যস্নাত মৃত্তিকার প্রিয়তমা ॥

হাওয়া বয়,
শূন্যের অন্তুতে আমি শূন্যময়।
চিহ্নহীন সমস্তের ব্যাপ্ত দিকে দিকে
ভেসে থাকি অলক্ষ্য নিমিখে।
হিমালয়ে মহাস্তব্ধ বন্দনায় হই ধ্যানস্বর,
তপোভূমি অরণ্যে মর্মর।
প্রেয়সীকে বাসন্তী স্বননে
স্পর্শে ভরি অন্যমনে।

মরুভূমি রে দ্রতায় একচ্ছত্র উজ্জ্বল আবেশ,
নিঃশ্বাসে আয়ুর মালা প্রাণে প্রাণে কাঁপি অনিঃশেষ ॥

মৃত্যুবিশ্ব এই আত্মভরা ;
এক মুঠো ছাইয়ের পসরা
তুলে ধরি তাতে প্রাণ বসুন্ধরা।
দাহহারা আভা আমি তাপশূন্য গোধূলিতে,
তারাময় কায়া সে নিভৃতে

অমিয় চক্রবর্তী

লিরিক

জানতামই না যখন দুজন, সে তো অনেক দূর ;
তারো চেয়ে দূর যে আজ দুপুর।
এক মুহূর্তে ছিন্ন সুতো সমস্ত এই বেলা
অলীক আলোয় খেলে খেলা ;
কলোরাডোর সূক্ষ্ম পাহাড় সোনায় মেলা
ঘরহারা রোদ্দুর।

ল্যাভেণ্ডারের গুচ্ছভরা বাগান কোণে
লিণ্ডেনের এই বীথি,
ছায়া-রাস্তা পায়ের শব্দ মিথ্যে গোনে ;
অদৃশ্যে বিস্মৃতি
শোনে আপন সুর।
মধ্যে শুধু নীল অনন্ত দিক-দিগন্ত নয়
নয়তো কেবল ছলছল উতল সমুদ্দুর—
দিনে দিনে ঝিলিক গাঁথা চেনার সমন্বয়
প্রাণের খেয়ায় উধাও উদাস বাতাসে বয়।
পৃথিবীতে লগ্ন-ছিল এই মিলনের ঘর,
এসেওছিলেম দু'জনে—তারপর ?

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

ঈষদ্ভিন্না

যে-প্রেম পথের মাঝে পাওয়া
গোপনে আপন মনে যেতে,
যে-প্রেম পথেই ফেলে যাওয়া
উদাসী গানের খেয়ালেতে,
সহসা কেনবা ফিরে ফিরে
সে প্রেম জপিছে আঁখিনীরে ?

যে-গান গেয়েছি আনমনে
মুদিত স্বপনে বিরহিনী,
যে-গান ভুলেছি আন্‌খনে
যেমনে ভুলি তা চিরদিনই,
সহসা কেন-বা তারি সুর
হৃদয় করিছে ব্যথাতুর ?

যে-মালা চেয়েছ তুমি দিতে
কত-না কামনা ফুলে গড়া,
যে-মালা পারিনি প্রিয় নিতে
পুলকে হয়নি বুকে ধরা !
সহসা কেন সে ফুলহারে
আমারে বেড়িছে বারে বারে ?
অনাদি আয়ুর রাত্রিশেষে—
অন্তহীন যুগ্মতায় মেশে—
সমর্পণ করি তাতে স্বেচ্ছায় আপন সত্তাভার
তোমাতে আমাতে মিলে এক যদি হই বারবার ॥

অরীন্দ্রজিত মুখোপাধ্যায়

ওই দুটি কাল আঁখি

ওই দুটি কাল আঁখি অনন্ত-সংশয়,
অধরে বিদ্যুৎ-হাসি, চম্পক-বরণ,
ওই স্পর্শ অনঙ্গের চির শিহরণ
ওকি দেহ, ওকি মন? কে কবে নিশ্চয়!

হে মোহিনী, হে মানসী, হে দেহী বিদেহী!
অধরে মদির বহ্নি, অন্তরে অমৃত
ভরি লয়ে কবে সেই প্রথম নিভৃত
মাধব-উৎসব-সত্রে ডেকেছিলে, ‘এহি’।

তারপর কত দিন করেছি অর্চনা
ওই দেহ-বেদী মূলে, ধ্যানের আকাশে
অতি ঊর্ধ্বে বসাইয়া নিগূঢ় বিশ্বাসে
কত নিশি তন্দ্রাহীন করেছি যাপনা।

আজিও উদ্দেশ নাই, আজিও সংশয়;
দেহ তোমা পেতে চায়, পেতে চায় মন;
তুমি সর্ব কামনার মরণ-শয়ন,
তুমি চেতনার হর্ষ চির-প্রাণময়।

অরুণ মিত্র

আহ্বান

কখনো কখনো
মাথা তুলি পিপাসার গহ্বর ছাড়িয়ে ;
তোমার অমৃত চোখ কি দেখে তখন
কি দেখে আমার মুখে ?
হয়তো মহিম্ন স্তোত্র পাঠ কর বিধ্বস্ত কপালে,
প্রথম পাখীর উষা বুঝি জেগে ওঠে বন্য চুলে
কিম্বা কোনো জ্যোতিষ্মান কথার ঝংকার তুমি শোনো দুই ঠোঁটের পেষণে

তোমার উদ্বেল বাহু তরঙ্গের জোয়ারে ভাসায়
দিগ্বলয় অন্ধ পথ সূর্যাস্ত বাসনা ;
আমি কি অবাধ্য নৌকা
আলেয়ার তীর ঘেঁষে ডুবে যাব উচ্ছ্বাসের ফুঁয়ে ?
হয়তো তা জানো তাই বননীল জাদু
ভুলে গিয়ে কাঁপো তুমি
শীতের গাছের মত কখনো কখনো।

এর চেয়ে ভালো তুমি
নেমে এসো পিপাসার গহ্বরে আমার,
তোমার অমৃত-চোখ খুঁজে পাক দিশা
অঙ্গের জলন্ত রোদে,
জলুক নিখুঁত মিলে আমাদের সহমর তৃষা।

অরুণকুমার সরকার

শ্রাবণে

যে-আশা দিয়েছিলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও
মলিন দিনগুলি মলিনতর হোক।
শ্রাবণে সন্ধ্যায় অঝোর মায়ালোকে
চাইনে উজ্জ্বল তোমার মুখচোখ।

কোথায় ছিলে তুমি ভোরের সরোবরে?
দুপুর রি-রি জ্বলে—তুমি তা ছাখো নাই।
বিকেলে হৃদয়ের বাতাস উতরোল,
আলোর হাহাকারে তুমি তো আসো নাই।

এখন পাহাড়ের বিলোল বনভূমি
কথার ঝরাপাতা কুড়িয়ে নিয়ে যাও।
সুদূর রজনীর গোপন জুঁইফুলে
যে-আশা দিয়েছিলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

অশোকবিজয় রাহা

প্রবাসের মায়া

শিয়রের কাছে হিমে-ছোঁয়া শেষ রাত
চুপি চুপি এসে কপালে ছোঁয়ায় হাত,
জানে সে আমার এইবার শেষ-যাওয়া
দুই চোখে তার কী যেন করুণ চাওয়া
পাইন-বনের কান্নায় ভেজা হাওয়া
জানালার কাছে উইলো-গাছের চাঁদ।

ওরে ঘরছাড়া, কেন আজ অকারণ
চোখে জল আসে, হুহু করে তোর মন ?
ভোরের পাখীরা ডেকে ওঠে শোন নীড়ে
ছোট ছোট শিস উঠেছে পাতার ভিড়ে,
পূবের আকাশে তারারা পড়েছে ছিঁড়ে,
বেঁধেনে বিছানা, মুছেনে চোখের কোণ।

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ছোঁয়া

তোমার মনের রেলগাড়ী
একটু সময় ছুঁয়ে
আমার ষ্টেশন গেল ছাড়ি।
সব কিছু নিয়ে
অবাক বিস্ময়ে
চেয়ে দেখি শুধু,
পিছনের লাল আলো আর
প্রান্তরের বুকফাটা ধু ধু।

আবদুল কাদির

সনেট

(১)

আমার অঙ্গন ঘেরি' ঘনায়েছে বাদলের রাত,
সমস্ত আকাশ ভরি' কাঁদে বায়ু বর্ষণ-মুখর।
নিঃশব্দ ভবনে মোর ভেসে' আসে বনের মর্মর ;
মনে পড়ে দূর-স্মৃতি : ছায়া তব দেখি অকস্মাৎ !—
মধ্যরাত্রে কী চাহিয়া মোর কাছে বাড়ায়েছ হাত,
ঘুম ভাঙি' এলে কোন্ সমুদ্রের শুনি' হাহা-স্বর ?
শিহরে অন্তর মম, বন-কুঞ্জে কদম্ব-কেশর ;
বক্ষে তব বহ্নিজ্বালা, ক্ষণ পরে হেরি অশ্রুপাত ॥
শ্রাবণ-নিশীথে মোর বিশ্বতলে মরণ-উৎসব ;
কী চাহিছ হেন লগ্নে হে আমার বিষন্ন ভিখারী !
ঝড়ের তাণ্ডবে আজি ম্লান মম যৌবন-সৌরভ,
প্রেমের আনন্দ-লোকে পঙ্গু পাখা কেমনে প্রসারি' ?
মেঘস্তূপে লুপ্ত এবে জীবনের অগ্নি-অনুভব,
বিদ্যুতের হাহাকার শোনো বৃথা চাহি' স্নেহবারি ॥

(২)

বাতায়ন দুলি' ওঠে ক্ষণে ক্ষণে বায়ুর নর্তনে,
তরঙ্গিত মেঘ-সম অঙ্গে ওড়ে ঝড়ে নীলাম্বরী।
তারি মাঝে এলে তুমি বৈশাখীর অশ্বরাজে চড়ি',—
সিন্ধুপারে কোথা মোরে সঙ্গে নিয়ে যাবে সঙ্গোপনে ?
কাঁপিছে মন্দির মম মুহুর্মুহু অশান্ত পবনে,—
হে দুরন্ত দস্যু মোর ! লুণ্ঠি' সব নিয়ে যাবে হরি',
বক্ষোভাণ্ডে রেখেছিনু যত সুধা সযত্নে আবরি',
সমস্ত ভাসায়ে নিবে আজিকার অশ্রান্ত বর্ষণে ?

বনে বনে চম্পাতলে বাদলের প্রমত্ত প্রলাপ ;
বিদ্যুতের ক্ষীণালোকে হেরি হেথা তব বজ্রমুঠি।
পুরাতন গৃহ তরে মোর সব বিফল বিলাপ,—
টুটিয়া অর্গল-দ্বার তুমি মোরে নিয়ে যাবে লুটি'।
আত্মার আসঙ্গে ভুলি সংসারের তুচ্ছ অভিশাপ
কলঙ্কের পঙ্ক হতে পদ্ম-সম উঠিব প্রস্ফুটি ॥

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

মধুমালা

তোমরা দেখেছ তারে ? তোমরা দেখেছ তারে ?
শহরে শহরে কত ফটকে ফটকে
কত যে খুঁজেছি আমি. কত যে খুঁজেছি আমি
মাছের মতন বোবা দুনয়ন তুলে
সকলে নেড়েছে মাথা : মধুমালা ? মধুমালা ?
কইত ! আমরা তাকে দেখিনিত কভু !
শুনেছি তাহার কথা : কুঁচের বরণ মেয়ে !
কাজল মেঘের মায়া তার এলো চুলে··· !

চুলের বেণীর মত আঁকাবাঁকা রাজপথ ;
ট্রাম বাস এভিনিউ সিনেমায় লেকে—
লাল নীল প্রজাপতি—দেখেছি অনেক মেয়ে—
আমার সন্ধানী চোখ ব্যর্থ বার বার !
যাহারে জিজ্ঞাসা করি ব্যস্ত ভাবে চলে যায়
তোতার মতন শুধু দু'টি কথা বলে :

: শুনেছি তাহার কথা—চাঁদের মতন রূপ—
চুলে তার শাওনের মেঘের বিথার··· !

টুক্‌রো আকাশ তলে কুলি মজুরের ভিড়,
চিম্‌নির কালো ধূমে বিষাক্ত বাতাস,
তাহাদের শুধালাম : তোমরা জানো কি কিছু ?
তোমরা শুনেছ কোথা মধুমালা থাকে ?
বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখ কে এক এগিয়ে এলো
তাহার বিশীর্ণ হাত মোর হাতে রেখে—
বলিল : এগিয়ে যাও—আরও এগিয়ে যাও—
তারপর ধান-শিঁড়ি তটিনীর বাঁকে
যখন শুনবে তুমি অজস্র পাখীর গান,
সহস্র সূর্যের হীরা ভেঙে পড়ে মাঠে···

ময়নামতীর চরে দখিন হাওয়ার সুর
পাখীরা পালক দিয়ে লেখে রূপ কথা···
সেখানে পাতার ঘরে বৃদ্ধা আছে এক,
শনের মতন সাদা ছুই গাছি চুল—
তাহারে জিজ্ঞাসা কোরো কোথা মধুমালা
হয়ত পেতেও পারো সকল বারতা।

রূপ-কথা কাহিনীর রাজকুমারের মত
অনেক প্রান্তর বন মাঠ ঘাট শেষে—
দেখি সে অবাক দেশ ! অবাক, মানুষ নেই !
অবাক পাখীর গান ! নিঝুম নিসাড় !
: মধুমালা কোথা আছে ? তুমি কি বলতে পারো ?
মৃতের মতন বৃদ্ধা কহিল : হাঁ জানি।
রূপকথা-রাজপুত ! তুমি কি এসেছ ভাই ?
কিন্তু তাহারে তুমি চিনিবে কি আর ?
বাঁশের, কাশের বনে কয়টি খড়ের ঘর
শিমের ধবল ফুল হাসে ছুই চালে—

কুমড়ো লাউএর ডগা বাড়ে বেড়া বেয়ে
একটি পাটল গাভী বাঁধা তারি পাশে।
কুঁচের বরণ মেয়ে—মেঘের মতন চুল—ঘুম যায়…
শুধালাম : আছো বা কেমন ?
: এতদিনে মনে পলো ? ছিন্ন কাঁথার ফাঁকে
ম্লান মুখ, মধুমালা নীল হাসি হাসে।
: গজমোতি হার কই ? মেঘডম্বরু শাড়ী ?
মধুমালা ! মধুমালা ! এ কেমন দেখি !

: অনেক শুনেছ তুমি, কিন্তু শোননি বুঝি—
স্বপনের পুরী জুড়ে যখেরা যে আছে,
হাজার হাজার প্রাণ করেছে মায়ায় বশ !
দাঁড়াও, রূপোর কাঠি দেখবে এখনি !
শুধু মশকের ডাক। মধুমালা অচেতন।
ফিরিলাম। মোরও দেহে ঘুম নামে পাছে।

আহ্‌সান হাবীব

প্রাচীর

তারপর কেটে গেছে অনেক অনেক দিন—
যোলো শো বছর !
লাল নীল সাদা কালো অনেক পাখীরা
আকাশের পাখীরা অনেক
এ অরণ্যে বাসা বেঁধে বাস করে গেছে,
রেখে গেছে দু'একটি ধূসর পালক।
অদ্ভুত কাহিনী সেই-যোল শো বছর
মাটির ভ্রূণের তলে নবজন্ম কামনায় কাঁদে !

প্রত্যহের সূর্য জানে না তা,
জানে না তা নতুন আকাশ—
পিঙ্গল মাটির নীচে অনেক গভীরে
আশ্চর্য নতুন ইতিহাস !

তারো চেয়ে আশ্চর্য কাহিনী !
একদিন আমাদের হাতের শাবল
মাটি আর পাথরের পাহাড় সরায়ে
অন্ধকার পাতালের পথ কেটে কেটে
হোলো অগ্রসর ;
অতঃপর সেই ইতিহাস—
পম্পেয়াই নগরীর অদ্ভুত কংকাল !

এরো চেয়ে পুরণো কাহিনী আছে এক,
এরো চেয়ে আশ্চর্য অদ্ভুত !
তোমার আশ্চর্য হাতে হাত রেখে প্রথম সেদিন-
যেদিন প্রথম সূর্য পৃথিবীরে দিয়ে গেল
আশ্চর্য মৃত্যুর সোনা-রং
—দেখেছি স্বপন !

তারপর পাশে-পাশে তুমি ।
দুই ধারে নতুন কিংশুক,
তোমার মিনতি ভরা বুক,
তোমার আকাশ আর আমার আকাশ এক—
আশ্চর্য পরম এক সুখ !

তারো চেয়ে আশ্চর্য কি জানো !
ষোলো শো বছর নয়,—
হাজার হাজার যুগ কেটে গেছে আর
হয়েছে হাজার কথা তোমাতে-আমাতে ;
তোমার চোখের পরে চোখ রেখে কেটে গেছে
নিদ্রাহীন অনেক রজনী ;

অনেক রজনীগন্ধা শুখায়েছে আমাদের
মিলিত মুঠায়।
তবুও আশ্চর্য এই,
তোমার মনের কথা জানা হোলো না ত!

সহস্র কথার মাঝে হঠাৎ কি-এক কথা
রহস্যের মত লাগে কানে,
হঠাৎ কী এক কথা দুর্বহ দ্বন্দ্বের দোলা আনে—
অনায়াস-আনন্দের ছন্দটুকু হঠাৎ খণ্ডিত!
কতদিন আকুল আগ্রহে
মনের গহনে তব অন্ধ হয়ে ফিরেছি কেবল
সবটুকু মন তব
হাতের মুঠায় মানাবার
বার বার অসহ্য প্রয়াস!

পাতাবাহারের মত তোমার হাতের পাতা
আমার হাতের মাঝে কাঁপে,
তোমার অধর কাঁপে আশ্লেষ-উত্তাপে,
হাজার হাজার কথা তোমার-আমার
অসংখ্য সঙ্গীত আর কত কবিতার
জন্ম দেয় পৃথিবীতে।
শুনেছি তোমার কাছে বহুবার
তোমার ও-মন
আমার, তোমার নয়।
আশ্চর্য তবুও
তোমার মনের কথা জানা হোলো না ত!

তাই মনে হয়—
পম্পেয়াই নগরীর কাহিনীর অদ্ভুত বিস্ময়
তোমার মনের কাছে এমন আশ্চর্য কিছু নয়!

৺ইন্দিরা দেবী

পূর্ব্বস্মৃতি

আজকে সখি পড়চে মনে সেই অতীতের সন্ধ্যাবেলা,
বসতে যখন কাছটি ঘেঁসে কঠিন হ'ত গল্প বলা,
নীলাম্বরীর আঁচল নিয়ে খেলত বায়ু লীলার ছলে,
মন-ভোলানো মন্ত্রে তোমার মনটি কখন পড়ত' গ'লে,
আকাশ ভ'রে উঠত তারা, ফুটত হাসি চাঁদের মুখে,
হাতের ভিতর হাতটি ধরা, কতই কথা মনের সুখে !
সন্ধ্যা-তারা অবাক হ'য়ে মুখের 'পরে থাকত চেয়ে,
ফুলের মত মনটি তোমার আমার প্রাণে রইত ছেয়ে !
লেখাপড়ার পুঁথির মতন পড়েছিলে আমার এ মন,
সৃষ্টিহারা দৃষ্টি তোমার, স্পর্শ তোমার অমূল রতন,

স্বপ্নপুরীর কল্পলোকে উড়িয়ে দিতেম ভাবের পাখা,
বিশ্ব ছিল সবুজ তখন, আকাশ ছিল সোনায় আঁকা !
মাঝখানেতে উঠল যে ঝড় ঘূর্ণী-বাতাস মাথায় ঘিরে,
তলিয়ে দিয়ে কোন্ অতলে মানস-সরের পদ্মিনীরে !
রঙ্গভূমির দৃশ্য পরে নামল কালের যবনিকা ;
ঘূর্ণী-বায়ুর আঘাত পেয়ে নিভ্‌ল মনের দীপ্ত শিখা !
অতীত এখন শুধুই অতীত, নাই সে মনের উদ্দীপনা—
বুকের তালে নূপুর তোমার শোণিত-স্রোতে যায় যে চেনা !
মিথ্যা সখি জাগানো আজ অতীত দিনের অতীত কথা,
হয়ত তা'তে পাবে না সুখ, হয়ত মনে পাবেই ব্যথা !

শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা

তরুণী

বিষাদের ঘোর
ভেঙ্গে দিল তোর
কে হেন, রাণি ?

কার পরশনে
ফুটিল আননে
ও হাসিখানি ?

যাপি যুগান্তর বিরহ বেদনে
সহসা যেন রে পতি আগমনে
আনন্দ ধরিতে নাহি পারে প্রাণে
সে বিরহিনী ;

আবার হরষে
চারু নব বেশে
সাজে অমনি !

কমল-কোমল
হরিত-অঞ্চল
চরণে লুটে,

করে ঝলমল,
বিজলী চঞ্চল
যেন রে ছুটে ;

হীরক ছানিয়া দিতেছে ঢালিয়া
অঙ্গে অঙ্গে রূপ তরঙ্গ তুলিয়া
স্বচ্ছ সুনীল ওড়না ভেদিয়া
উঠেছে ফুটে,

যেন ছল ছল
নীল জলতল
সফরী উঠে !

মুকুলের দল
কিরীট উজ্জ্বল
ললাট প্রান্তে,

প্রফুল্ল পুষ্পিতা
কনকের লতা
সিঁথি সীমন্তে,

রক্তিম গোলাপ সিঁন্দুর সুন্দর
শ্রবণে চম্পক দোলে মনোহর,
কম কণ্ঠহার বকুলের স্তর
গ্রীবার অন্তে,

সুশুভ্র করবী
কুটিল কবরী
বেড়ি একান্তে !

কুসুমিতা লতা
কটি আলিঙ্গিতা
মেখলা সাজে,

অশোকের স্তর
কেয়ূর সুন্দর
বাহুতে রাজে ;

প্রকোষ্ঠ বেষ্টিয়া বেলার কঙ্কণ
পলাশ মন্দার শাল্মলী কাঞ্চন,
শঙ্খের বলয়, চির সুলক্ষণ,
চৌদিগ ভুজে,

চপল মুখর
অতসী নূপুর
চরণে বাজে !

মাখিয়েছে স্নেহে
তাপক্লিষ্ট দেহে
কুসুম দল,

স্নিগ্ধ পরিমল,
করি সুশীতল
তনু শ্যামল !

হৃদয় পূরিত আবেগ উচ্ছ্বাস
উন্মত্ত বিমুক্ত বাধা বন্ধপাশ
ব্যাপিয়া জগত দিগন্ত আকাশ
স্রোত তরল,

শিহরি শিহরি
বহিছে গুমরি
বায়ু চপল !

প্লাবি দিগন্তর
সুমধুরতর
উঠিছে ধ্বনি,

কলকণ্ঠ পুটে
সপ্তস্বরে ফুটে
শত রাগিনী ;

শুনি সে ভুবন মোহন সঙ্গীত
বিশ্বজগত হরষ-বিস্মিত
অতৃপ্তি লালসা না হয় পূরিত
দিবা যামিনী !

কি সুখে বিভোর
আজি প্রাণ তোর
ওলো তরুণি ?

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'ভুলে যাও' না বলিলে ভুলিতাম তায়

১

'ভুলে যাও' না বলিলে ভুলিতাম তায়।
দূর হতে ম্লান মুখে,
না চাহিলে আমা পানে,
ভাসিয়া যাইত প্রেম এই নিরাশায়।
বুঝাতেম হৃদয়েরে,
ত্যজিতাম এ দুরাশা,
'অভাগিনী' না বলিলে কথায় কথায়।
ভুলিলে সে সুখে রবে,
সে কথা বলিত যদি,
ভুলিয়ে হ'তেম সুখী, কিন্তু তা ত নয়।

২

সেই নিশি—সেই কক্ষ—সেই দরশন!
মনে হ'লে বক্ষঃস্থল,
এখনো ফাটিয়া যায়,
পৃথিবী ঘুরিতে থাকে কেঁদে ওঠে মন।

বিদীর্ণ হৃদয়ে আমি,
দাঁড়াইয়া বাতায়নে,
মথিত হইতেছিল অন্তর তখন।
অদূরে বসিয়া মম,
জীবনের বৈতরণী,
হৃদয় সমুদ্র মোর, করিছে মন্থন॥

৩

কতক্ষণে ত্যজি শ্বাস চাহিয়া বদনে।
দাঁড়াইয়া কি বলিল,
পশিল না শ্রুতিমূলে,
চলে গেল কক্ষান্তরে—আমি শূন্য মনে,
ভাবিনু চীৎকার করে,
বলি তায় কোথা যাও,
আছাড়ি চরণ প্রান্ত করিব বেষ্টন।
খুলিয়া শানিত ছুরি,
বিদারিব বক্ষঃস্থল,
নিষ্ঠুর সরমে নাহি সরিল বচন॥

৪

দেখিলাম কতক্ষণ মুক্ত বাতায়নে।
বিদ্ধ বিহঙ্গিনী মত,
আঁধার সে কক্ষান্তরে।
ভ্রমিতে লাগিল একা অস্থির চরণে॥
অবশ চরণে পুন,
দাঁড়াইয়া স্থির নেত্রে
নিরখিল কতক্ষণ থাকিয়া গোপনে।

কাতরে ডাকিনু তায়,
দিল না উত্তর তবু,
একটি সুদীর্ঘ শ্বাস পশিল শ্রবণে ॥

৫

পরদিন সন্ধ্যাকালে বসিয়া শয়নে।
হৃদয়ের সিন্ধু মম,
উথলি উঠিতেছিল,
অশ্রুময় নেত্রদ্বয় হতাশ রোদনে ॥

ছিন্ন লিপি এক খণ্ড,
সহসা পশিল করে,
শিহরিয়া খুলি তায় পড়িনু যতনে।
প্রতি ছত্রে লেখা তার,
'বড় অভাগিনী আমি',
"কেন হেন ভাব তব উপজিল মনে" ॥

ইচ্ছা হোল ভেঙ্গে ফেলি তখনি হৃদয়।
নূতন করিয়া গঠি,
প্রথমে যেমন ছিল।
ভুলে যাই জন্মশোধ দুখের প্রণয় ॥

সে কাঁদিবে চিরদিন,
আমিও কাঁদিব সদা,
সুখের সংসার হবে দুখের নিলয়।
প্রাণের ভিতর দেখি,
শিহরি উঠিল মন,
উথলিছে শত সিন্ধু প্লাবিয়া হৃদয় ॥

৭

নহে দিন— নহে মাস—নহেক বৎসর।
পঞ্চম বৎসর আজ,
লুকায়ে রাখিয়া ছিনু,
এই নিরাশার স্রোত প্রাণের ভিতর॥

কখনো সন্ন্যাসী হ'য়ে,
ভাবিয়াছি ধাই বনে,
না দেখি ভুলিব তায় জুড়াবে অন্তর।
দৃঢ় রজ্জু—তীক্ষ্ণ বিষ,
হাতে করি দাঁড়ায়েছি
জীবনের সন্ধিস্থলে হইয়া কাতর॥

৮

দারুণ যন্ত্রনা এত সহি নিরন্তর।
তবু কি ভুলিতে তায়,
পারিয়াছি একদিন,
তবু কি যাতনা কভু ভেবেছি কঠোর!

তাহার ভাবনাগুলি,
যতনে রাখিলে বুকে,
তবু যেন পূর্ণ থাকে প্রাণের ভিতর।
এ স্মৃতি হইলে লোপ,
কি লয়ে পরাণ রবে,
শূন্যময় মরুভূমি হইবে অন্তর!

৯

কিন্তু যার তরে এই জীবন কাতর।
ভবের ভিখারি সাজি,
যৌবনে সন্ন্যাসী হয়ে
যার প্রেম সাধনায় ব্রতী নিরন্তর!
সে আজ নিষ্ঠুর মনে,
বলে কিনা 'ভুলে যাও',
কিসে নিরমিলে বিধি নারীর অন্তর!
কঠিন পাষাণও গলে,
অবিরত বিন্দু পাতে,
রমণী হৃদয় কি হে তা হ'তে কঠোর!

১০

চিনিলে না রমণীরে, এ প্রেম কেমন।
বুক ভরা ভালবাসা,
দিয়েছিনু হাতে তুলে,
যুবকের সুধাপূর্ণ নবীন জীবন।
বুক চিরে রাখিতাম,
সোহাগে মণ্ডিত করি,
মরতের বৈজয়ন্ত দেখিতে কেমন—
আপনি কাঁদিবে দুখে
কাঁদাইবে অভাগারে।
নিরাশায় যাবে সখি দুইটি জীবন॥

কোন কথা প্রিয়তমে হইব বিস্মৃত।
অতীত ঘটনাগুলি,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
অঙ্কিত রয়েছে যেন চিত্রিতের মত॥

পঞ্চম বৎসর আজ,
নিভৃত চিন্তায় বসি,
জড়ায়েছি আশালতা হৃদয়েতে কত।
সাধের সে ভালবাসা,
সেই মধুমাখা আশা,
ভুলে যাও বলিলে কি হবে অন্তরিত।

১২

জীবনের রঙ্গভূমে প্রথমে যখন—
বিশ্ববিমোহিনী রূপে,
প্রবেশিলে ধীরে ধীরে,
সেই কথা আজ সখি হতেছে স্মরণ
দুইটি বৃহৎ আঁখি,
অনিন্দ্য বদনখানি,
নিরখিয়া কি চঞ্চল হয়েছিল মন।
অতৃপ্ত হৃদয়ে সেই,
প্রথমে দেখিয়া ছিনু,
অতৃপ্ত হৃদয় সেই রহিল এখন॥

১৩

রূপ লালসায় নহে সে চিত্ত চঞ্চল,
তা হ'লে অনেক ছিল,
সে সাধ মিটিয়া যে'ত,
তা হ'লে নয়নে আজ ঝরিত না জল।
নারীর অধিক ভাবি,
দেখেছিনু মুগ্ধ নেত্রে
নরের অধিক হয়ে হয়েছি বিকল।

শুধুই বাসিলে ভাল,
ভুলিয়ে যেতাম তোমা,
শুধু ভাল বাসা এত হয় না অটল।

১৪

অভিমানে পরিপূর্ণ পুরুষের মন।
প্রতিদান নাহি পেলে,
প্রণয় শুখায়ে যায়,
ঘৃণায় প্রেমের বেগ করে সম্বরণ।
প্রবৃত্তির তীব্র স্রোত,
অহঙ্কারে চূর্ণ হয়,
সময়ে চিত্তের গতি করে নিবারণ।
বন্ধুত্বে তাচ্ছিল্য সখি,
অন্তরে বড়ই বাজে,
সে যন্ত্রণা পুরুষের বড় নিদারুণ!

১৫

নীরব যন্ত্রণা তুষানলের মতন।
হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
নিরন্তর দগ্ধ করে,
ভাষায় নাহিক তার একটি বচন।
স্বর্গের অমিয়া আনি,
যদি কেহ দেয় হাতে,
সে দুখীর তৃপ্তি তাহে হয় না সাধন।

ফুটিতে পারে না ব'লে
যাতনা দ্বিগুণ তার,
নির্জ্জনে রোদনে তার শুধু আকিঞ্চন।

১৬

সেই নিদারুণ ব্যথা হৃদয়ে আমার।
এই যে বিদীর্ণ বুক,
এই যে অনন্ত দুখ,
এই ভিখারীর বেশ—এই নেত্রাসার।
এই আত্ম বলিদান,
এ সংসার বিষজ্ঞান,—
রমণি রে অভিনেতা তুমিই তাহার।
বড় ভাল বাসিতাম,
বড় ভক্তি করিতাম,
ভাল প্রতিদান সখি পাইলাম তার।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণিমা

১

(আমি) পারিনা বহিতে
এ রূপের ভার,
(আমার) আকুল হইল দেহ।
(আমি) খুঁজিয়া বেড়াই,
প্রণয়ী আমার,
দেখা যে দিল না কেহ!
(আমার) বুকের ভিতরে,
সুখের পাথারে,
ছুটিছে প্রেমের বান।
(দেখ) দু'কূল ভাসায়ে,
উঠিছে উথলি
আমার আকুল প্রাণ।
(আমি) বলি বলি করি,
বলা যে গেল না,
সাধের মরম কথা!
(আমি) পারি না ভাসিতে,
এ রূপ রাশিতে,
লইয়া সুখের ব্যথা।
(আমি) ভেসে ভেসে যাই,
কূল নাহি পাই,
তবু যে হ'ল না দেখা!
(আমি) এমন করিয়া,
অকূলে পড়িয়া,
ভাসিতে পারি না একা।

২

(ওহে) কে আছ ভুবনে,
প্রণয়ী তেমন,
করহে হৃদয় দান !

(আমার) রূপের সাগর,
মথিত করিয়া,
করহে পীযুষ পান।

(আমি) নয়ন ভরিয়া,
যৌবন ঢালিব,
ঢালিব রূপের বান।

(আমি) শ্রবণ ভরিয়া,
ঢালিব সঙ্গীত,
হৃদয় ভরিয়া প্রাণ।

(আমি) জগত ঘুরিয়া,
হৃদয় ভরিয়া,
রেখেছি প্রকৃতি শোভা।

(আমি) নিতি নব নব,
সুষমা দেখাব,
প্রেমিক-মানস-লোভা।

(এই) নিশির নির্জ্জনে,
বিশ্ব কার সনে,
কহে কি নিগূঢ় কথা।

(আমি) পেয়েছি সন্ধান,
হৃদয়ে ভরিয়া,
লইয়া যাইব তথা।

৩

(আমি) আপনার তরে,
আপনা স'পিব,
চাহি না হে প্রতিদান।

(আমি) তোমাতে মজিয়া,
তোমারে ভজিয়া,
জুড়াব আমার প্রাণ।

(তুমি) বলিবে কেবলি,
সুখের কামনা,
সরায়ে মনের বাধ।

(আমি) নয়নে বদনে,
হৃদয়ে পড়িয়া,
মিটা'ব মনের সাধ।

(যদি) নাহি মিটে ক্ষুধা,
বলিবে সে কথা,
ক্ষোভ না রাখিবে বুকে।

(আমি) গলিয়া গলিয়া,
যাইব মিশিয়া,
তোমার সাধের সুখে।

(মোর) এ রূপ যৌবন,
এই দেহ মন,
প্রণয় পূরিত প্রাণ।

(তুমি) এস প্রাণ বঁধু
হৃদয়ে ধরিয়া,
করহে বারেক ত্রাণ।

৪

(ওগো) দিবসের কাজে,
সাজে নানা সাজে,
বিচিত্র মানব মতি।

(আমি) চিনিতে পারিনে,
হৃদয় তাহার,
দিবসে কুটিল গতি।

(তাই) নিরজন বুকে,
প্রাণ একা থাকে,
স্বরূপ দেখিতে পাই।

(তাই) নিতি নিশি হ'লে,
আসি ধীরে ধীরে,
প্রণয়ী খুঁজিয়া যাই।

(হেথা) মনের মতন,
মেলে না যে জন।
ভাঙা চোরা সবি প্রাণ।

(ল'য়ে) এ রূপ যৌবন,
এত আকিঞ্চন,
তাহে কি কুলায় স্থান।

(আমি) আধ আধ সাধ,
পারি না মিটাতে,
খুঁজিয়া বেড়াই ধরা।

ওহে পরিপূর্ণ,
লুকা'য়ে কোথায়,
আইস নিকটে ত্বরা।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সান্ত্বনা

কোকিল কুহরে ওই—
বুকের বসন্ত বুকে চাও ফিরে
প্রাণে সে পীরিতি কই ?
করেছিলে আশা ? সে আশা কি আশা—
যে আশা ফুরায়ে যায় ?
দেখেছিলে যদি সে দেখা কি দেখা ?
আঁখি না ভরিল তায় !
শুনিলে কি তবে যদি না রহিল
শ্রবণ ভরিয়ে ভাষা ?
কি ভাল বাসিলে না মিটিল যদি
সাধের প্রণয় আশা ?
আপনা ভুলিলে ভুলিলে তাহারে
হায়রে মানব ভোলা !
ওই দেখ চেয়ে সাধের সে সুখ
সমুখে রয়েছে খোলা।
হের এ ধরণী হের ও আকাশ
জগৎ সে সুখময়ী।
ভুলে যাও দুখ খুলে দাও বুক
বসন্ত আসিছে ওই—

উমা দেবী

বহুদিন পরে

বহুদিন পরে দেখিনু তোমারে
অনেক লোকের মাঝে,
উৎসব রাতি, নহবৎ দ্বারে
সুমধুর সুরে বাজে !
কতদিন চলে গিয়েছে বৃথায়
হৃদয় আকুল দরশ তৃষায়
আজিকে তোমারে দেখিনু চকিতে
ভীত কম্পিত লাজে।
বহুদিন পরে দেখা পেনু তব
অনেক লোকের মাঝে।

বহিছে শীতের উত্তর-বায়
রিক্ত তরুর শাখে
নাহি পল্লব, নাহি ফোটে ফুল,
কোকিল নাহিক ডাকে
তবু যেন মোর আজি হল মনে
শত বসন্ত এসেছে জীবনে
ডাকিছে কোয়েল, ফুটিছে কুসুম
কাননেতে লাখে লাখে !
যদিও শীতের উত্তর বায়
বহিছে তরুর শাখে।
মোর পানে চেয়ে দেখিলে কি তুমি
স্বপন-বিভোল আঁখি ?
এতদিন পরে পেলে কি খুঁজিয়া
হারানো ছিন্ন রাখী ?

ডাকিলে কি মোরে অস্ফুট স্বরে
যে নাম ধরিয়া ডাকিতে আদরে,
কী ধন আমারে দিলে দূর হ'তে
নয়ন আড়ালে থাকি !
চাহিলে কি তুমি তুলিয়া তোমার
স্বপন-বিভোল আঁখি ?
আনন্দে মোর হৃদয় আজিকে
গাহিয়া উঠিল গান,
উৎসব গৃহে জন কোলাহলে
নাহি যেন মোর স্থান !
হেথা হ'তে যেন চলে গেছি দূরে
নিভৃত নিলয় হৃদয়ের পুরে,
সেথায় কেবলি তুমি আর আমি,
নাহি কোনো ব্যবধান—
আনন্দে মোর হৃদয় আজিকে
গাহিয়া উঠিছে গান।

উমা দেবী রায়

সিঁড়ি

রাত্রি যখন গভীর হয়ে এল
যাবার কালে সিঁড়ির কাছে এসে
কইলে কথা অনেক এলোমেলো,
আমার পানে চাইলে মৃদু হেসে।
টানলে কাছে—হয়ত ভালবেসে,
লাগল গালে চুলের মৃদু ছোঁয়া
জড়িয়ে এল চোখে নেশার ধোঁয়া
একটি চুমা পেলাম অবশেষে।

তোমার বুকে জমাট করা সুধা
খানিক তারি নিলাম লোভে লোভে,
ভুলে গেলাম সকল তৃষ্ণা ক্ষুধা
বহুদিনের জমিয়ে রাখা ক্ষোভে।
সিঁড়ির মুখে স্বল্প পরিসর,
তবুও সেথা এল রাজেশ্বর।

সিঁড়ির মুখে একটুখানি কোনা,
ভোরের আলো গড়িয়ে আসে সাঁঝে।
কত লোকের কতই আনাগোনা
কত সময় কতরকম কাজে।
মাটিউলির কাঁচের চুড়ি বাজে,
আপিস থেকে আসছে দরোয়ান,
পিওন ফেলে যাচ্ছে চিঠিখান,
ভিখারিও ডাকছে তারি মাঝে।

ধূলি কাদায় ময়লা সিঁড়িগুলি
জলের দাগে জুতোর দাগে আঁকা,
বুনছে জালে মাকড়সা ঘুলঘুলি
চড়ুই পাখীর ছোট্ট বাসা ফাঁকা।
তবুও রাতে ময়লা সিঁড়িখান
হঠাৎ যেন হোলো রাজস্থান।

রাত্রি যখন হল গভীরতর
আকাশ ভরা তারার আলো জ্বেলে,
চোখের পাতে স্বপন ভর-ভর
তুমি তখন সিঁড়ির কাছে এলে।
মেঘের জালি পর্দাখানি ঠেলে
তখন সবে বেরিয়েছিল চাঁদ—
একমুহূর্তে ঘটল পরমাদ;
আমার মাঝে কী ধন তুমি পেলে?

নিত্য আসে এমনিতর রাতে
এমনিতর তারা চাঁদের মেলা।
ঘুমে বিভোর অলস আঁখিপাতে
জানিনি হায় জেগে থাকার খেলা।
সেদিন শুধু বোবা চাঁদের মুখ
হয়েছিল সঙ্গীতে উন্মুখ।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ-বাসরে

ঝরিয়াছ তুমি অশ্রু-ধারায়
আমার তরে,
জড়ায়েছ মোরে ফুলের মালায়
সোহাগভরে :
প্রভাতে প্রদোষে সুখে দুখে মোর
পরায়ে দিয়াছ প্রণয়ের ডোর,
কল্যাণভরা কঙ্কণপরা
দু'খানি করে—
এস সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি-
শেষ বাসরে।

মনে পড়ে আজি আমাদের সেই
বিবাহ-রাতি,
স্পন্দিত-বুকে হইনু দু'জনে
জীবন-সাথী ;

চারিদিকে দোলে আলো আর ফুল,
পল্লী-সখীরা প্রমোদে আকুল,
দীপ্ত-ভূষণ রঙ্গমহল,
রূপের ভাতি,
মধু-পরিহাস-রস-উচ্ছল
বাসর রাতি।

মনে পড়ে সেই কনকাঞ্জলি
পিতার হাতে,
হৃদয়ে ঝঞ্ঝা, বিদায়-সজল
আঁখির পাতে ;
সীমন্তিনীরা শিবিকা-দুয়ারে,
চোখে জলভার ঘিরিল তোমারে—
তোরণ-মঞ্চে অদূরে শানাই
ধরিল তোড়ী,—
গমকে গমকে স্বর-মূর্চ্ছনা
কোমলে-কড়ি।

মনে পড়ে সেই ধূসর আলোকে
দাঁড়ালে এসে—
পা দুটি ডুবায় দুধে-আল্‌তায়
বধূর বেশে ;
পথ-ধূলি-ম্লান সুকুমার শ্রীটি,
লজ্জাবতীর সম নত দিঠি'
অয়ি মঙ্গলা, আলয়-কমলা
ভুলালে মোরে,
পুরলক্ষ্মীরা লইল তোমারে
বরণ করে।

ফুলশয্যায় দিব্য হাসিটি
যাইনি ভুলে,
ঝল্‌মল্‌ দু'টি পান্নার দুল
কর্ণমূলে।
বক্ষ-কারায় রুদ্ধ উতলা
প্রেম-নর্মদা, পূত নির্মলা,
ভাঙি' সরমের মর্মর-গিরি
তূর্ণ ধায়—
মোতিয়া বেলায় গন্ধ বিলাসী
মন্দ বায়!

মনে পড়ে সেই নব যৌবন-
গরবী গ্রীবা—
মুকুর দীপ্ত বয়ঃসন্ধি-
বিজুরি বিভা—
তখন তরুণী, ছিলে না বুকের'
ছিলে না মরমী দুখের সুখের—
হেরেছিনু শুধু মঞ্জু ভ্রূযুগ
নিন্দি'রতি,
স্বর্ণ-অতসী-তনু-লতিকার
পেলব জ্যোতি!

মনে পড়ে সেই মধু-মালতীর
বীথিকা দিয়া
চলে যেতে প্রিয়া ভুজ-বল্লরী
চঞ্চলিয়া—
মাথার উপরে কোজাগর শশী,
পল্লব-ছায়ে বসিতে রূপসী,

রূপালি আলোর আলিপনা-আঁকা
বেদীর 'পরে—
ধ্যানের রাজ্যে প্রীতি-পারিজাত-
মেখলা প'রে।

কতদিন সেই কাঁপায়ে কাঁকণ
ক্ষণিকা সম,
চাবির 'রিং'টি বাজায়ে আসিতে
সমুখে মম ;
হেরেছি প্রতিমা, প্রীতি-ভ্রূভঙ্গ,
লাজ-সঙ্কোচে মুদিত অঙ্গ,
পরশি' অধরে শিশুর অধর
দাঁড়াতে হেসে ;
লুটিত আঁচল নীলাম্বরীর
চরণে এসে।

মনে পড়ে সেই তুলসীর মূলে
সন্ধ্যা দিতে,
মাটির দেউটি যতনে ঢাকিয়া
আঁচলটিতে।
ভক্তি-উজল মুখ-উৎপল,
আঁখি-পল্লব ঈষৎ সজল,
চোখোচখি দোঁহে দাঁড়ানু থমকি'
পাটল সাঁঝে,
গৃহ-দেবতার ধূপ-সুরভিত
দেউল মাঝে।

হের সখি, সেই দিনান্ত-তারা
তেম্‌নি জ্বলে,
ডালিম-ফুলের রংটি ফলানো
মেঘের কোলে !

খেলাঘর ভরি উঠে কলরব,
ছেলেমেয়েদের ধূলা-উৎসব—
মিছা পরিণয় চতুর্দোলায়
উলুর রবে ;
জীবন-উষায় বিনোদ ভূষায়
সেজেছে সবে।

আজি, পূর্বরাগের ফেনিল তুফান
গেছে গো সরি'
যুগ্ম-হৃদয় স্বচ্ছ সলিলে
উঠেছে ভরি,—
আগে যা' বুঝিনি আজি তা' বুঝেছি,
কাছে যাহা ছিল স্বপনে খুঁজেছি,
দুজনে দোঁহার হৃদয়ে মিশেছি
পুলকভরে—
এস সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি-
শেষ-বাসরে।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোহারিকা

বন-ফুলের বরণ-মালা পাতার কোলে দুলিয়ে রে;
বল্ রে তৃণ, বল্ আমারে কোনখানে সে লুকিয়েছে ?
ঐ নারিকেল গাছের ঘন কুঞ্জবনের আব্ছায়ে,
বল্ কোথা তার কুন্দমালা পথের ধূলায় লুটিয়েছে ?
একলাটি সে থাকত শুয়ে, সাঁঝের আলোয় ঝল্মলে.
ডুবিয়ে দিয়ে কোমল তনু দূর্বাদলের মখ্মলে !
এলিয়ে দিত ফুলের বাজু উজল ভুজ-বল্লরী,
করুণ কাঁটা তরুণ গোলাপ শাখার মতো ঢল্মলে

দেখেছি তায় লোকের ভিড়ে রাস-দেউলে দাঁড়িয়ে সে,
কল্কা-পেড়ে শাড়ীর কোনা তর্জনীতে জড়িয়েছে ;
একমনে সে শুন্‌তেছিল কানুর গানের অন্তরা
ব্রজ বধূর দীর্ঘশ্বাসে চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে !

সে যে আমার গানের মধু, মানস বনের অপ্সরী,
ফুটিয়ে গেছে মালঞ্চে মোর ফাগুন-মুকুল মঞ্জরী ,
কোন সে দেশে হাওয়ায় ভেসে কোথায় সে যে লুকিয়েছে ;
আর কত দিন পথের পানে চাইব দিবা-শর্বরী !

কাজী নজরুল ইসলাম

গোপন-প্রিয়া

পাইনি ব'লে আজো তোমায় বাস্‌ছি ভালো রাণি !
মধ্যে সাগর, এপার ওপার করছি কানাকানি—
আমি এ-পার, তুমি ওপার,
মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার
ওপার হতে ছায়াতরু ! দাও তুমি হাতছানি,
আমি মরু, পাইনে তোমার ছায়ার ছোঁয়াখানি।

নাম-শোনা দুই বন্ধু মোরা, হয়নি পরিচয় ;
আমার বুকে কাঁদছে আশা, তোমার বুকে ভয় !
এই-পারী-ঢেউ বাদল-বায়ে
আছ্‌ড়ে পড়ে তোমার পায়ে
আমার ঢেউয়ের দোলায় তোমার করলনা কূল ক্ষয় ;
কূল ভেঙ্গেছে আমার ধারে—তোমার ধারে নয় !

চেনার বন্ধু, পেলাম নাক' জানার অবসর।
গানের পাখী বসেছিলাম দু'দিন শাখার 'পর।
গান ফুরালে যাব যবে
গানের কথাই মনে রবে
পাখী তখন থাকবেনাক—থাকবে পাখীর স্বর।
উড়্‌ব আমি,—কাঁদবে তুমি ব্যথার বালুচর!

তোমার পায়ে বাজ্‌লো কখন্ আমার পারের ঢেউ,
অজানিতা! কেউ জানে না, জানবেনাক' কেউ।
উড়তে গিয়ে পাখা হ'তে
একটি পালক পড়লে পথে
ভুলেই প্রিয় তুলে যেন খোঁপায় গুঁজে নাও
ভয় কি সখি? আপনি তুমি ফেলবে খুলে তা-ও!

বর্ষা-ঝরা এমনি প্রাতে আমার মত কি
ঝুরবে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী?
মনের বনে নিশীথ-রাতে
চুম দেবে কি কল্পনাতে,
স্বপ্ন দেখে উঠ্‌বে জেগে, ভাববে কত কি?
মেঘের সাথে কাঁদবে তুমি, আমার চাতকী!

দূরের প্রিয়া! পাইনি তোমায়, তাই এ-কাঁদন-রোল!
কূল মেলেনা,—তায় দরিয়ায় উঠ্‌তেছে ঢেউ দোল!
তোমায় পেলে থাম্‌ত বাঁশী,
আসত মরণ সর্বনাশী!
পাইনিকো তাই ভরে আছ আমার বুকের কোল।
বেণুর হিয়া শূন্য ব'লে উঠ্‌ছে বাঁশীর বোল।

বন্ধু, তুমি হাতের কাছের সাথের সাথী নও,
দূরেই যত রও এ হিয়ার তত নিকট হও।
থাকবে তুমি ছায়ার সাথে
মায়ার মত চাঁদ্‌নী রাতে!
যত গোপন তত মধুর—নাইবা কথা কও!
শয়ন-সাথে রওনা তুমি নয়ন পাতে রও!

ওগো আমার আড়াল-থাকা, ওগো স্বপন-চোর,
তুমি আছ—আমি আছি—এইত' খুশী মোর!
কোথায় আছ, কেমন রাণী,
কাজ কি খোঁজে, নাইবা জানি!
ভালোবাসি এই আনন্দে আপনি আছি ভোর!
চাইনা জাগা, থাকুক্ চোখে এমনি ঘুমের ঘোর!

রাত্রে যখন একলা শোবো—চাইবে তোমায় বুক
নিবিড়-ঘন হবে তখন একলা থাকার দুখ,
দুখের সুরায় মত্ত হয়ে
থাকবে এ প্রাণ তোমায় ল'য়ে
কল্পনাতে আঁকবে তোমার চাঁদ-চুয়ানো মুখ,
ঘুমে-জাগায় জড়িয়ে রবো, সেইত চরম সুখ!

গাইব আমি, দূরের থেকে শুনবে তুমি গান।
থামলে আমি—গান গাওয়াবে তোমার অভিমান।
শিল্পী আমি, আমি কবি,
তুমি আমার আঁধার ছবি,
আমার লেখা কাব্যে তুমি—আমার রচা গান।
চাইবনাকো; পরাণ ভ'রে করেই যাবো দান।

তোমার বুকে স্থান কোথা গো এ দূর-বিরহীর,
কাজ কি জেনে? তল কেবা পায় অতল জলধির!
গোপন তুমি আস্‌লে নেমে
কাব্যে আমার, আমার প্রেমে,
এই সে সুখে থাকব বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর?
দূরের পাখী গান গেয়ে যাই, নাই বাঁধিলাম নীড়!

বিদায় যেদিন নেবো সেদিন নাইবা পেলাম দান,
মনে আমায় করবে নাকো—সেইত মনে স্থান!
যেদিন আমায় ভুলতে গিয়ে
করবে মনে, সেদিন প্রিয়ে,
ভোলার মাঝে উঠ্‌বো বেঁচে—সেইত আমার প্রাণ!
নাইবা পেলাম, চেয়ে গেলাম, গেয়ে গেলাম গান!

কাজী নজরুল ইসলাম

ভীরু

আমি জানি তুমি কেন চাহনাক ফিরে।
গৃহকোণ ছাড়ি আসিয়াছ আজ দেবতার মন্দিরে॥
পুতুল লইয়া কাটিয়াছে বেলা
আপনারে লয়ে শুধু হেলা-ফেলা
জানিতে না, আছে হৃদয়ের খেলা আকুল নয়ন নীরে;
এত বড় দায় নয়নে নয়নে নিমেষের চাওয়া কি রে?
আমি জানি তুমি কেন চাহনাক ফিরে॥

আমি জানি তুমি কেন চাহনাক ফিরে।
জানিতে না, আঁখি আঁখিতে হারায়, ডুবে যায় বাণী ধীরে ;
তুমি ছাড়া আর ছিল নাক কেহ,
ছিল না বাহির, ছিল শুধু গেহ,
কাজল ছিল গো, জল ছিল না ও উজল আঁখির তীরে,
সেদিনও চলিতে ছলনা বাজেনি ও-চরণ-মঞ্জীরে ;
আমি জানি তুমি কেন চাহনাক ফিরে ॥

আমি জানি তুমি কেন কহনাক কথা।
সেদিনও তোমার বনপথে যেতে পায়ে জড়াত না লতা ॥
সেদিনও বেভুল তুলিয়াছ ফুল
ফুল বিঁধিতে গো বিঁধেনি আঙুল,
মালার সাথে যে হৃদয়ও শুকায় জানিতে না সে বারতা।
জানিতে না, কাঁদে মুখর মুখের অড়ালে নিসঙ্গতা !
আমি জানি তুমি কেন কহনাক কথা ॥

আমি জানি তব কপটতা চতুরালি !
তুমি জানিতে না, ও কপোলে থাকে ডালিম দানার লালী ॥
জানিতে না ভীরু রমনীর মন
মধুকর ভারে লতার মতন
কেঁপে মরে, কথা কণ্ঠে জড়ায়ে নিষেধ করে গো খালি !
আঁখি যত চায় তত লজ্জায় লজ্জা পাড়ে গো গালি !
আমি জানি তব কপটতা চতুরালি !

আমি জানি, ভীরু, কিসের এ বিস্ময় !
জানিতে না কভু নিজেরে হেরিয়া নিজেরি করে যে ভয়।
পুরুষ পরুষ শুনেছিলে নাম,
দেখেছ পাথর, করনি প্রণাম,
প্রণাম করিতে লুব্ধ দু'কর চেয়েছে চরণ ছোঁয়।
জানিতে না, হিয়া পাথর পরশি' পরশ-পাথরও হয়।
আমি জানি ভীরু কিসের এ বিস্ময় ॥

কিসের তোমার শংকা এ আমি জানি।
পরাণের ক্ষুধা দেহের দু'তীরে করিতেছে কাণাকাণি।
বিকচ বুকের বকুল গন্ধ
পাপড়ি রাখিতে পারেনা বন্ধ.
যত আপনারে লুকাইতে চাও তত হয় জানাজানি,
অপাঙ্গে আজ ভিড় করেছে গো লুকানো যতেক বাণী।
কিসের তোমার শংকা এ আমি জানি॥

আমি জানি কেন বলিতে পারনা খুলি'।
গোপনে তোমারে আবেদন তার জানায়েছে বুলবুলি।
যেকথা শুনিতে মনে ছিল সাধ
কেমনে সে পেল তারই সংবাদ ?
সেই কথা বঁধূ তেমনি করিয়া কহিল নয়ন তুলি।
কে জানিত এত জাদুমাখা তার ও কঠিন অঙ্গুলি।
আমি জানি, কেন বলিতে পার না খুলি॥

আমি জানি, তুমি কেন যে নিরাভরণা,
ব্যথার পরশে হয়েছে তোমার সকল অঙ্গ সোণা।
মাটির দেবীরে পরায় ভূষণ,
সোনায় সোনার কিবা প্রয়োজন ?
দেহ-কূল ছাড়ি নেমেছে মনের অকূল নিরঞ্জনা।
বেদনা আজিকে রূপের তোমার করিতেছে বন্দনা।
আমি জানি, তুমি কেন যে নিরাভরণা॥

আমি জানি ওরা বুঝিতে পারেনা তোরে।
নিশীথে ঘুমালে কুমারী বালিকা, বধূ জাগিয়াছ ভোরে।
ওরা সাঁতারিয়া ফিরিতেছে ফেনা,
শুক্তি যে ডোবে বুঝিতে পারেনা।
মুক্তা ফলেছে, আঁখির ঝিনুক ডুবেছে আঁখির লোরে।
বোঝা কত ভার হ'লে—হৃদয়ের ভরাডুবি হয়, ওরে
অভাগিনী নারী, বুঝাবি কেমন করে॥

কাদের নওয়াজ

স্মৃতি

রাজার ঘরণী তুমি, হয়েছ এখন রাণী
রয়েছ প্রাসাদে জানি আজি,
অতুল পুলকে মাতি, ভূলোকে তোমার হৃদে
জাগিবেনা মোর স্মৃতি রাজি,

ভ্রমেও জীবনে কভু, পড়িবেনা মনে তব
মধুময় অতীতের স্মৃতি,
হাজার বাতির ঝাড় রং-দীপ রোশনাই
তোমারে ভোলাবে মোর প্রীতি।

ভুলিও, ভুলিও রাণি! চিরতরে ভুলিও আমায়,
আমিও আজিকে তাই চাই,
আমারে ভুলিয়া তুমি হয়েছ জীবনে সুখী
শুনিলে শান্তি হৃদে পাই ;

অনুরোধ এই শুধু, গহিন নিশীথে যবে
চরাচর সুপ্ত নিঝুম,
শুয়েবিছানায় তুমি, আলু থালু বেশে যবে,
ঘোমটা উতারি দেবে ঘুম,

তখন আকাশ থেকে, মুক্ত জানালা দিয়ে,
করুণ চাহনি তার হানি'—
একটী উজল তারা ছল্ ছল্ চোখে যদি,
চেয়ে থাকে তোমা-পানে রাণি!

হঠাৎ নিশীথে তব, ঘুম ভাঙে যদি সেই—
তারকার জ্যোতি চোখে লেগে,
ভাবিও তাহারি সম, তোমাতরে নিশিদিন
মোর আঁখি-তারা আছে জেগে।

যামিনীর শেষে যবে ঢলে পড়ে রাঙা-শশী
হাসি রাশি মিলায় গগনে,
তখন জাগিয়া তুমি, দেখ যদি সেই চাঁদ
সেই শেষ বিদায়ের ক্ষণে ;

তাহার সজল আঁখি কাতর করুণ দিঠি
দেখিয়া ভাবিও তুমি রাণি !
এম্‌নি সজল চোখে বিদায় হয়েছি আমি,
তোমারে কহিয়া শেষ বাণী।

তারপর ভোরে যবে, প্রসাধন করি রাণি !
রাণীর বেশেতে আঙিনায়,
বেড়াবে মনের সুখে, তখন হঠাৎ যদি,
প্রভাতের উতল হাওয়ায়,

ঘোমটা সরিয়া গিয়া, দেখা যায় মুখ-শশী,
তখন ভাবিও তুমি রাণি !
দুষ্টু হাওয়ার মত আমিই দেখেছি তব,
ঘোমটা সরায়ে মুখখানি।

আরো যদি মনে পড়ে নিরালায় একাকিনী,
দেখিও খুঁজিয়া কুতূহলে,
আমার চাউনিগুলি, রেখা হয়ে শোভিতেছে,
তব নীল শাড়ীর আঁচলে।

দেখিয়াছ লাল-ফুল তাহার হিয়ার তলে
দাগ আছে মুছিবার নহে;
তেমনি আমার হৃদে আজো দাগ রহিয়াছে,
তিলে তিলে আজো মোরে দহে,

শরৎ আসিলে হায়, শিউলির মালা গাঁথি,
পরাবো কাহারে নাহি জানি,
বরষা ভরসা দেয়, মধুমাস উপহাস
করি বলে—আমিই ত রাণী।

হয়ত হাসিবে তুমি, আমার কবিতা পড়ি,
দয়িতের পাশে বসি সুখে,
অনুরোধ, মোর নামে বারেক ডাকিও তারে,
দিও দিও চুম্বন মুখে,

জ্যোছনা যামিনী এলে, বারেক মনের ভুলে
সেই গান গেয়ো মোরে স্মরি,
যে-গানে চাঁদিনী গলি তরল রজত প্রায়
হয়ে যেত, উঠিতে শিহরি।

হারায়েছি আমি সব, ভেঙেছে আমার মেলা,
তুমিতো রয়েছ সুখে জানি,
বাহিরে পরের তুমি, সেথা নাহি অধিকার—
হিয়ায় তুমিত' মোর রাণী।

কানাই সামন্ত

স্বপ্ন

স্বপ্ন দেখলেম সে এসেছে।
সে এসেছে
জাগরণে যে আসেনি,
যে আসবেনা কোনোদিন ॥

ডানহাতের চঞ্চল চুড়ি ক'গাছি
মৃদু কানাকানি ক'রে বুঝি বলছিল :
কী ছলে প্রবেশ করবে, ভীরু ?
আপন ঘরে তুমি প্রবেশ করবে কি ?

দুটি হাতে দুটি হাত বন্দী ক'রে
ঘরে আনলেম তোমায় দুয়োর পেরিয়ে ;
মনে মনে বললেম : ওগো,
দুয়োরের ঐ চৌকাটটুকু
হিমাচলের মতো কেন দুর্লঙ্ঘ্য ?
মুখ ফুটে বললেম : বন্ধু !
বললেম না : ওগো তুমি,

চোরের মতো ভীতু
নিশুত-রাতে-উদিত কৃষ্ণনবমীর চন্দ্রিকা
শীতের শালবনে তালবনে
ছায়াসহচরী হয়ে নীরবে ছিলে দাঁড়িয়ে—
জানতে যে পারিনি ;

দুয়োর খুলে দিয়েছি. এসো এখন ঘরে,
ভয় কোরো না,
এস আমার শুভ্র বিছানায়,
এসো আমার বুকে ॥

স্বপ্ন দেখলেম, সে এসেছে
জাগরণলোকে যে আসেনি,
যে আসবে না কোনোদিন।
ঘুমে-জড়ানো দুচোখ মুছে মুছে
বুঝেও বুঝতে পারিনে ভালো :
হায়, সে নষ্ট স্বপ্ন,
ভ্রষ্ট চন্দ্রিকা,
ভোরের দিকে জাগা শেষ-শিউলির বাস,
শুকতারার হাসি—
অন্য কিছু নয়—
নয়।

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

মিলন

নিখিল বিশ্ব ঘুমিয়ে রবে আকাশ চন্দ্রাতপের তলে
স্বপ্ন-বিভোল নিশীথিনীর ছায়—
সেই খানেতে আসবে তুমি আঁধার ঘরে রাণী আমার
আসবে তুমি গোপন মৃদু পায়।
বাজবে নাকো নূপুর তব—শ্রান্ত চরণ রইবে ঘিরে
অতীত সুখের সুপ্ত স্মৃতির মত,
মৌন-নীরব সেই অভিসার তুলবে নাকো বিশ্ব-বীণায়
কান্না-হাসির রাগ রাগিণী যত।
দৃষ্টি তোমার পড়বে এসে অন্ধকারের বুকটা চিরে
মিলন-আকুল মুখের 'পরে মোর,
তুষার-শীতল স্পর্শে তব প'ড়বে খসে আচম্বিতে
সুখের দুখের তুচ্ছ স্মৃতির ডোর।
আলিঙ্গনের নিবিড়তায় রাখ্‌বে ঢেকে অলক তব—
জমাট-বাঁধা অন্ধকারের সম—
অধর 'পরে তড়িৎ-পরশ—উঠ্‌বে নেচে ক্ষণেক তরে
মরণ ভুলি বুকের রক্ত মম।
তার পরেতে যাত্রা শুরু—কোন্ সীমাহীন শূন্য পথে
মরণ-রথে যাত্রী মোরা দুটি,
দীর্ঘ রাত্তি কাটবে মোদের কোন স্বপনে জাগরণে—
কোন তারকার আলোক পানে ছুটি!
বাজবে সেদিন কণ্ঠে তব আশার বাণী নূতন সুরে
কোন্ জনমের হারিয়ে-যাওয়া গান—
এ নয়, বিদায় এ নয়—মরণ মাঝে মিলন চির—
অনন্ত প্রেম—নাইকো অবসান।

কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কথা কও তুমি

স্মৃতির দুয়ারে শঙ্কিত করাঘাত
বন্যার মাঝে ছোটো ছোট দ্বীপ যেন,
কথা কও তুমি, কথা কও তুমি প্রিয়,
আলোতে ছায়াতে দুরন্ত সন্ধ্যায়।

গৈরিক মাটি অস্তাচলের তীরে
স্বর্ণ শিখায় বিপুল সম্ভাবনা,
মরজগতের বিবর্ণ কৃশ ছবি
স্মৃতির দুয়ারে নাহি করে আনাগোনা।

ছোট ছোট ডাক শঙ্কিত ভীরুতায়
চঞ্চল হল হরিণ শিশুর মত
কথা কও তুমি, কথা কও তুমি প্রিয়,
সময়ের ঢেউ কর তুমি রঞ্জিত
টুকরো হাসিতে, হালকা মুখরতায়,
টুকরো গানেতে স্তব্ধ নীরবতায়
ছিঁড়ে ফেলো তুমি, ছিঁড়ে ফেলো তুমি
প্রিয়! ছিঁড়ে ফেলো যত শঙ্কিত ভীরুতায়।
কথার শিখায় অভিসারে এসো দ্রুত।

বন্যার মাঝে ছোট ছোট দ্বীপগুলি
অঙ্কিত কর পুষ্পিত সজ্জায়;
কঙ্কন আজি ধ্বনিয়া উঠুক গানে,
নীল অঞ্চল ফেনায়িত আহ্বানে;
কম্পনে গানে ছিঁড়ে ফেলো যত
শঙ্কিত ভীরুতায়,
বেজে ওঠো আজ হাল্‌কা মুখরতায়

কামিনী রায়

জীবন-পথে

দূরে ছিনু। প্রাণপণ সাধনার ফলে
আনিলে নিকটে মোরে। কোন্ ইন্দ্রজালে
দেখেছিলে দেবপ্রভা মানবীর ভালে ?—
ঢেলে দিলে, অযাচিত, এ চরণ তলে
তোমার সর্বস্ব ? শীত উন্নত অচলে
কঠিন তুষার ছিনু, ধরায় নামালে
গলাইয়া বিন্দু বিন্দু, দেখি শেষকালে
শক্ত নহি, শুভ্র নহি, পরিণত জলে ;
এ জলে তোমার তৃষ্ণা করো পরিহার
সমূলে সংহার করো মোর লাজ ভয় ;
অচেনা এদেশ, আমি লুকাইতে চাই
তোমার হৃদয় গেহে। কি কহিব আর,
ছুটিলে এ ইন্দ্রজাল, টুটিলে প্রণয়
মোর তরে নাহি আর দাঁড়াবার ঠাঁই।

দূর হতে যবে মোরে ভালবাসা দিতে—
বলেছি সহস্রবার,—করিনা প্রত্যয়
প্রেমের স্থায়িত্বে আমি ; কভু নাহি সয়
নর ভাগ্যে এত সুধা। কাতরে মাগিতে
নিত্য তুমি প্রেম মম, আমি শান্ত চিতে
ফিরায়ে দিতাম তোমা। কিসে যে কি হয়
কে বলিতে পারে বন্ধু ? কালে পায় ক্ষয়
কঠিন পর্বত দেহ শিশিরে বৃষ্টিতে।
তোমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করেছে আমার

বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা। একদা প্রভাতে
দুঃস্বপ্ন-পীড়িত চিত্ত, কি বেদনা ভরে
উঠিলাম; বাহিরিতে খুলি গৃহদ্বার,
সম্মুখে দেখিনু তোমা; হাত রাখি হাতে
পুছিনু—এসেছ পুনঃ এ জনেরি তরে?

কহিলে—তোমারি তরে এসেছি আবার।
যত ফিরাইয়া দাও, হয় দৃঢ়তর
তত আকর্ষণ তব। নিরাশার পর
আবার জেগেছে আশা, ঠেলি অন্ধকার
জাগে যথা ঊষা নিত্য। দেখ চারিধার—
কি আলোক, কি সঙ্গীত; দেখ কি সুন্দর
জীবন তরঙ্গ রঙ্গ! দুঃস্বপ্ন-কাতর
কে রহে দিবসে, ঢাকি আঁখি আপনার?
এই শুভ্র দিবালোকে চল দু'জনায়
খুঁজি জীবনের সিদ্ধি। বিশাল জগৎ,
প্রেমের আনন্দ গীত, কর্ম কোলাহল
সুখের দুখের স্রোত কত বহি যায়
পাশাপাশি। চল যাই ধরি প্রেমপথ
দু'জনে লভিয়া প্রাণে দু'জনের বল।

কহিনু—সার্থক হোক্ তোমার প্রণয়
তুমি আপনারে দিয়া যদি সুখ পাও
আমাতে যা আছে যদি তাই শুধু চাও
তোমার অতৃপ্তি মোর অপুণ্য না হয়
তবে আমি ত্যজিলাম ভবিষ্যের ভয়।
বিশাল হৃদয় তব, যদি পারো তা'ও
কর গো বিশালতর, তাহে স্থান দাও
সব দোষে গুণে মোরে, হোক্ তব জয়।

বহু ভার বহে নারী, বহু কষ্ট সহে।
কেবল নিজের ভার দুর্বহ তাহার,
এ বোঝা নামায়ে লও। চল মোর আগে
দেখাইয়া পথ মোর। যদি অশ্রু বহে,
ঢাকে আঁখি, করস্পর্শে করিও সঞ্চার
নব দৃষ্টি, দীপ স্পর্শে দীপ যথা জাগে।

* * *

কামিনী রায়

বর্ষ-শেষ

তোমার সে প্রেম হতে যেটুকু পেয়েছে ক্ষয়
আজ আমি সেইটুকু চাই,
জেনেছি তা' এ জনমে আর ফিরিবার নয়,
আঁখি ভরি অশ্রু আসে তাই।
যেদিন গোলাপ ফুটে, সেদিনের শোভা তার
সেদিনের সৌরভ অতুল,
পরদিন নাহি থাকে, একথা অজানা কার?
তবু মনে করেছিনু ভুল।
মনে করেছিনু প্রিয়, অমর আত্মার প্রীতি
অক্ষয় মাধুর্য্যে ভরপুর,
মৃত্যু-পরিবর্ত্তশীল জড় জগতের রীতি
তাহা হতে রহে বহুদূর।

পৃথিবীর শত কবি লক্ষ লক্ষ কবিতায়
যে প্রেমের গুণ গায় কত,
সে প্রেম শুকায়ে যায়, নাহি জানিতাম হায়
বসন্তের ফুলটির মত।
বর্ষ শেষে বড় দুঃখে লভিয়াছি এই জ্ঞান,
ঘুচিয়াছে অযথা গরব,
তাই, অবনত-মুখে মুছে ফেলে অভিমান,
বসে আছি পদতলে তব।
আজ যতটুকু পার ততটুকু দিও স্নেহ,
ততটুকু আদর সোহাগ,
একদিন দিয়াছিলে সব ধন মন দেহ,
সমস্ত প্রাণের অনুরাগ।

কালিদাস রায়

পল্লীবালার ব্যথা

আমার এমন কি হলো বোন্, খাঁ খাঁ করে প্রাণটা খালি,
ঘরের কাজে মন লাগে না, মা-পিসীরা দিচ্ছে গালি।
আমার জ্বালা সে কি জানে? দুপুর রাতে বাঁশীর গানে
ঘুম কেড়ে লয়, রাত্রি জেগে চোখের কোণে পড়ল কালি।
রাতে তারো ঘুম কি রে নেই, বাঁশী কেন বাজায় খালি?

সকালবেলা হাঁক ছেড়ে সে চলে যখন গরুর পালে,
গোবরঝুড়ি কাঁখে ধরে তখন আমি রই গোহালে।
গাই ছাড়িতে বাছুর ছাড়ি, দুধ পিয়ে নেয় তাড়াতাড়ি;
মার কাছে খাই ঝাঁটার বাড়ি, পিসীর কাছে ঠোক্‌না গালে।
হাত-পা আমার রয় গোয়ালে—প্রাণটা চলে গরুর পালে!

আমি যখন দাদার লেগে ভাত নিয়ে যাই বিলের মাঠে,
বাউলিয়া সুর গেয়ে গেয়ে ভুঁয়ের আলে ঘাস সে কাটে,
সে যদি চায় নয়ন তুলে, তবে আমার মনের ভুলে,
বাবলাবেড়ায় আঁচ্‌লা জড়ায়, পিছ্‌লে পড়ি পিছল বাটে ;
অই আলে মোর মনটা লোটে, ধড়টা চলে বিলের মাঠে।

একদিনে সে দশ বিঘা ক্ষেত ফেলতে পারে একাই রুয়ে।
বুধীর মত দুধী গাই-ও এক লহমায় ফেলে দুয়ে।
পাগলা ষাঁড়ের শিঙ্‌টি ধরে' আগ্‌লে রাখে গায়ের জোরে।
কাঁধে নিয়ে তালের কাঁদি গাছ হ'তে সে লাফায় ভুঁয়ে।
দেখি যে তার সাঁতার-কাটা অবাক হয়ে কলসী থুয়ে।

কবির দলের দোহারীতে গায় সে মেতে পরাণ খুলে।
বাউল-নাচে ঘুঙুর পায়ে, নাচে সে ডান হাতটি তুলে।
গাজন-দিনে সন্নিসি সাজ বাবরীচুলের ঢেউখেলা ভাঁজ,
মনসাতলায় মালামো তার, কার না দেখে পরাণ ভুলে ?
আমার ত কেউ নয়কো—তবু দেমাকে বুক উঠে ফুলে।

কাণে গোঁজা সন্ধ্যামণি, নতুন তালের ছাতি কাঁধে,
রাঙা ডুরে গামছা দিয়ে যদি আবার কোমর বাঁধে,
বৃন্দাবনের কালার পারা করে আমায় আপন-হারা ;
তারি পায়ে পড়তে লুটে শুধু আমার পরাণ কাঁদে,
বাঁশী পাঁচন ধরে যখন কালার মতন মোহন ছাঁদে।

আমার এমন কি হলো বোন, হুহু করে মনটা খালি,
ইচ্ছে করে কাঁদি কেবল, সবাই আমায় দিচ্ছে গালি।
কুটনা কোটায় আঙুল কাটে হাট যেতে হায় যাই যে মাঠে,
মনের ভুলে হাত পা পোড়াই, নুনের সরাও দুধেই ঢালি।
আমার যে বোন আসছে কাঁদন, হুহু করে প্রাণটা খালি॥

কালিদাস রায়

কিশোরী বধূ

আমার কোরক-বধূ
অঞ্চল ভরা সৌরভ তার অন্তর ভরা মধু।
ফুটেছে শুভ্র যূথীর মতন
মৌন মধুর শুভ্র শোভন,
আলোক-নীহারে নোলোক-মুকুতা টুল-টুল করে বায়
নীপের মতন নাহি শিহরণ
নহেক উগ্র চম্পা যেমন'
বকুলের মত ব্যগ্র অধীর করে নাক' মদিরায়।
আমার নবীনা বধূ
অঞ্চল ভরা পরিমল তার, অন্তর ভরা মধু।

জীবন সখীটি মম
সঙ্কোচ-মুঠি তার কর দুটি পঙ্কজ-কলিসম।
ললিত লতিকা লজ্জা-রোচনা
ঢল ঢল নীল কুসুম-লোচনা
পেশল তরল তনিমা ভরিয়া সরল গরিমা তায়।
সে যে চির-অবলম্বন শীলা
জানেনাক-ছল-কৌশল লীলা ;
তরুর শাখাটি জড়ায়ে লতায়ে ঘুমায়ে পড়িতে চায়।
আমার কিশোরী জায়া
কঙ্কন-পরা-কর দুটি তার পঙ্কজময়ী কায়া।
কিশোরী-কান্তা মোর,
শুভ্র রুচির অন্তর-বেলা,—শুচি তার আঁখিলোর।

নবনিদাঘের ভাগীরথী সমা
বহিয়া নিভৃতে মায়া দয়া ক্ষমা,
শুভ সংসার-সৈকতে শোভে পুণ্যের মহিমায়।
নাহি উদ্বেল আবিল প্লাবন
শীতল শান্ত স্বচ্ছ জীবন
ধীরি ধীরি যেন কুলু কুলু বয় ঝিরি ঝিরি মলয়ায়।
দরদী দয়িতা মোর,
লসিত রুচির হসিত তাহার, শুচি তার আঁখিলোর।

আমার আদুরী প্রিয়া
কণ্ঠ তাহার তুষে জনে জনে বচন মাধুরী দিয়া।
শারিকার মত নহে সে মুখরা
কোকিলার মত নহে সে প্রখরা,
ময়ূরীর মত রূপ গৌরবে টলে টলে নাহি যায়।
সে যে মোর শ্যামা বনের পাখীটি,
শিষে হরে মন, চমকিত দিঠি ;
চায় এ হৃদয়-কুলায় নিলয়ে লুকাইতে আপনায়।
আমার সোহাগী প্রিয়া—
কণ্ঠে তাহার বণ্টে অমিয়া, পোষ মানে তার হিয়া।

কালীকিঙ্কর সেন গুপ্ত

অনুপমা

তাই হোক, এলো চুল
বেঁধোনা খোঁপায়, থাক,
উড়ে যাক এলো মেলো সমীরে।

শ্রবণে দোদুল দুল
তালে তালে দোল খাক্
জলকে চলিতে পথে অধীরে।

দূরে ঐ হাত ছানি,
কা'র যেন দেখা যায় ;
কানাকানি করে কেন সখীরা ?

কেহ হাসে খিল খিল,
অঞ্চল উর্ম্মিল
চঞ্চল গতি অতি রুচিরা।

কনক কাঞ্চী খানি
বাঞ্ছিত কটিতটে
শিঞ্জন গুঞ্জন গাহিয়া।

নাসার বেসর খানি
বিম্ব অধর পানে
চমকি শিহরি মরে চাহিয়া।

গলায় বেলের গোড়ে
আধ ফোটা কুঁড়ি তার
উরসে উলসি চাহে ফুটিতে।

চোখের সরম লাজ
মরম মানে না আজ
দ্বিধায় হৃদয় চায় টুটিতে।

তাই হোক তবে আজ
বাঁধিয়া নাহিক কাজ
অঝোরে ঝরিয়া পড়ে সুষমা।
অমুর তনিমা খানি
শ্রাবণ নদীর প্রায়
নাহি নাহি ও-রূপের উপমা।

কিংশুক

একটি রোমান্টিক কবিতা

জন্মান্তের অন্ধকার। স্মৃতির দিগন্তে তবু
পূর্বজীবনের স্বপ্ন জ্বলে—
মনে পড়ে তুমি আমি যৌবনের পদ্মবনে
অতিদূর সিংহলের তীরে
অথবা পারশ্য দেশে কোন গুল বাগিচায়
দেখেছিনু শুকতারাটিরে
বিহ্বল বিভ্রান্ত চোখে, শরতের অন্তহীন
নীলাকাশ সরোবর তলে।

স্বপ্নে আজও মনে পড়ে তোমার বিস্রস্ত বেশে,
শিথিল কেশের কৃষ্ণস্তূপে
স্বর্গ হ'তে ঝরেছিল দুগ্ধশুভ্র জ্যোৎস্নাধারা
শশধর পদ্মদল বেয়ে :
তুমি আমি একসাথে স্বর্গের অমৃতময়ী
স্পর্শাতীত সে ধারায় নেয়ে
নীরব নিশুতি রাত্রি সাক্ষী রেখে দুইজনে
নির্ভয়ে আনন্দে চুপে চুপে

পরস্পর সঁপেছিনু দেহ দুটি দেহাতীতে !
ঊর্ধ্বলোকে অদৃশ্য দেবতা
আশীর্বাদ করেছিল যেন। সেই রাত্রে কত
জন্মান্তর-গত গূঢ় রাগে
ওষ্ঠে তুমি এঁকেছিলে চুম্বন স্মারক শত,
অতি স্পষ্ট আজও মর্মে জাগে
গত জীবনের সেই প্রণয়ের পৌর্ণমাসী
প্রেমস্নিগ্ধ কত গীতি কথা

ক'য়েছিলে মৃদু মুগ্ধ ব্যথাভরা কলকণ্ঠে তটিনীরস্বরে।
এজন্মেও কতো কতো রাতে
স্বপ্নঘোরে ভাবি যেন তুমি আমি অবিছিন্ন,
একাকার, একক হৃদয়ে
মিশে গেছি ; মুছে গেছে পৃথিবীর সব স্মৃতি
অন্ধকারে চিহ্নহীন হ'য়ে।
আমাদের হৃদয়ের ভাষা শুনি সাগরের কলকণ্ঠে;
হাত রেখে দু'জনের হাতে।

কিরণচাঁদ দরবেশ

উর্ব্বশীর প্রতি পুরুরবা

*　　　*　　　*

লইলাম বক্ষে টানি বাহুর আড়ালে
যক্ষের রক্ষিত কোন্ গুপ্ত রত্ন ধন!
এ দান দরিদ্রে মরি, কেগো বিতরণ
করি গেল! কোন্ ভাগ্য বলে, অকরুণ
মিনতি আমার, নিমীলিত লাজারুণ
মেখেদিল প্রস্ফুটিত সরোজ আননে!
মিথ্যা স্বর্গ ত্যাজি এনু মর্ত্ত্যের ভবনে—
ফুটন্ত নন্দন যেথা হাসিল গোপনে,
নন্দিত নিকুঞ্জে মম একান্ত শয়নে।
সঙ্গে তুমি ওগো নিঃসঙ্গিনী! বক্ষে তুমি—
সব সাধনার চির-পরিণতি-ভূমি!
অঙ্কে তুমি সোহাগ-জড়িতা লতা, স্নিগ্ধ
শোভাময়ী! ওগো বরাননা, লুব্ধ, দিগ্ধ
অনুগত আমি, একান্ত নির্ভর ভরে
ছিনু নিদ্রামগ্ন, তোমারে লইয়া ক্রোড়ে!
চুম্বন-চূর্ণিত তব কুন্তল আড়ালে,
সমস্ত ভাবনা মম লুকাল বিরলে!
অঙ্গের পরশ-মাখা রস-আলিঙ্গন,
মরণ কাঁদিয়া দুখে মরিল চরণে।
আঁখি হেরি নবনীত ফুল্ল তনুখান
কি দিব্য স্বপনরাজ্য করিল নির্ম্মাণ!
সব ভেঙে গেল আজি একটি নিশ্বাসে,
অকালে সকল সাধ মরিল তরাসে!

*　　　*　　　*

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

আব্দারের আধঘণ্টা

বেল-ফুল চাই না,
জুঁই-ফুল দাও।
ও গানটা গেও না,
এই গান গাও।
কেন ভালোবাসলে
বলো—বলনা ;
কেন তুমি হাসলে ?
—কথা ক'ব না !
কাল্‌কের গল্প
আজ কর শেষ ;
আজ্‌কের রাতটা
লাগচে না বেশ ?
সারাটা বেলা ধ'রে
বাঁধলুম চুল,
দেখলে না চেয়ে তা
এম্‌নিই ভুল !

জুঁই-ফুল চাই না
বেল-ফুল দাও ;
এ গানটা গেও না,
ঐ গান গাও !
জুঁই-ফুল নেবো না
দাও বেল-ফুল,
গোলাপকে পার্শীরা
বলে না কি গুল্‌ ?
ও দিকেতে চেওনা,
চাও এই দিক ;
নিভে আসে আলোটা
দাও ক'রে ঠিক !
চোখে আলো লাগছে
ক'রে দাও কম ;
ঐ যাঃ বাতি গেল
নিভে একদম !

হবেনাক জ্বাল্‌তে
খুব বাহাদুর,
জানা গেছে বুদ্ধি
যায় কতদূর !

বেল ফুল চাই না,
দাও জুঁই ফুল ;
বল্‌লে না গোলাপকে
কারা বলে গুল্ ?

জুঁই-ফুল চাই না,
চাঁপা এনে দাও ;
আমি কি তা জানি, তুমি
পাও কি না পাও ?

কাকাতুয়া কিনে দেবে—
কিনে দিলে খুব !
কথা কেন নেই মুখে
হয়ে গেলে চুপ ?

ভালোবাস কি না বাস—
ঠিক বলো না !
চাঁদ ঐ উঠছে,
ছাদে চলো না !

মুখে চুণ লাগলো,
ফিরে নাও পান ;
মাথা-ঘুরে পড়লো—
গেওনাক গান !

চাই না জুঁই বেল,
চাঁপা এনে দাও ;
আমি কি তা জানি, তুমি
পাও কি না পাও ?

চাঁপা-ফুল চাই না,
চাই চামেলি ;
সব-তাতে হবে-হবে
খালি গা'ফেলি !

আজ রাতে দু'জনাতে
জেগে থাকবো,
কে হারে কে জেতে আমি
তাই দেখবো !

ছোট ব'লে করবে কি
তুই-তোকারি ?
তাতে যে গো অপমান
হয় আমারি !

না ব'লে না ক'য়ে তুমি
কেন চুমো খাও।
বলিনাকো যত কিছু
আশ্কারা পাও!

চামেলি ও চাই না,
দাও চাঁপা-ফুল ;—
মিঠে তার গন্ধটি
গা'ও তুল্তুল্।

চাঁপা ফুল চাই না,
দাও বেল-ফুল ;
খোঁপা থেকে ঝরে পড়ে'
গেল বিলকুল্!

কুড়িয়ে ওসব ক'টা
পরিয়েও দাও ;
আবার না বলে তুমি
গালে চুমো খাও!

আমি ম'রে গেলে তুমি
খুব কাঁদবে?
তখন এ বাহু-ডোরে
কারে বাঁধবে?
ওকি, ওকি, চোখ ভ'রে
এল' যেগো জল?
ম'রে কেন যাব—দূর!
মিছে করি ছল!
ওগো তুমি জুঁই বেল,
যা খুসি তা দাও,
ও গালেতে চুমো খেলে,
এ গালেতে খাও।

কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত

স্বপ্ন-কামনা

সুলোচনা হে ললিতা শোনো
একথা কি ভেবেছো কখনো
ধূলিরুক্ষ বাতায়ন তলে
আমাদের উদ্দাম প্রণয়
স্থাগিত রাখিব কোন্ ছলে ?

তারাভরা আকাশের তলে
স্বর্ণপাত্র হ'তে হে সুন্দরী
ঢালো সুধা মরুপাত্রে মোর,
বাহুডোরে বিদ্যুৎ-আশ্লেষে
কৃষ্ণ মৃত্যু ছায়া ঘনঘোর !

আমাদের দিন আর রাত
ঐশ্বর্যের প্রদীপ্তি ছড়ায়
রক্তসন্ধ্যা সোনালী প্রভাত
স্থবিরের হৃদয় জড়ায় !
স্তব্ধ হোক দুরন্ত ক্রন্দন।

নক্ষত্রেরা রাতের আকাশে
আজো উঠে, আজো তারা হাসে;
নভোনীলে চাঁদ এক ফালি
নীল লাল ফুলের দেয়ালি
এই সব কেনা ভালোবাসে !

সুপ্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যের ভারে
মগ্ন হয়ে কান পেতে শুনি,
নিরপত্য বুকের ভাণ্ডারে
ধমনির দ্রুততম ধ্বনি,
বক্ষে প্রেম উদ্ধত নিশ্চয় !

নীপশাখে পুষ্পিত কুসুম,
দক্ষিণের স্রোতে ভেসে-ভেসে
হিমগন্ধে চোখে আনে ঘুম,
তোমাকে কি লভেছি কুমারী
যুগ-যুগ ধ্যানে অবশেষে ?

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

শেষ দান

নয়নে পড়েছে মৃত্যু কালিমা, দেরী নাই বেশি আর
মোর পানে প্রিয়া তুলিল বারেক করুণ নয়ন তার।
বিদ্যুৎ-হানা বিশাল নয়ন, কালো টানা সেই ভুরু,
নামিয়া পড়েছে চির-নিদ্রায়, তন্দ্রা হয়েছে শুরু।
অঞ্চলে বাঁধা চাবি রিং তার দিল মোর পদতলে,
শুভ দৃষ্টির দুই জোড়া আঁখি ভরিয়া উঠিল জলে।

সে চাবি তাহার বড় আদরের ক্যাসবাক্সের চাবী ;
কোনো ক্রমে মোর চলিত না শুধু তাহার উপরে দাবী।
এ চক পুরীর চাবী মোর প্রিয়া যতনে রাখিত কাছে,
চাহিলে কখনো পাই নাই আমি, ভাবিতাম কি যে আছে ?
আজ দিয়ে গেল শেষ সন্দেশ—সকলের শেষ দান,
দানের ভঙ্গী-দাতার মিনতি ব্যাকুল করিছে প্রাণ ;

চলে গেছে প্রিয়া, বরষ কেটেছে চোখের বরষা ল'য়ে,
শূন্য সায়রে ভ্রমর গুমরে পদ্মপরাগ ব'য়ে ;
বিজন দুপুরে উদাসী পরাণ, হাতে নাই কোনো কাজ,
বাক্সটি তার কাছেতে আনিয়া খুলিয়া দেখিনু আজ,
রহিয়াছে সেই আশীর্বাদীর ইয়ারিং এক জোড়া,
ঠাকুমার দেওয়া প্রাচীন ঝুমকো লাল কৌটায় ভরা।

হার এক ছড়া গুরুবক্ষের গুমোর মাখানো যাতে,
বিয়ের নোলোক রূপের ঝলক জড়ানো রয়েছে তাতে।
শাঁখার সোনার পাত এতটুকু, কাটা কাঁচপোকা টিপ্‌
লাবণীর নভে সাঁঝের তারকা সুষমার হেম-দীপ।
তারি সাথে আছে চিঠি একতাড়া অনেক দিনের লেখা,
নব অনুরাগ-রঞ্জিত লিপি পড়িতেছি আজ একা।

পড়ি আর কাঁদি কত শরতের গত উৎসব স্মরি
ঝরা শেফালির আলিঙ্গনের আমেজ রয়েছে মরি।
ছোট ছোট কথা ছোট দুখ সুখ গাঁথা আছে তারই মাঝে
ফুলশয্যার শুষ্ক কুসুমে অতীত সুরভি রাজে।
যৌবন হেথা বাঁধা পড়িয়াছে দেখে মনে হয় ভুল;
কুড়ানো উপলে পাই যে আবার ঝরণার কুলু-কুল।

ক্ষুদ্র ঝিনুক প্রেম সাগরের খবর দিতেছে ভাই,
চরণ সিঁদুরে দেবী প্রতিমার কৃপার আভাস পাই।
হায়, আঙুরের বাক্সে আমার রাখিল কে হীরা চুর,
লক্ষ্মীর ঝাঁপি করিল কে মোর বেদনায় ভরপুর?
পূজারিণী যবে খুলে দিয়ে গেল আজি মন্দির-দ্বার,
আছে ধুপ দীপ বিল্বপত্র, দেবী যে নাহিক আর!

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

পুরাণো প্রেমপত্র

হঠাৎ যেন উঠলো বেজে হুলুধ্বনি, বাজালো শাঁক
শিস দিয়ে কে আনলে ডেকে হারানো মোর পায়রা ঝাঁক।
শুক্‌নো ডালে উঠলো যেন কুসুম কোরক মুঞ্জরি
পাপড়ি ঝরা বৃন্তে এলো মত্ত ভ্রমর গুঞ্জরি।
দোলের আবির ছড়িয়ে দিল ত্যক্ত তিমির কুঞ্জে কে
জ্বাললে ভাঙা নাট্যশালায় সুপ্ত দীপ পুঞ্জেরে।
যৌবনেরি লজ্জা হাসি, চুম্বনেরি দ্রাক্ষারস
কেমন করে রাখলে ধরে শুষ্ক কালীর কৃষ্ণ কষ।

কাল যাহারে রাখতে নারে কালী তারে রাখলে গো ॥
যৌবনেরি যৌতুকেরে যতন করে আগলে গো।
হারা তরীর পণ্যরাশি বাঁশীর হারা সঙ্গীতে
ফিরায়ে কে আনলে আজি অমন আঁখির ইঙ্গিতে।
কোন অলকার যক্ষবালা দক্ষ তুমি মোর প্রিয়ে
রাখলে প্রেমের মণি মাণিক এমন করে যক্ দিয়ে।

কৃষ্ণপ্রসন্ন দে

বান্ধুলীফুলের ব্যথা

একদা সে-কোন শুক্লা ফাগুন-রাতে
বরণের মালা দিয়েছিলে তুলে হাতে,
নতমুখে ছিলে দাঁড়ায়ে দ্বারের পাশে,
যদি মালাখানি কণ্ঠে ফিরিয়া আসে!
নিশীথরাতের ভাষাহীন আকুলতা
চাঁদের আলোকে খুঁজিয়া মরিছে কথা,
কে চির-বিরহী ঘন দেবদারু ছায়ে
উদাস বীণাটি বাজায় অলস বায়ে,
সে-দিন তোমার মালাটী চরণে দলি
উপহাসি হায়! গিয়েছিনু দূরে চলি!

বরষার মেঘ ডেকে ডেকে যায় ফিরে
অনাদি যুগের বিরহী হৃদয়টিরে;
মিলন-স্বপ্নে তন্দ্রা নেমেছে চোখে
ঢলেনি পবন বিদ্যুৎ-দীপালোকে!

লাজুক কেতকী প্রথম-গন্ধ ভারে
মধুর প্রণতি পাঠায় আমারি দ্বারে !
সে-নিশি যে-গান ধরার সুরের স্রোতে
মিশাতে চেয়েছি আমার নূপুর হ'তে,
কাজরীর সুর ছেয়েছে আকাশ ঘিরে
রুদ্ধদুয়ারে তুমি শুধু গেছ ফিরে !

রজনীর শেষে কালো আকাশের গায়ে
ছোট ছোট মেঘ ঘুমায় ক্লান্ত কায়ে ;
ঢলে পড়ে চাঁদ নারিকেল বনশিরে,
গুমরি গুমরি বাতাস কাঁদিয়া ফিরে ;
আঁধার আলোর গুণ্ঠন মুখে টানি,
হেরিছে ধরণী কাহার স্বপন খানি !
ফুলের সুবাস হারানো স্মৃতির মত
ভাসিয়া আসিছে জাগায়ে বেদনা শত,
তুমি এসেছিলে একটি চুমার তরে
বিদায়ের রাতে আমারি বিজন ঘরে !

সে-নিশি তোমায় দিয়েছিনু যত ব্যথা,
বলেছিনু যত কুলিশ কঠোর কথা,
এ ফুল-জনমে সে-সব এসেছে ফিরে,
চাহে সারা প্রাণ হারানো লগ্নটিরে !
আজিও রেখেছি ব্যগ্র আমার বুকে
সেই সাধটুকু স্মৃতির স্বপ্ন সুখে,
যদি কোনদিন আবার ফাগুন-বনে,
আবার শাঙনে, শরতের সমীরণে,
যৌবনজাগা একটি নিশার শেষে
এ অধরখানি তোমারি অধরে মেশে !

গিরিজাকুমার বসু

বিচিত্রা

চঞ্চল হিয়া, বল বল প্রিয়া,
বল বল প্রিয়তমা,
মনো মধুপের মোহন রূপের
সুধা-শতদল সমা!
কোন্ অলকার কামনা-দুয়ার খুলি'
মৃণাল-গরবী সলিল-শয়ন ভুলি'
ফুটিলে আমার বক্ষ-সরসে দুলি'
প্রেমারুণ অনুরাগে!
ওগো মনোরমা, উষা-প্রিয়তমা
এত মোরে ভালো লাগে!

সেদিন গোধূলি, আঁখি-পাতা তুলি'
হাসিমুখে সুবিমলে,
চেয়েছিলে দুটি ডাগর নয়নে
মুগ্ধ-মরম-তলে।
যেদিন প্রথম-পরিচয়-ক্ষণে
শুধু পলকের মৃদু দরশনে
জীবনের রথ টানিলে চরণে
অলখ হৃদয়-হারে,
নিমেষে চমকি', সঁপিলাম সখি,
নিঃশেষে আপনারে।

তোমার বুকের চীনাংশুকের
রজতাঞ্চল-রুচি
কৌমুদী-ছলে নিল কি ধরার
সকল ম্লানিমা মুছি?

দ্রাক্ষা-অধর চুমায় তোমার
বকুল-বালিকা বিভল হিয়ার
খুলিল কি ধীরে মৃদু দল তার
কিশোরী-বয়স লভি' ?—
তোমার বুকের আলিঙ্গনের
বহিয়া বিনোদ ছবি।

প্রেয়সীর বেশে, নিলে ভালোবেসে
আমারে বরণ করি' ;
নয়নের ডোরে বাঁধিলে যে মোরে
হে হৃদয়-ঈশ্বরী !
চরণ-সেবার নিয়েছি যে ভার,
জানি, নহি আমি যোগ্য তাহার
সোনা করি' দিলে মোর সংসার,
হে পরশমণি তুমি।
স্নেহের আমার গোমুখী-প্রপাত,
প্রেমের তীর্থভূমি !

কে তোমারে প্রিয়া, রাখিল সৃজিয়া
সোহাগে আমারি তরে !
কোন্ মনোরথে আসিলে লক্ষ্মী
লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে !
কোন্ সে অতীত পুণ্যের ফলে
রচিলে আলয় পরাণ-কমলে
তব উৎসব-দীপ আজি জ্বলে
আনন্দে দিবাযামী,
কোন্' শিব'জটা বহি বল্লভী
মানসে আসিলে নামি

দুলিয়া ফুলিয়া প্লাবন-জাগর
মিলন-সাগর, সখি,
লুটায়ে পড়িছে বক্ষ-বেলায়
তোমারি কিরণে ওকি ?
তোমারি পেলব-পীযূষ-তৃষায়
চিত্ত-চকোর ফিরে কি নিশায়
চাহি ছায়াপথে তোমারি দিশায়
অধর-কুমুদ জাগে ?
তোমারি জীবনে জীবন তাহার,
দাবী তার সব আগে।

যাচিয়া চরণ, হৃদয়-আসন
পেতেছিনু তব প্রিয়া
ধন্য করিলে অঙ্ক তাহার
শ্রীপদ'-প্রসাদ দিয়া
থাকো থাকো সেথা হইয়া অচল
নিখিল-নারীর হে রাকা অমল
তোমারি ধ্যানের মন্ত্রে কেবল
ফুটুক্ আমার বাণী ;
তুমি থাকো মোর সকলের বাড়া,
তুমি থাকো মোর রাণী।

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

চির-সুন্দরী

১

নিভৃত হৃদয় মাঝে, একদা জাগিলে কবে,
হে চির সুন্দরী!
চাহিলে অপাঙ্গে বুঝি, বিশ্বের মালঞ্চ তাই—
উঠিল মুঞ্জরি'!
পিক, পাপিয়ার কণ্ঠ দিলে তুমি পূর্ণ করি'
নিজ কণ্ঠ-গীতে ;
সৌন্দর্য্য-সম্পদ্ তব মুষ্টি-মুষ্টি ছড়াইয়া
দিলে চারিভিতে।

২

হরিণীর নেত্রে দিলে কজ্জলে আঁকিয়া তব
নয়ন সুষমা,
তোমার অধর রাগ দিলে নব কিশলয়ে
অয়ি নিরুপমা!
কেশগুচ্ছে দিলে রচি', কলাপীর পুচ্ছভার—
চন্দ্রক মালায় ;
তন্বী দেহলতা দিলে মাধবীরে অনুরাগে
হে দেবী, লীলায়।

৩

তব ভাবে মুগ্ধ কবি অন্তরে বাহিরে খুঁজি'
না পায় আভাস,
তুলিকায় চিত্রকর তোমারে চিত্রিতে নারে,
ভাস্কর নিরাশ!

কাব্যে, পটে—কোথা তুমি ? মর্মরে গড়িবে কেবা
তোমার প্রতিমা ?
কবি-ভাব্য তবরূপ, শিল্পী প্রকটিতে নারে
তোমার মহিমা !

৪

দিকে দিকে ব্যষ্টিরূপে তোমারে দেখিতে পাই
সমষ্টি কোথায় ?
সমস্ত জীবন ধরি করিনু তপস্যা তব,
শুধু কি বৃথায় ?
কোথা তুমি—কোথা তুমি, জন্ম জন্ম খুঁজিয়াছি,
কোথা চির-প্রিয়া !
দেখা দাও পূর্ণরূপে— দেখা দাও স্বর্গ-মর্ত্য—
হৃদয় ব্যাপিয়া !
অন্তর হইতে এস অন্তরাল ছিন্ন করি
হে চির-সুন্দরী।
সর্বেন্দ্রিয় পূর্ণ করি' সর্বৈশ্বর্যে মূর্ত হ'য়ে
এস—বক্ষে ধরি !
অই স্পর্শে ধন্য হোক্ আমার জীবন-জন্ম—
আমার সাধনা,
অই রূপে মিশে যাই চরিতার্থ হোক্ মোর
কামনা-কল্পনা !

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বাঁশরী

সন্ধ্যার বরণ-ঘটা ধূসর অঞ্চলে
ক্রমে ক্রমে ঢাকিলে তিমির
সোহাগিনী প্রবাহিনী কলনাদে চলে
মন্দ মন্দ আন্দোলি শরীর ;
মধুর তোমার তান, শুনিলে উথলে প্রাণ,
হ'লে দিবা অবসান গৃহে ফিরে আসি,
এ হ'তে মধুর স্বর শুনিতাম বাঁশী।

স্বভাব নীরব গভীরা যামিনী
শিশু হেরে সোনার স্বপন,
চন্দ্রমা চকোরে কথা শুনে·বিরহিণী
ঢুলু ঢুলু তারার নয়ন—
উঠিলে তোমার তান, প্রাণে মম হানে বাণ,
এ হ'তে মধুর স্বরে করিলে চুম্বন,
ছিঃ ছিঃ বলি সে আমার ফিরাত বদন

ফুলভূষা হাসে উষা দুকুল-বসনা
সরোবরে সম্ভাষে নলিনী,
বিদায়-চুম্বনে নাহি পূরিল বাসনা
পতি-মুখ নেহারে কামিনী,
তব তান উঠে যত, আকুল অন্তর তত,
উথলিত প্রাণে শত সুধার লহরী,
যবে ধীরে সে আমারে জাগাত বাঁশরী !

প্রখর নিদাঘ তাপে তাপিতা মেদিনী
ক্ষিপ্ত বায়ু ধূলা মাখে গায়,
কুলায় লুকায়, নাহি গায় বিহঙ্গিনী,
জাগি আমি, যুবতী ঘুমায়,
আচম্বিতে তব তান প্রাণে করে সুধা দান,
মোহিত হইয়া মনে করি আন্দোলন,
বহুদিন পরে মোরে কে করে স্মরণ ?

প্রবাসে প্রবাসী বসি সন্ধ্যার সময়
প্রিয় মুখ মনে কত উঠে,
অনিমেষ-নেত্রে হেরে চন্দ্রমা উদয়,
একে একে দেখে তারা ফুটে,
বিরহ-বিধুর গান, শুনে আন্দোলিত প্রাণ,
মৃদু পূর্ব-স্মৃতি জাগে, শীতল মাধুরী,
আশে আঁখি নীরে ভাসে প্রিয়জনে স্মরি।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার

তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার!
শিশু যেন করে সাধ
নিত্য সে সুন্দর চাঁদ
মিটে নাক' বাসনা তাহার,
তুমি থাক তেমতি আমার!

তব লাগি উথলিয়া
নিয়ত উঠুক হিয়া,—
চিরদিন শ্রান্তি ক্লান্তি হীন,
চাহিনেক' মিলন দু'দিন!

আধ-ফোটা পদ্মফুল
বৃন্তপরে দুলু-দুল্—
তরঙ্গের রঙ্গে অনিবার,
তুমি থাক তেমতি আমার

আমি তোমা ঘিরে ঘিরে
বেড়াইব ঘুরে ফিরে,
মধুর গুঞ্জনে ভরি দিব চারিধার,
তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার!

-তুমি মোর হয়ো না পাবার,
তাহে নিতি নবস্বর
উঠিবেনা সুমধুর
বাজিবে না সারঙ্ আমার!

বেড়ি বেড়ি বিবর্তন
ঘোরে যথা গ্রহগণ
ঘুরুক সহস্র সাধ তব চারিধার—,
তুমি মোর হয়ো না পাবার!

তৃপ্তির সঙ্কীর্ণ কূপে
মিলনের কাষ্ঠ-যূপে
কে পারে তোমারে ফেলে করিতে সংহার,
এমন হৃদয়হীন হৃদি আছে কার?
তুমি মোর হয়ো না পাবার!

সঙ্কীর্ণ তৃপ্তির মাঝে
তোমার কি বাস সাজে?
অতৃপ্তি অনন্ত-ভূমি রাজত্ব তোমার;
দূরে থেকে প্রদানিব কর অনিবার;-
তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার!

গোপাল ভৌমিক

✓ বসন্ত বাহার

রমলা কমলা মায়া বা মাধবী—
যে-নামে তোমাকে ডাকি,
জানি সবগুলি সত্যি
আবার সব গুলি তার ফাঁকি—
যাকে খুঁজি তার এখনও আসার
অনেক-যে দিন বাকি।

অনেক তো ভুল করেছ জীবনে,
পায়ে পায়ে রশি এঁটে,
বদ্ধ ঘরের চারটে দেয়ালে
এক ছবি সেঁটে সেঁটে
বহুমুখী মনে আনতে চেয়েছ
এক মুখী অভিরুচি :
দোষ কি তোমার ? তুমি যে মানবী,
খাঁটি হীরা ফেলে চেয়েছ কাচের কুচি।

কিন্তু এ মন দুরন্ত
এবং পৃথিবীও বহুরূপী,
ক্ষণে ক্ষণে তার বদলায় রূপ
অজান্তে চুপি চুপি।
ধরই না এই আজকে সকাল
ফাল্গুনী রসে মত্ত মাতাল
হাতছানি দিয়ে বারবার ডাকে
কোথায় কি ছাই জানি।

কচি রোদ-শাড়ি পরেছে নগরী,
তার সে আঁচলখানি
দেখে মনে হয়, ছুটে চলে যাই,
বলি, আমি আছি, আছি,
কি করে বোঝাই, উদ্বেল কেন
আজ মন-মৌমাছি।

গোবিন্দচন্দ্র দাস

কে বেশী সুন্দর

১

কে বেশী সুন্দর ?
বালিকা, যুবতী দুই, কারে দেখি, কারে থুই
আমার নিকটে লাগে দুই মনোহর !
লাবণ্যে সৌন্দর্যে দোঁহে, প্রাণ মোহে—মন মোহে,
বাঁশবনে ডোম কানা ! তেমনি ফাঁফর !
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ?

২

কে বেশী সুন্দর ?
যুবতীর ভরা গায়, লাবণ্য উছলে যায়
নয়নে নলিন নীল, মুখে শশধর
বালিকা তারকা হাসে, নিষ্কলঙ্ক নীলাকাশে,
সদা শুক্লপক্ষপূর্ণ ক্ষুদ্র কলেবর !
কারে রাখি কারে দেখি, কে বেশী সুন্দর ?

৩

কে বেশী সুন্দর ?
শত মুখে ভালবাসে, তরঙ্গে মাতঙ্গ ভাসে,
যুবতী পদ্মার মত বহে খরতর !
ফুলবনে করে খেলা, প্রদোষ প্রভাত বেলা
অনাবিল প্রেমধারা বালিকা নির্ঝর !
কারে থুয়ে কারে দেখি, কে বেশী সুন্দর ?

৪

কে বেশী সুন্দর ?

প্রভাতের শতদলে, পরিপূর্ণ পরিমলে
যুবতী সহস্র করে ফোটে মনোহর !
শিশিরের শেফালিকা নিশি শেষে সে বালিকা
খসে পড়ে, ছোঁয় পাছে একটি ভ্রমর !
কারে থুয়ে কারে দেখি, কে বেশী সুন্দর ?

৫

কে বেশী সুন্দর ?

যুবতী বিজলী বালা, ত্রিভুবন করে আলা,
সগর্বে চরণাঘাতে ভাঙ্গে ধরাধর !
বালিকা জোনাকী হাসে স্নেহের কিরণে ভাসে,
শিখেনি অশনি-লীলা আঁখি ইন্দিবর !
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ?

৬

কে বেশী সুন্দর ?

পদ্মবন পায়ে ঠেলি, রাজহংসী করে কেলি,
যুবতীর ঢেউয়ে কাঁপে মানসের সর !
লাজুক বালিকা টুনি, চুরি ক'রে গান শুনি,
ত্রিদিবের এক ফোঁটা দ্রব সুধাকর !
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ?

৭

কে বেশী সুন্দর ?

আরক্ত সন্ধ্যার রবি, যুবতীর মুখ-ছবি,
অভিমানে হয় ম্লান, বিপদে কাতর !

বালিকা উষার মত, ফোটে যত শোভা তত,
রাঙ্গা মুখে দেখা যায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভর,
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ?

৮

কে বেশী সুন্দর ?
রাহু যেন উর্ধ্বশ্বাসে, দু'বাহু তুলিয়া আসে—
রমণী তেমনি হাসে বুকের উপর !
দূরে যদি শব্দ শোনে, বালিকা লুকায় কোণে,
খনির মণির মত ম্লান মনোহর !
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ?

৯

কে বেশী সুন্দর ?
চুমার রাক্ষসী নারী, শতজন্ম অনাহারী
দিনে রেতে খেয়ে চুমা ভরেনা উদর !
বালিকা অত না বোঝে, চুমা খেতে চোখ বোজে,
ছুঁইতে শিহরি উঠে কদম্ব-কেশর !
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ?

১০

কে বেশী সুন্দর ?
যুবতী আসিলে ঘরে, গৃহ কাঁপে পদভরে,
বিজয়ী বীরের মত নির্ভয় অন্তর !
বালিকা বলেনা কথা, কোলের বালিশ যথা,
পিছ দিয়া ফিরে থাকে লাজে জড়সড় !
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ?

গোবিন্দচন্দ্র দাস

আমার ভালবাসা

১

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
অমৃত সকলি তার—মিলন-বিরহ।
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা,
দেহ ছাড়া প্রেম-কথা,
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ।
কোথায় স্থাপিয়ে মূল
ফোটে প্রেম পদ্মফুল?
আকাশ কুসুম সে যে কল্পনা-কলহ।
আত্মায় আত্মায় যোগ,
বুঝি না সে উপভোগ,
অদেহী আত্মারে আগে কিসে ছুঁয়ে লহ?
তোমাদের রীতি নীতি
বুঝি না পবিত্র প্রীতি,
তোমরা কি পৃথিবীর নরলোক নহ?
আমি ভাই ভালবাসি অস্থিমাংস সহ!

২

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
আমি ও নারীর রূপে,
আমি ও মাংসের স্তূপে,
কামনার কমনীয় কেলি-কালীদহ—
ও কর্দমে—ওই পঙ্কে,
ওই ক্লেদে—ও কলঙ্কে,
কালীয়নাগের মত সুখী অহরহ,
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ!

৩

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ !
ধরার মানুষ আমি,
আমি ভাই মহাকামী'
আমার আকাঙ্ক্ষা সে-যে মহা ভয়াবহ।
আলিঙ্গনে ভাঙে চূরে,
শ্বাসে হিমালয় উড়ে,
চুম্বনে ঘূর্ণিত হয় গ্রহ উপগ্রহ।
আমাদেরি কেলিভরে
পৃথিবী উলটি পড়ে,
ও নহে সাগরে বান তোমরা যা কহ।
মর্দনে মন্থনে বুকে,
অগ্নি উঠে গিরিমুখে,
ভূমিকম্পে কাঁপে বিশ্ব ভয়ে অহরহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

৪

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
আমি মহাকাম—পতি,
সরলা সে—মহারতি,
মরিলে মরণ নাই, নাহিক বিরহ।
অনঙ্গ অনঙ্গ-রঙ্গে,
সদা থাকে এক সঙ্গে,
সে আমার আমি তার মহাগলগ্রহ।
ইহকালে পরকালে
জীবনের অন্তরালে
প্রীতির প্রসন্ন মূর্তি জাগে অহরহ।
মোদের নির্বাণ নাই,
আমরা না মুক্তি চাই,

অনন্ত ধ্বংসের বর তোমরাই লহ।
আমাদের ভালবাসা অস্থিমাংস সহ

৫

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
জানিনা নিষ্কাম কর্ম,
বুঝি না নিষ্কাম ধর্ম,
বুঝি না "ঘোড়ার ডিম" তোমরা কি কহ।
আমি শুধু চাই—চাই,
চাহিতে বিরক্তি নাই,
না-পেলে অনন্ত-ভিক্ষা জীবন দুর্বহ।
হায় হায় কেবা জানে,
কি মহা গহ্বর প্রাণে—
কোটি বিশ্বে নাহি ভরে সেই পোড়াদহ।
এসো ভাই মহাসুখে,
তোমাদেরও লই বুকে
শত্রুমিত্র অবিভেদে যে যেখানে রহ।
এস সুধা, এস বিষ,
এস পুষ্প, কি কুলিশ,
এস অগ্নি এস জল এস গন্ধবহ।
আমার স্বার্থের আশা,
মহাস্বার্থ ভালবাসা,
এসো হে আমার বুকে করি অনুগ্রহ।
অরূপ আত্মায় ভাই,
ভরে না এ গড়খাই,
আমি ভালবাসি তাই অস্থিমাংস সহ'
এস হে আমার বুকে করি অনুগ্রহ।।

৬

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ
সুন্দর কুৎসিত হোক,

উলঙ্গ আবৃত রৌক.
কুরুচি বলিয়া কর কলহ নিগ্রহ।
থাক্ তার মহা কুষ্ঠ,
আমি যে তাতেই তুষ্ট,
তোমরা দেখো না, নয় ভয়ে দূরে রহ।
চন্দন আতর সম;
তার পূঁয প্রিয় মম,
শরীরে মাখিলে যায় যাতনা দুঃসহ।
থাক্ তার শত পাপ,
থাক্ শত অভিশাপ,
সে আমার বিধাতার মহা অনুগ্রহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ

৭

আমি তারে ভালবাসিঅস্থিমাংস সহ।
আজো তার ভস্ম ছাই,
বুকে রেখে চুমা খাই,
আজো সে গায়ের গন্ধ বহে গন্ধবহ।
আনন্দ উল্লাসে খুলি
আজো তার চুলগুলি,
গলায় বাঁধিয়া আহা জুড়াই বিরহ।
আজো তার প্রতিচ্ছায়া,
ধরিয়া নূতন কায়া,
স্বপনে আসিয়া করে সপত্নী-কলহ।
আজো সে-লাবণ্য তার,
সুধা মন্দাকিনী-ধার,
ভরে ব্রহ্ম-কমণ্ডলু আদি পিতামহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ

গোবিন্দ চক্রবর্তী

মূক

যখন ছুটেছে ট্রেণ একটানা আর্তনাদ ক'রে—
চাকায় চাকায় ঝড়
চূর্ণিত প্রহর :
দূরের পাহাড়ে বুনো জ্যোৎস্না গেছে ম'রে
তুমি এলে স'রে—
অকস্মাৎ
হাতে রেখে হাত
একটি অবাক স্বর্গ দিলে মুঠি ভ'রে।

যাত্রীরা গিয়েছে নেমে
মৃদু মৃদু ঘেমে
হাতের পাখাটা তুমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
জ'মে-ওঠা নির্জনতা একটু গুঁড়িয়ে
দিতেছিলে ; সব গল্প নিঃশেষে ফুরিয়ে
চায়ের আসর শেষে, আমি ত ছিলাম চুপচাপ :
তোমার কাপের পাশে রেখে শূন্য কাপ।

দুই কুচি মেঘে—
কি করে যে ছোঁয়া লেগে
এল গ'লে অকস্মাৎ এক ফোঁটা জল :
একটি বিদ্যুৎ নীল, অস্থির চঞ্চল
ছটফটে, গেল এ কেবেঁকে—
জীবনের সীমাহীন অন্ধকার থেকে
হৃদয়ের দুই প্রান্ত কী-জাদুতে হ'ল কাছাকাছি—
যেন দু'টি সোনালী মৌমাছি !

তারপর শেষরাতে থেমে গেল ট্রেণ—
: আপনি কি এখানে নামবেন ?
দু'পারে দাঁড়িয়ে দরজার
বিনিময় নমস্কার—
আমি নিই বিস্মিত বিদায়।
তুমি যাবে আরেকটু বা দূরেই কোথায় !

ভোরের দিগন্ত বেয়ে
তার পরও যাবে ট্রেণ আরও দূরে চলে—
দুটি শূন্য কাপ শুধু
মুখোমুখী র'বে চেয়ে মূক কুতূহলে !

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

পটভূমি

তুমি জীবনের বিস্তৃত পটভূমি
পেয়েছ, পাবেও ; ন্যায় অন্যায় নিয়ে
ছুঁই-ছুঁই নীতিবোধ
ছোঁবেনা তোমাকে, তোমার কণ্ঠরোধ
করবে কে ? বাঁচো তুমি
আপনারই মেধা-বর্মকে গায়ে দিয়ে
আনন্দ-উজ্জ্বলা !

নেই অনুতাপ ; আদর্শ-বিক্ষেপ ;
শ্রদ্ধাও কর শতদোষে দোষীকেও ;

সুস্থ মনের স্মৃতি তাই উৎপলা,
তোমার ;—সহজ প্রতিটি পদক্ষেপ ;—
করেনি ধূসর দৃষ্টিকে অবলেপ ;
নানা গতি পথে ছেড়েদাও প্রেমকেও।

জটিল তোমার জীবনাদর্শ, জানি।
অননুভূত কী প্রজ্ঞায় ধরা দেবে—
এই পরিবেশ, পথঘাট, স্থান কাল ?
ক্ষীণ-পরিসর, তবু অখণ্ড, মানি,
এ-জীবন, চলে তোমাকেই ভেবে ভেবে।

রূঢ় অভিঘাতে ঘৃণার সুনীল ঢেউ
এ-তীর সইবে, বইবে না আর কেউ।
তোমার আকাশ-বিসর্পী প্রেম নেবে
এ হৃদয়—তাই তরঙ্গ-উত্তাল।

গোলাম মোস্তাফা

আনন্দময়ী

ওগো আমার ছোট্ট কচি প্রিয়া !
চিত্ত-ভরা বিত্ত তোমার—স্নিগ্ধ-মধুর হিয়া।
মূর্তিমতি স্ফূর্তি তুমি
আনন্দ যায় চরণ চুমি'
তোমায় আমি চিনিনি ক' আঁখির আলো দিয়া।
সাধন-পথের পথিক আমি চলেছি পথ বেয়ে
চিত্ত মম শুদ্ধ করি আলোক ধারায় নেয়ে।

শুনি কত গভীর বাণী,
নিত্য নতুন তথ্য আনি,
পুলক লাগে লক্ষ কবির হিয়ার পরশ পেয়ে।

ভেবেছিলাম তোমার মাঝে প্রাণের দোসর নাই,
আমার লাগি আমার মতই আলোর মানুষ চাই,
জ্ঞান-গরিমা নাইক যেথায়
আনন্দ কি মিল্‌বে সেথায়!
জঙ্‌লী মেয়ের জঙ্‌লী বুলি—মূল্য তাহার ছাই!

আজকে দেখি ভুল সে কথা—ভুল সে যে বিল্‌কুল,
আনন্দ নাই বিশ্বে কোথাও তোমার সমতুল!
তোমার মুখের কথার মাঝে
বীণাপণির আলাপ বাজে
আনন্দ সে তোমায় নিয়েই আনন্দে মশ্‌গুল!

তোমার চোখের একটুখানি দৃষ্টি-আলোক-পাত
সৃষ্টি করে আমার মাঝে বেহেশ্‌তী সওগাত!
একটু হাসি একটু কথা,
দুষ্টুমি আর প্রগল্‌ভতা
নিবিড় নীরব আনন্দ দেয় অন্তরে দিন-রাত!

অর্থ-বিহীন তুচ্ছ যাহা তাহাও ভাল লাগে!
দুই অধরের কূজন-বাণী নবীন অনুরাগে,
কোথায় 'শেলী' 'সেক্সপিয়ার'
ভাল লাগে তাদের কি আর,
তোমার মুখের অফুট ভাষায় সব কবিতাই জাগে।

জ্ঞান-গরিমার আড়ালে সেই সহজ সরল প্রাণ
লুকিয়েছিল, তাহার যে আজ পেয়েছি সন্ধান!
সমভূমির সেই সেখানে
মিলেছে আজ প্রাণে প্রাণে!
বয়সের আর জ্ঞানের গরব হেথায় অবসান।

চপলাকান্ত ভট্টাচার্য

বসন্তেরে করো পান ✓

বসন্তেরে করো পান যৌবনের সুধাপাত্র ভরি,
পলকে ফুটিয়া ওঠে, পলক ফেলিতে যায় ঝরি ;
অনুভূতি না জাগিতে বসন্তের শোভা বহি যায়,
যৌবন-উৎসব-নিশা আশা নাহি মিটিতে মিলায় ;
আজি যে আবেশ লাগি ঘনাইছে স্বপনের ঘোর,
ক্ষণেকে টুটিয়া যাবে ; রবে শুধু নয়নের লোর,

জীবনে বারেক জাগে প্রকৃতির পুঞ্জিত সঞ্চয় ;
সৃষ্টির ঐশ্বর্য যত অকস্মাৎ একত্র উদয় ;
একটি মুহূর্ত মাঝে মূর্ত হয় কাল অন্তহীন ;
জন্ম জন্মান্তের স্মৃতি ধরা দেয় যেন একদিন ;
দেহের সীমার মাঝে অসীমের রূপ সমাবেশ
অন্তর বাহির ভরি সুন্দরের কি অভিনিবেশ !
অপূর্ব পুলক রসে কোথা হতে প্রাণ ওঠে ভরে
যৌবন বসন্তে মিলি পানপাত্র উপছিয়া পড়ে ।

লও লও যাহা পারো, এখনি ভরিয়া লও প্রাণে ;
অন্তর ভরিয়া লও অনন্তের অকৃপণ দানে ;
এসেছে বারেক তরে ক্ষণিকের এই উপহার,
একবার বহি গেলে এ জীবনে আসিবেনা আর ;
অনন্তের দান যাহা ফিরি যাবে আপনার ঠাঁই ;
তার পরে কি রিক্ততা—নাই, নাই, কোথা কিছু নাই !
বসন্তের এই শোভা কোনো চিহ্ন তার নাহি থাকে ;
যৌবনের প্রচুরতা শেষ তার কিছু নাহি রাখে ;
বিপুল ঐশ্বর্য দিয়া নিঃশেষিয়া কে যে লয় হরি !
নিঃসম্বল জীবনের জীর্ণরূপ রয় মাত্র পড়ি ।

অপেক্ষায় রহিওনা আজো যবে রয়েছে সময়
বাহিরে যা রহিবেনা অন্তরে তা করহে সঞ্চয় ;
কুসুম ফোটার সাথে শুরু হয় ঝরিবার পালা,
আজো যবে নহে ক্ষয়, গাঁথি লও যৌবনের মালা ;
ক্ষণেকের পরমায়ু—তারপরে শুধু ঝরাফুল,
ব্যর্থ বেদনার ভারে প্রাণমন বৃথায় ব্যাকুল ;
অপেক্ষায় রহিওনা, রহিওনা আপনারে ভুলি,
পরিপূর্ণ পানপাত্র এখনই অধরে লহ তুলি।

জীবন ক্ষণিক তাহে যৌবন ক্ষণিকতর হায় !
জীবন শেষের আগে জীবনের আনন্দ মিলায় ;
আজি পথ-সন্ধি-পরে ঘনাইছে সন্ধ্যার আঁধার,
গত বসন্তের পানে ফিরি ফিরি চাহি বার বার ;
মনে হয় বৃথা গেছে অতীতের দিনগুলি বহি
মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস মর্মরিয়া ওঠে রহি রহি ;

সুদূর স্মৃতির সম বসন্তের ক্ষণিক আহ্বান,
অস্ফুট বাণীর মতো যৌবনের ক্ষণিকের গান
ভেসে এসেছিল কানে, প্রাণে তার না লাগিতে দোল,
কখন চলিয়া গেছে ছিনু যবে তন্দ্রায় বিভোল।
আজি ভাবি, যে বসন্ত বহি গেলো কেবলি বৃথায়
কালের ভাণ্ডার হতে ফিরি কি আসেনা পুনরায় ?
না চাহিতে পাইলাম যে বিপুল ঐশ্বর্য সম্ভার
আসন্ন হিমের রাত্রে কিছু শেষ রবেনা তাহার ?

পাইয়াও নাহি পাওয়া—কি বেদনা বুঝানো না যায় ;
ধরণীর বক্ষপরে ফিরি যদি আসি পুনরায়
স্মৃতি কি রহিবে জাগি ? এই ব্যথা পড়িবে কি মনে
ব্যর্থতার এই শূন্য পূর্ণ হবে কোন শুভক্ষণে ?

চিত্তরঞ্জন দাশ

স্বর্গের-স্বপন

হে সুন্দরি! সেই দিন বসন্ত প্রভাতে
মন-প্রাণ-অন্ধ-করা সুবাসিত রাতে
ঝলসিলে আঁখি মোর, পরশিলে মন!
অবাক অন্তর তোমা করিল বরণ!—
ভালো ক'রে দেখে নাই, করেনি জিজ্ঞাসা
প্রেমাতুর প্রাণ, দিয়া সর্ব ভালবাসা,
সেই দিন, সর্ব কাজে চিত্ত আনমনা,
করেছে করেছে শুধু তোমারি অর্চনা।
আর সেই, সেই দিন বসন্ত বাতাস
আপন আবেগে পূর্ণ নিশীথ আকাশ,
চন্দ্রালোকে আলোকিত সকল ভুবন,
স্বপ্নালোকে আলোকিত আমার এ মন!—
অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে মনে হ'ল মোর
স্বর্গ-হতে নেমে এলে!

জগতের ঘোর

ঢাকিলে স্বর্গের করে! গরবী পরাণ
করিল পূজার লাগি পুষ্প-অর্ঘ দান।
সব মনে নাই, শুধু মনে আছে মোর,
উজ্জ্বল অধর তব অবাক বিভোর,
চরণে পরশি যেন অজানিত দেশ!—
নূতন রাজ্যের মাঝে আশ্চর্য অশেষ!
রহস্য-মধুর হাসি! কৌতুকে অপার
পরিপূর্ণ দুই নেত্র! প্রতিপত্রে তার

বিস্তারিত স্বর্গ-ছায়া, স্বরগের সুখ,
নিতান্তই স্বরগের ভাবিনু সে মুখ !

তারপর গেছে দিবা, গেছে নিশা কত ।
গিয়াছে স্বপন প্রায় আশা শত শত—
প্রভাতের মুক্ত বায়ু, শ্রান্ত রজনীর
অলস অঞ্চল-গন্ধ সুরভি সমীর,
এ মোর পরাণ 'পরে ! সুখে দুঃখে শোকে,
পরিম্লান ধরণীর মলিন আলোকে,
সম্পূর্ণ আঁধারে কভু, এ মোর জীবন
কত দীর্ঘ দিবানিশি করেছে যাপন !
হে মোর প্রভাত-পুষ্প, হে অপরিচিতা !
হে আমার যৌবনের পূর্ণ-প্রস্ফুটিতা !
হে মোর মানস-স্বর্গ, হে স্বপ্ন-চঞ্চলা,
হে মোর চঞ্চল চিত্তে চির অচঞ্চলা !
হে আনন্দ নিখিলের ! হে শান্ত রঙ্গিণি !
হে আমার যৌবনের স্বপন-সঙ্গিনী ।

হে আমার আপনার ! হে আমার পর
হে আমার বাহিরের ! হে মোর অন্তর—
হে আমার—হে আমার চির মর্মময় !
আজ পাইয়াছি তব সত্য পরিচয় !
আছিল গোপনে মোর মন-অন্তঃপুরে
আমারি বাসনা, মোর এ পঞ্জর জুড়ে !
যেমনি বাজানু বাঁশি সলাজ চরণে—
বাহিরিলে—দাঁড়াইলে—অপূর্ব ধরণে,—
চরণে প্রস্ফুট পুষ্প, মস্তকে গগন !—
আমি অন্ধ দেখেছিনু স্বর্গের স্বপন !

চিত্ত ঘোষ

জাতিস্মর

আমরা তখন এক সমুদ্রের ধারে বসে দেখেছি আকাশ :
সে আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন, সাধ, অভিলাষ—সব ইতিহাস
মনে আনে অবলুপ্ত প্রাসাদের গর্বিত গম্বুজ
মিনারের তীক্ষ্ণ চূড়া, সূর্যালোকে সোনালি সবুজ
বাতায়নে বর্ণমেঘ, কক্ষকোণে গন্ধজল, রশ্মিজালে লুণ্ঠিত প্রহর
দ্বারপ্রান্তে শিলামূর্তি, শ্বেততনু কুমারীর তরঙ্গিত দেহের মর্মর
ছায়ানীল অলিন্দের অশেপাশে, মেঝেতে মসৃণ
রাঙা রোদে ঝলোমল ঝলোমল দিন।
অতীতের অন্ধকারে মৃত মুখ বর্ণহীন স্থির
কফিনের আবরণে মস্লিনের মত সাদা নারীর শরীর
সব আছে সব আছে মনে
তোমার হাতের মত ঠাণ্ডা হাত ছুঁই নাই আমার জীবনে।

উত্তাল ঝড়ের রাতে সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে গেছে
প্রাসাদের বুক থেকে পাথরের প্রাণ : তবু তার মেঝে—
তবু তার মেঝে জলের করুণ দাগ মুছে নিয়ে নির্মম অতীত
হেমন্তের অবসানে দিয়ে গেল কুয়াসার কফিনের শীত।
সেই মূর্তি সেই চূড়া সেই কক্ষ সেই বাতায়ন
উচ্ছল মদের মত কলকণ্ঠ মুখর জীবন
তারা কি ঝিনুক হয়ে ভেসে গেল লবণাক্ত জলে
অথবা গভীরতর অন্ধকারে ডুবে আছে সমুদ্রের রহস্যের তলে।
তবু নীল সমুদ্রের অবিশ্বাসী জল মেপে মেপে
হ্রস্ব দীর্ঘ রাত্রিদিন নিতান্ত সংক্ষেপে
আদিগন্ত কুয়াসায় রাতকাণা জাহাজের বিমর্ষ নাবিক
গোলাকার কম্পাসের দিকে চেয়ে ভেবে নেয় কোন্ দিক ঠিক

নীহারিকা ছায়াপথে কোনো বিজ্ঞ ধ্রুবতারা আকাশপ্রদীপ
অন্ধকারে খুঁজেছিল হিরণ্ময় প্রবালের দ্বীপ
সেই সব ঘটনার মূক বিবরণ—সব আছে, সব আছে মনে
তোমার মুখের মত মরা মুখ দেখি নাই এ তিন ভুবনে।
তোমার মনের থেকে যে আকাশ মুছে শেষ হল
সমুদ্রের দিকে চেয়ে তুমি আজ সত্য করে বল
কী ছিল তোমার মনে—নীড় দেহ মৃত্যু ভালবাসা
ছিল কী নদীর মত পাড়ভাঙা দুরন্ত দুরাশা
নিরুত্তর কেন তুমি, মূক কেন, মুখ কেন বর্ণহীন সাদা
সত্য বল ওই মনে কতটুকু জল আর কতটুকু কাদা!

সমুদ্রের কলরোল, নক্ষত্রের দুর্বোধ সংগীতে শুধু পড়ে মনে
তোমার চোখের মত হিম চোখ দেখি নাই আমার জীবনে।

জগদীশচন্দ্রনাথ রায়

পদপ্রক্ষালন

বেদনা যত পেয়েছি ওগো,
রয়েছে বুকে গাঁথা,—
নীরবে তার সকল গুলি
নিয়েছি পেতে মাথা।
বুকের যত শোণিত-ধারা
নয়ন-পথে ঝরে—
কলস ভরে রেখেছি সব
সাজায়ে তব তরে।

পাখালি পদ, হিয়ার পরে
ব'স হে বঁধু মোর,
তোমার পদ পরশ যাচি
করিয়া করজোড় ;
ভাবিগো বঁধু, দুখের ঘায়ে
কঠিন মোর হিয়া,
বাজে বা ব্যথা তাহার পরে
কোমল পদ দিয়া।

জগদীশ ভট্টাচার্য

পূরবী

আজিকার সন্ধ্যাশান্ত ছায়াঘন কুঞ্জ নিরালায়
সুরভিত পুষ্পবীথি তলে,
মোদের মিলন-নাট্য টেনে দিক যবনিকা তার
রজনীর সুনীল অঞ্চলে।
অস্তাচল তপস্বিনী গোধূলির অলক্ত-লিখন
দিগ্বধূর গৃহাঙ্গনে আঁকি দিল সান্ধ্য-আলিপন,
পূর্বাচলে রাত্রি এলো কৃষ্ণনীল কুন্তল এলায়ে,—
স্বপ্ন তার নামিছে ধরায় ;
এমন গোধূলি লগ্নে শেষবার দু'হাত মিলায়ে
যাই তবে, হে বন্ধু বিদায়!
কৈশোর সীমান্ত ছাড়ি যৌবনের মধুকুঞ্জবনে
প্রিয়সখী পেয়েছি তোমারে,

প্রথম উষার মতো ভেসেছিলে তুমি মোর মনে
জ্যোৎস্নাস্নাত সুষমা সম্ভারে।
স্বপ্ন মাখা কিশোরীর অনবদ্য তনু দেহে তব
সলীল হিল্লোলময় লীলালাস্য কিবা অভিনব!
চকিত বিস্ময়ে আমি হেরিলাম মানসী দয়িতা
কাব্যলীনা ছন্দসী আমার,—
তোমার মসৃন কণ্ঠে তুলে দিনু হৃদয়-সবিতা
নবতম কবিতার হার।

তারপরে এলো মোর প্রেমাপ্লুত প্রথম প্রভাত
যৌবনের নব জাগরণ,
মানসী রচনা করি প্রণয়ের অমৃত-প্রপাত
সিক্ত করি দিল তনু মন!
প্রেমের মোহন গানে পূর্ণ হ'লো ভুবন আমার,
ক্রন্দসী নন্দিত হ'লো স্পর্শ লভি সেই অনামার,
পুষ্পে এল পরিমল, কুঞ্জে শোভা, বনানীতে বাণী,
মলয়ায় লাগিল হিল্লোল,
আমারে দক্ষিণ করে বরে' নিল জীবনের রাণী,
প্রাণে মোর দুলিল হিন্দোল।

সেদিন মিলন-লগ্নে পার্শ্বে তুমি ছিলে অকুণ্ঠিতা
প্রিয়তম প্রেম-স্বপ্নলীনা,—
জীবন-লক্ষ্মীরে মোর বরে' নিতে হে অবগুণ্ঠিতা,
কণ্ঠে নিলে মিলনের বীণা।
তারপরে আমাদের নীড়প্রীত প্রেম কল্পনায়
তুমিই সঙ্গিনী ছিলে জাগরণে অথবা তন্দ্রায়,
যখন বিশ্রব্ধ শ্লোক শান্ত হ'তো মৌনতার মাঝে
ক্লান্ত-কেলি হতো অবসান;

তখন আসিতে তুমি মৌনময়ী শুচিস্মিত লাজে
গেয়ে যেতে বিশ্রামের গান।

অবশেষে একদিন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অমাবস্যা রাতে
ক্ষণিকার গান হলো শেষ,
সেদিন বিরহী-বীণা মুহুর্মুহু ক্রন্দনিল হাতে,
কর্ণে বাজে আজো তার রেশ।
সেদিন আমার বক্ষে জেগেছে যে অধীর ক্রন্দন
তোমার সাহানা মাঝে শুনেছিনু তাহার স্পন্দন
দুর্বিসহ বিরহের মর্মদাহী সেই বেদনায়,
আত্মহারা ছিনু মুহ্যমান ;
এলে তুমি অশ্রুমুখী, সঞ্জীবন-মন্ত্র রসনায়
শুনাইলে জীবনের গান।

প্রথম প্রেয়সী মোর, ছন্দময়ী জীবনের মিতা
নিরপেক্ষ কল্যাণ-কামিনী
অনন্ত রূপসী রমা, আজো তুমি নহ পরিচিতা
হে অদৃশ্যা স্বপন-স্বামিনী।
কাতরে সুধাই তোমা সমাসন্ন বিদায়-লগনে
পরিপূর্ণ স্বরূপিণী দেখা দাও হে প্রিয় ললনে,
রহস্য গুণ্ঠন তব ছিন্ন করি বারেকের মতো
আপনার দাও পরিচয়,
অশ্রুমৌন অভিমানে রহিয়োনা এখনো আনত,
খোল মুখ, ঘুচাও সংশয়।

আজিকে আমার নীড়ে আকাশের এসেছে আহ্বান
স্তব গান বিশ্ব দেবতার—
মাটির প্রদীপে মোর নক্ষত্রের ভাষা জ্যোতিষ্মান
বহুপ্লাবী মাগিছে বিস্তার।

এবার ছাড়িতে হবে স্বপ্নেগড়া সুখের আলয়
এবার গাহিতে হবে কর্মময় জীবনের জয় ;
গৃহালিন্দ ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে অনন্ত প্রান্তরে—
নবপথে নবস্বপ্ন নিয়ে :
ওগো মোর প্রাণলক্ষ্মী, ব্রতচারী ব্যথিত অন্তরে
বিদায় মাগিতেছিনু প্রিয়ে।

আনত সজল চক্ষে অশ্রুচ্ছ্বাস আনিয়োনা আর,
ফিরে চাও হে অশ্রুমালিনী,
আসন্ন বিদায় স্মরি' ভাষাহারা কণ্ঠ বার বার,
ভাষা দাও প্রেমাভিমানিনী !
আজি বাজিতেছে গান আকাশের রুদ্রের বীণায়,
বসন্তের মধুস্বপ্ন রেখে যাব তব আঙিনায় ;
কর্মান্তের ক্লান্তি যবে সারা অঙ্গে আসিবে নামিয়া,
সেই দিন আসিব আবার ;
শেষের চুম্বন আঁকি আজিকে বিদায় দাও প্রিয়া,
স্বপ্নাসীনা বল্লভা আমার।

জগন্নাথ বিশ্বাস

প্রণয়-দৃষ্টি

ঘন বন্যায় দীপ্ত প্রাণের জোয়ারে
কত ফাল্গুনে ভেসেছি,
উচ্ছল প্রেম কত না দিয়েছি তোমারে,
সব ফেলে তবু এসেছি।

আজ আর নয় তুফান সাগরে ভাসানো;
শিথিল শব্দ চয়নে,
বৃথা অভিমান-আবরণে তনু সাজানো
ফুলের বাসক-শয়নে।

আকাশ বাতাস উতরোল অকারণেতে,
বিজ্ঞানী হও হুঁশিয়ার!
রেখোনা হাল্‌কা দ্বিধা ভয় তবে মনেতে
উজ্জ্বল দিন দুনিয়ার।

ব্যর্থ এদিনে তবু মন কার প্রয়াসী
সুদূর শান্তি-নীড়েতে,
পৃথিবীর লোক আমরা প্রণয় চেয়েছি
শত হিংসারও ভীড়েতে।

আজ তাই ঘন নতুন প্রাণের জোয়ারে
এসেছি নতুন ফাগুনে,
এসো সচেতন পৃথিবীর গৃহ মাঝারে
জ্বলবো আমরা আগুনে।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

স্বরলিপি

যেন দূর দিগন্ত থেকে তুমি আমায় ডাকছো
যেখানে গ্রাম শেষ হয়ে গেছে, মাঠ ফুরিয়ে গেছে,
কৃষ্ণচূড়ায় ভরে উঠেছে আকাশ
যেখানে নদীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে জোয়ার।

তুমি দাঁড়িয়েছিলে কুসুমের মাসে,
আজ আবার দাঁড়িয়েছো গ্রীষ্মের রৌদ্রদাহে।

আমি সমুদ্রতীরে বসে আছি—যেন কতোকাল ধরে
ঢেউয়ের ফেনায় হাজার হাজার যুঁই ফুল ফুটছে।
রঙীন ঝিনুকের গায়ে গান লিখে গেছ তুমি,
সমুদ্র যেন তার স্বরলিপি, আমি সুর।

পৃথিবী তার গোপন কক্ষ খুলে চাঁপাফুলের তোড়া নিয়ে আসে,
আকাশ নিয়ে আসে মেঘ বিদ্যুৎ ঝড়,
ফিরে ফিরে আসে সেই অনির্বচনীয় সন্ধ্যা ;
গ্রীষ্মের চম্পক তোমাকে খোঁজে—কোথায় তুমি ?
নিরুত্তর আকাশের নীচে আমি বসে আছি, যেন কতো যুগ ধরে,
জানি পশ্চিম দিগন্তে তুমি এসে দাঁড়াবে আমার দিনান্তে,
তুমি আমায় ডেকে নেবে।

জসীম উদ্‌দীন

কাল সে আসিয়াছিল

কাল সে আসিয়াছিল ওপারের বালুচরে,
এতখানি পথ হেঁটে এসেছিল কি জানি কি মনে ক'রে !
কাশের পাতার আঁচড় লেগেছে তাহার কোমল গায়,
দুটি রাঙা পায়ে আঘাত লেগেছে কঠিন পথের ঘায়।

সারা গাও বেয়ে ঘাম ঝরিতেছে, আলসে অবশ তনু,
আমার দুয়ারে দাঁড়াল আসিয়া—দেখিয়া অবাক হনু।
দেখিলাম তারে—যার লাগি একা আশা-পথ চেয়ে থাকি,
এই বালুচরে মাথা কুটে কুটে ফুকারিয়া যারে ডাকি।'
দেখিলাম তারে—যার লাগি এই উদাস ঝাউয়ের বন,
বরষ বরষ মোর গলা ধরি' করিয়াছে ক্রন্দন।
দেখিলাম তারে, তবু কেন হায় বলিতে নারিনু ডাকি
কোন্ অপরাধে আমার ললাটে দিলে এত ব্যথা আঁকি।
বলিতে নারিনু, ওগো পরবাসী, দেখিতে এলে কি তাই,
আগুণ জ্বেলেছো যেই ঘন বনে সেকি পুড়ে হ'ল ছাই!
এলে কি দেখিতে—দূর হ'তে যারে হেনেছিলে বিষ-বাণ,
সে বন-বিহগী বেঁচে আছে—কিবা জীবনের অবসান।
বলিতে নারিনু—নিঠুর পথিক, কেন এলে মিছামিছি,
অলস চরণ, অবশ দেহটী, সারা গায়ে ঘাম, ছি-ছি!
এতখানি পথ হাঁটিয়া এসেছে কত না কষ্ট সহি—
তারি কাছে মোর দুখের কাহিনী কেমন করিয়া কহি'!
নয়নের জল মুছিয়া ফেলিনু, মুখে মাখিলাম হাসি,
কহিলাম, বুঝি পূবের সুরুয সাঁকোতে উদিল আসি।'
আঁচলে তাহারে বাতাস করিনু, চরণ দু'খানি ধুয়ে
মাথার কেশেতে মুছাইয়া দিয়ে বসিলাম কাছে নুয়ে।
কহিলাম—বড় ভাগ্য আমার, আজিকার দিন খানি
এমনি করিয়া রাখা যায় না কি দুই হাতে যদি টানি!
রবির চলার রথ,
আজিকার তরে ভুলিতে পারে না অস্তপারের পথ?
কৌটায় ভ'রে সিঁদুর ত' রাখি, আজিকার দিন হায়,
এমনি করিয়া কৌটার মাঝে ভ'রে কি রাখা না যায়!
এই দিনটীরে মাথার কেশেতে বেঁধে রাখা যায় নাকি!
মিছামিছি কত বকিয়া গেলাম ছাই পাঁশ থাকি' থাকি'।

শুনে সে কেবল হাসি-মুখে তার আরও মাখাইল হাসি,
সেই রাঙা মুখে—যে মুখেরে আমি এত ক'রে ভালবাসি।
মুখেতে মাখিল হাসি,
সোনা দেহখানি নাড়া দিয়ে গেল বুঝি হাওয়া ফুল-বাসী!

কাল এসেছিল এই বালুচরে আর মোর কুঁড়ে ঘরে—
তার পাশে চলে ছোট্ট নদীটি দুইখানি তীর ধ'রে।
সেই দুই তীরে রবি-শস্যেতে দিগন্ত গেছে ভরি'—
রাই সরিষায় জড়াজড়ি-করে ফুলের আঁচল ধরি'।
তারি এক তীরে বাঁকা পথখানি, দীঘল বালুর লেখা,
সেই পথ দিয়ে এসেছিল কাল আঁকিয়া পায়ের রেখা;
কাল এসেছিল, চখা আর চখী এ ও'রে আদর করি'
পাখা নেড়েছিল, তারি ঢেউ লাগি' নদী উঠেছিল নড়ি'
—তারি ঢেউ বুঝি ভেসে এসেছিল আমার পাতার ঘরে—
বহুদিন পরে পেয়েছিনু তারে শুধু কালিকার তরে।
কালিকার দিন, মেরু-কুহেলির অনন্ত আঁধিয়ারে
শুধু একখানা আলোক-কমল ফুটেছিল একধারে।
মহা-সাগরের দিগন্ত-জোড়া ফেন-লহরীর 'পরে
প্রদীপ-তরণী ভেসে এসেছিল বুঝি এ ব্যথার ঝড়ে।

কালকে তাহারে পেয়েছিনু আমি, হায়, হায়, কত কাল
যারে ভাবি এই শূন্যে বালুচরে চিতায় দিয়েছি জ্বাল;
সেই তারে হায়, দেখিয়া নারিনু খুলিয়া দেখাতে আমি
এই জীবনের যত হাহাকার উঠিয়াছে দিন-যামি,—
যে-আগুণে আমি জ্বলিয়া মরেছি, সে-দাবদাহন আনি'
কোন্ প্রাণে আমি নারী হয়ে সেই ফুলের তনুতে হানি'!
শুধু কহিলাম—পরাণ বন্ধু, তুমি এলে মোর ঘরে,
আমি ত' জানিনে কি ক'রে যে আজ তোমারে আদর করে!

বুকে যে তোমারে রাখিব, বন্ধু, বুকেতে শ্মশান জলে ;
নয়নে রাখিব ! হায় রে অভাগা, ভাসিয়া যাইবি জলে !
কপালে রাখিব ! এ ধরার গাঁয়ে আমার কপাল পোড়া ;
মনে যে রাখিব, ভেঙে গেছে সে যে কভু লাগে নারে জোড়া।
সে কেবল শুধু ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চাহিল আমার পানে ;
ও যেন আরেক দেশের মানুষ, বোঝে না ইহার মানে।
সামনে বসায়ে দেখিলাম তারে, দেখিলাম সেই মুখ !
ভাবিলাম ওই সুমেরু হইতে কি ক'রে যে আসে দুখ !
দেখিতে দেখিতে সকাল কাটিল, দুপুরের উঁচু বেলা
পশ্চিম দেশে গড়ায়ে পড়িল মেঘেতে আঁকিয়া খেলা।
বালুচর হ'তে বিদায় মাগিল নতুন বকের সারি,
পাখায় পাখায় আকাশের বুকে শেফালীর ফুল নাড়ি'।
সে মোরে কহিল—"দিন চলে গেল, আমি তবে আজ আসি"—
—যার রাঙা মুখ ফুলের মতন, তাতে মাখা মিঠি হাসি—
সে মোরে কহিল, একটি কথায় ভাঙিল স্বপন মোর,
ভাঙিল তাহার সোনার চূড়াটী, ভাঙিল সকল দোর !
সে মোরে কহিল, "শোন তাপসিনী, আজিকের মত তবে
বিদায় হইনু, আবার আসিব মোর খুশী হ'বে যবে।"
হাসিয়াই তারে কহিলাম, "সখা, বিদায়, নমস্কার !"
অভাগিনী আমি রুধিতে নারিনু নয়ন-জলের ধার।
খানিক যাইয়া ফিরিয়া চাহিল, কহিল আমারে, "নারী !
কোন কিছু ক'য়ে ব্যথা কি দিয়েছি, কেন তব চোখে বারি ?"
আমি কহিলাম, "সুন্দর সখা, আমার নয়ন-ধার ;
পাইয়াও যে গো পাইনে তোমারে—ভাষা এই বেদনার—
"আমি কি নিঠুর"—সে মোরে শুধাল, আমি কহিলাম,—"নয় ;
ফুলেরও আঘাত গায়ে লাগে যার, কে তারে নিঠুর কয় ?
গলায় যাহার মালা দেই নাক' হয়ত মালার ভারে
তাহার কোমল ফুলের অঙ্গে কোন ব্যথা দিতে পারে।

ছুঁই না যাহারে ভয়ে
ও দেহ-তরুর অফুট কুসুম যদি প'ড়ে যায় খ'য়ে ;
সে মোরে দিয়েছে এই এত জ্বালা এ কথা ভাবিব যবে
রোজ-কেয়ামত ভেঙে পড়ে যেন আমার মাথায় তবে !"
"তবে কেন কাঁদ ? হায় তাপসিনী, জীবনের ভোরখানি
কার হেলা পেয়ে আজিকে এনেছ মরণের দেশে টানি' !"
আমি কহিলাম,—সোনার বন্ধু, এ মোর ললাট-লেখা।
কেউ পারিবে না মুছাইয়া দিতে ইহার গভীর রেখা।
মাথার পসরা খানি
মাথায় লইয়া চলিতে হইবে সুমুখে চরণ টানি'
এ-জীবনে কেউ দোসর হবে না, নিবেনা করিয়া ভাগ,
এই বুক ভরি' জমায়েছি যত তীব্র বিষের দাগ।
তবু বলি সখা, কেন কাঁদি আমি, তোমারে দেখিয়া মোর
কেন বয়ে যায় শাওনের ধারা ভাঙ্গিয়া নয়ন দোর।
আমি কাঁদি সখা, তুমি কেন হেথা মানুষ হইয়া এলে ?
বিধির গড়া ত' সবই পাওয়া যায়, মানুষেরে নাহি মেলে !
আকাশ গড়েছে শ্যাম ঘন নীল দুধের নবনী মেঘে—
সন্ধ্যা সকাল প্রতিদিন যায় নব নব রূপ মেখে ;
যতদূরে যাই ততদূরে পাই, কেউ নাহি করে মানা,
কেউ নাহি পারে কাড়িয়া লইতে মাথার আকাশ খানা !
—বিধাতা গড়েছে সুন্দর ধরা, কাননে কুসুম-কলি,
কোলে কোলে তার পাখী গাহে গান, গুঞ্জরে মধু অলি।
বাতাস চলেছে ফুল কুড়াইয়া পাখায় জড়ায়ে ঘ্রাণ।
যারে পায় তারে বিলাইয়া যায় ফুল-সখীদের দান।
তটিনী চলেছে গাহি—
তার জলে আজ সম-অধিকার, কারো কোন বাধা নাহি।
শুধু মানুষেরে পায় না মানুষ, নাহি কারো অধিকার,
মানুষ সবারে পাইল এ-ভবে, মানুষ হ'লনা কার।

জীবনানন্দ দাশ

শঙ্খমালা

কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে,
বলিল, তোমারে চাই : বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত
তোমার ও-দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি—কুয়াশার পাখ্‌নায়—
সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে-আলোক
জোনাকির দেহ হ'তে—খুঁজেছি তোমাকে সেইখানে—
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রাণের অন্ধকারে
ধানসিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে
সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।
দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা :
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা—
বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপর,
শিং-এর মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর।

কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম ;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়।

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার ,

স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার ;
এ-পৃথিবী একবার পায় তারে, পায়নাকো আর।

জীবনানন্দ দাশ

সুরঞ্জনা

সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো ;
পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন ;
কালো চোখ মেলে ওই নীলিমা দেখেছো ;
গ্রীক হিন্দু ফিনিশিয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন
শুনেছো ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা-নগরীর গায়ে
কী চেয়েছ ? কী পেয়েছ ?—গিয়েছে হারায়ে।

বয়স বেড়েছে ঢের নরনারীদের,
ঈষৎ নিভেছে সূর্য নক্ষত্রের আলো ;
তবুও সমুদ্র নীল ; ঝিনুকের গায়ে আলপনা ;
একটি পাখির গান কী রকম ভালো।
মানুষ কাউকে চায়—তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল।

মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে
উতরোল বড়ো সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে
তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে

সেই ইচ্ছা সজ্ঞ নয়, শক্তি নয়, কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্য সাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে ;
তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল
দেহ দিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল।

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

সন্দেশ

আজিকে এনেছে প্রভাত পবন
এনেছে তোমারি বারতা
ওগো প্রিয়তম, জীবন-জীবন,
হৃদয়-বিহারী দেবতা!
দুয়ার মেলিয়া বাহিরিনু যবে
নবজাগরিত মুখরিত ভবে
তোমার কৃষ্ণ কেশ-সৌরভে
পরাণ উঠিল চমকি'।
প্রভাত-পবন গোপনে নীরবে
তোমারে চুমিয়া এলকি!
তোমার মোহন হাসির মাধুরী
কুসুম আজিকে পেল'রে!

বিহগ তোমার কণ্ঠ-চাতুরী
কোথায় শিখিয়া এল'রে !
উদার আকাশ বিশাল ধরণী
কেন ডাকে মোরে—সজনী-সজনী !
তব ভালবাসা কভুত এমনি
যায়নি জানায়ে সকলে !
না বুঝি কেমনে একটি রজনী
নূতন করিল ভূতলে !
তুমি কিগো সখা কালিকে নিশীথে
এসেছিলে মোর দুয়ারে,—
ঘুমায়ে আছিনু, নারিনু পূজিতে
হে রাজন্ সুখে তোমারে !
ডেকে ডেকে তুমি না পেয়ে আমায়
দিলে কি বিলায়ে শেষে আপনায়
স্মরণ-চিহ্ন রেখে যেতে হায়,
জগতের প্রতি অনুতে !
প্রভাতে জাগিয়া লভিতে তোমায়
সকল মরম রেণুতে !
ইঙ্গিত তব নিতেছি মানিয়া
ত্যজিবনা আজি কাহারে'—
লইব পুলকে লইব বরিয়া
সবাকার মাঝে তোমারে !
প্রেমমালা মোর ভুবনের গলে
দিনু দোলাইয়া আজি কুতূহলে
নয়নের জল মুছিনু আঁচলে
ভুলিনু বিরহ-বেদনা !
দাঁড়াইনু আসি তব পদতলে
দূরে ফেলে আর রেখনা !

জুলফিকার হায়দার

তুমি

তোমার নয়নে যদি এতটুকু অগ্নির প্রদাহ
আজ পেতে চাই ;
যদি চাই অই স্নিগ্ধ অধরে তোমার
শানিত অসির তৃষা,
অবজ্ঞার সুতীক্ষ্ণ ভঙ্গিমা ;
যদি বলি : মত্ত ঝড় আসুক আরণ্য এলোচুল,
সে কি মোর ভুল ?
সে কি মোর অন্যায় কামনা !

আজ যদি কানে কানে
প্রিয় নাম ধরে নাহি ডাকি ;
যদি ভাবি
তুমি মোর বন্ধু আজ বন্ধুর পথের,
তুমি কি শংকিত হবে ?
দূরে সরে যাবে ?

শান্তির শিথান হতে
এলায়িত বাহু দুটি তব
আজ যদি তুলে নিয়ে
একটি প্রদীপ তুলে দেই
সে হাতে তোমার ।—
তুমি কি হবে না সাথী ?
তুমি কি এমন দীন হবে

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, রাণী

সার্থকতা

হৃদয়ের আরো কাছে এস এস প্রিয়
পরিতৃপ্ত কর প্রাণ ও অঙ্গ পরশে,
তৃষাতুরা যাচে ওই অধর অমিয়—
দু'টি ভুজপাশে মোরে বাঁধো ভালবেসে!

রেখনাকো ব্যবধান ও সীমান্তরেখা;
কেন এ লুকায়ে থাকা? কেন আর ছল?
হৃদয়ের স্তরে স্তরে ও মাধুরী লেখা,
কেন গো মলিন তবু হৃদি-শতদল?

বাসনা-বিহ্বল-প্রাণ, পিপাসা কাতর
অলক্ষ্যে আসিতে চায় এ হৃদয়ে ছুটি,
দু'টি চিত্ত মিশি হোক্ সুধা-সরোবর
মিলনের ফুলদল' থাক সেথা ফুটি'!

এস প্রিয়! এস মোর মানস মন্দিরে
দাও দাও, ধরা দাও এ ভুজবন্ধনে!
কেন করো ব্যর্থ-আশ তব সঙ্গিনীরে,
সার্থক হউক তার কামনা ক্রন্দনে!

এস প্রিয়! এস সেই পরিচিত সাজে,
চির সম্মিলিত হই এস দুজনায়,
গভীর অতল এই মিলনের মাঝে
মিলিয়া মিশিয়া যাক এ'দুটি হিয়ায়

দিনেশ দাস

নীল জল

কে তুমি করুণ নদী,
দু'চোখে গোপন জল ব'য়ে আনো ?
তোমার আলোর কণ্ঠে জীবনের গান শুনি,
ভোর ঝরে, ভোর ঝরে ! জানো
একটি প্রাচীন গাছ চোখ মেলে চায়,
আলো আলো জলের ছায়ায়।

কে তুমি দু'পাশে
ঘাসে ঘাসে
সবুজ সুজ্‌নী পেতে নরম নিবিড়
সহজে বিছায়ে দাও তরল শরীর,
জলেরও উত্তাপ আছে জানো ?
কে তুমি করুণ নদী.
গোপন সবুজ জল ব'য়ে ব'য়ে আনো ?

চেয়ে দেখি পাতা-ঝর্‌ঝর্‌
আমার এ জীবনের হলুদ প্রান্তর,
এরও এক নাম ছিল, জানে তা ক'জন ?
আজ দেখি নামের ওজন
পুরোনো ধাতুর মত স্থির সবখানে :
শুধু তার রং নেই, নেই কোনো মানে।

তবু,
মৃত দেশে খণ্ড-খণ্ড সময়ের মত
জাগে এক খণ্ডিত হৃদয়।
তাই মনে হয়,

আকাশের স্বাভাবিক সীমা পার হ'য়ে
অদৃশ্য আকাশ হ'তে আলো নামে মূক সমারোহে,
অদৃশ্য শাখায় ঝরে শিশিরের জল।

আলো আর জলে
প্রাণের, প্রেমের শিষ, জলে
আলো ক'রে সারা মাঠময় :
হয়তো সময় প্রাণ, হয়তো বা প্রেমই সময়,
তুমি কি তা জানো ?
কে তুমি করুণ নদী,
অজানা শিকড় হ'তে' সময়ের নীল জল ব'য়ে ব'য়ে আনো ?

দিলীপকুমার রায়

সিন্ধুপারে

তোমায় আমায় বারে বারে
চেনা শোনা সিন্ধু পারে
        হয়নি শুধু মুহূর্তেরি দেখা.
জীবনের এই অশেষ বোঝা
ব'য়ে ব'য়ে শেষের খোঁজা
        হয়নি যবে তোমার ইন্দুলেখা
আঁকলো ছবি প্রাণের পটে,
বিস্ময়েরই স্মরণ-তটে
        চিহ্ন অমর রেখে গেল হেন !—
নয় সে আঁকা মিথ্যা মায়া
যৌবনের চপল কায়া
        আজো তো তোর তেমনি হেরি যেন।
ডাক দিয়ে হায় তোমার বাঁশী
করল আমার মন উদাসী,
        তারপরে—কই ! নেই তো আচম্বিতে !

চোখের জলও শুকিয়ে গেল,
ধূলায় ধরা ছেয়ে এল,—
মুদ্‌লে আলোর কমল সশঙ্কিতে!
কোথায় তুমি—কোথায় আমি!
নিজের নিজের পথগামী
চলেছিলাম নিজের নিজের রথে;
তখন তোমার পায়ের নূপুর
নয়ন দিঠি স্বপ্ন বিধুর
ফোটায়নি ফুল হিয়ায় শুভব্রতে!
তখন কেবা জান্‌ত বল
একটি হৃদয় শতদল
দেয় ভরি এই ভুবন বাসে তার?
জান্‌ত কি কেউ—বরণ-গীতি
যায় রেখে হায়, এমন স্মৃতি—
ঢেউ তুফানে ডুবেনা রেশ যার?
জান্‌তো কি কেউ একটি হাসি
নিখিল হাসির গরব নাশি
মিলায় রেখে চিরজীবি তান,
দু'টি সুনীল আঁখির তারা
করতে পারে মাতোয়ারা
এমনি চিরতরে মনপ্রাণ?
বৃথাই স্মৃতি-নিরবধি
অতীত-চারণ ব্যথাই যদি,
না-পাওয়ার হায়, শূন্যগর্ভ হবে,—
কেন তবে মিললো দেখা?
সকল সখী ছাপিয়ে একা
জন্মপারের চেনা হয়ে রবে?

তোমার আমার ভিন্নগতি,—
ভিন্ন তালে পরিণতি
ভিন্ন দেশের ভিন্ন আলাপ ল'য়ে।
এক লহমায় তবু কেন
চিরদিনের সাথী হেন
উঠ্‌লে দুলে পলক পরিচয়ে?
তোমার চরণ ছন্দে তবে
রক্ত আমার মাদল-রবে
উঠ্‌ল কেন ঝঙ্ক তালে তালে?
চাউনি তোমার আদর রীতি
হাস্য পরশ, লাস্য, প্রীতি
অমর তিলক পরাল মোর ভালে?
তুমিও কি ভেবেছিলে
তোমায় আমায় এ-নিখিলে
হ'য়েছিল কোথাও দেখা আগে?
তুমিও কি মনে ভাবো
আমি তোমার সঙ্গে যাবো
নূতন কোনো উদয় পুরোভাগে?
তোমার পানে চেয়েছিলাম
তোমায় ভালো বেসেছিলাম
নিতল প্রাণের গহন ধ্যানের লোকে,
নইলে সখি, তোমায় বুঝি
মিলতো না আর বাইরে খুঁজি
রিক্ত হ'তাম অর্ঘ্যহারা ভোগে।
তাই বুঝি মোর তোমায় পাওয়া
হয়নি হেথায়—তোমায় চাওয়া
অসমাপ্ত রইল এ জীবনে,
কাছে তোমায় পাইনি বলি'
ওঠে না তাই যেন জ্বলি'
ক্ষোভ আমার এই গোপন প্রাণের কোণে।

দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ বাগচী

চির-এয়ো

আপন হাতে পরিয়েছিনু বিমল তব ভালে,
একটি ছোট সিঁদুরের টিপ কোন্ সে উষাকালে,
নবীন অনুরাগের শুধু একটি রাঙা চিহ্ন,
নয় বেশী আর তরুণ প্রাণের রঙীন নেশা ভিন্ন।
কচি কিশলয়ের মাঝে যেমন রাঙা ফুটে,
যে রাঙা রয় লীলাভরে তরুণ অধর-পুটে ;
জাগরণের আভাসখানি প্রথম নিদ্রা-ভাঙা,
নয়ন দুটি যেমনতর ঈষৎ করে রাঙা !
সকল জীবন-লীলার গোড়ার মধুর রাঙা লেখা,
সবার মাঝে একে শুধু তফাৎ করে' দেখা।
তোমার ভালের সিঁদুর-বিন্দু মুগ্ধ চোখে মম
লেগেছিল উষার ভালে অরুণ-বিন্দু সম।
সিঁদুর সেই যে পরিয়েছিনু সিঁদুর শুধু সে কি ?
উজল হোতে উজলতর জ্বলছে সে যে দেখি।
বুকের মাঝে ঢাকা আছে কৌটা মাণিকময়,
আমার মরম-শোণিত ধারা নিত্য সেথা বয়।
সেই জীবনের টীকা আমি দিলাম তব ভালে,
নিভ্‌বে না সে নিভ্‌বে না গো কোথাও কোনো কালে !
পরানু যেই সিঁদুর ওগো সিঁদুর শুধু নয়,
তোমার ভালে আমার প্রেমের নবীন সূর্যোদয়।
তরুণ প্রাণের তরুণ-আভা মিলিয়ে গেল ধীরে
দীপ্ত প্রেমের প্রখর জ্যোতি সিঁদুর-বিন্দু ঘিরে।
কী বাসনা—কী আকাঙ্ক্ষা—দারুণ তৃষা কিবা—
সকল-প্রকাশ-করা-আলোয় হাস্যময়ী দিবা।

অসহ এই দীপ্তি যত মিলায় ধীরে ধীরে,
ওই সিঁদুরের রাঙা আভাস জাগছে পুন ফিরে।
তরুণ প্রাণের আশার রঙে রঙীন রাঙা নয়,
গেরুয়ার এ রাঙা যেন উদার শান্তিময়।
সন্ধ্যা যখন আসবে নেমে আলোর লীলা ঘুচে,
তোমার সিঁথার সিঁদুরটুকু যাবেই কিগো মুছে?
সকল জীবন স্নিগ্ধ করি জাগবে স্মৃতির ইন্দু,
সেও কি নহে আমায় দেওয়া এই সিঁদুরের বিন্দু?
এই সিঁদুরের বিন্দু পুন ফুটবে তব ভালে,
জ্বলবে সে যে জ্বলবে ওগো সকল দেশে কালে।

দ্বিজেন্দ্র লাল রায়

সোনার স্বপ্ন

১

সে গেছে আমার মর্মপটে ছায়ার মতন ভেসে,
সে গেছে আমার হৃদয়-তটে ঢেউয়ের মত এসে,
তারে নয়ন ভরে দেখেছিলাম,
প্রাণের ভিতর রেখেছিলাম
রক্ত দিয়ে ঘিরে—
ঘুমের সিংহাসনে বসেয়েছিলাম সোনার স্বপ্নটিরে।

২

সে প্রথম সেদিন এসেছিল আমার দৃষ্টিপথে,
সে সুখের মত ভেসেছিল আমার মনোরথে;

তারে মহারাজার মতন করে'
আদর করে' যতন করে'
নিয়েছিলাম, তবে—
সেদিন ভরেছিল জীবন আমার মহা মহোৎসবে।

৩

সেদিন পুষ্পে পুষ্পে কুঞ্জ ভবন উঠ্‌ল' আমার সেজে;
সেদিন রোমাঞ্চিত ক'রে পবন, উঠ্‌ল' বীণা বেজে;
সুখে হৃদয় আমার ভরে' গেল,
ডুবে গেল, মরে' গেল,
—সন্ধ্যাসম মেঘে;
যেন উঠ্‌লাম আমি জন্ম হতে জন্মান্তরে জেগে।

৪

যখন মগ্ন আছি সুখের নীড়ে স্বপ্ন গেল টুটে!
হঠাৎ বীণার তারটি ছিঁড়ে গেল আর্ত্তনাদে উঠে
এখন রহি সন্ধ্যার গভীর গানে,
বীণার স্বরে, কবির তানে
চেয়ে নিরবধি—
সেই স্বপ্ন আমার—যুগের ঘুমে একবার আসে যদি

দ্বিজেন্দ্র লাল রায়

আহ্বান

যখন আমার সাঙ্গ হবে খেলা
তুমি আমার এসো ;
যখন ধীরে প'ড়ে আস্‌বে বেলা
তুমি একবার এসো।

যখন যাবে কলরব থামি'
—যখন বড় একা
কাউকে খুঁজে পাবনাক আমি—
তুমি দিও দেখা

আমার নাইকো এমন কোন দাবী
—তোমায় আমি পাবো !
আমি শুধু পূর্ব কথা ভাবি,
তুমিও কি ভাবো ?

তোমার পানে সকল দুঃখ মাঝে
আমি চেয়ে থাকি ;
যখন দুঃখ বড় বক্ষে বাজে
তুমি আসো না কি ?

আমি শুনি মাঝে মাঝে যেন
তোমার কণ্ঠরব ;
তোমার স্পর্শ, তোমার হাস্য হেন
করি অনুভব।

সবই ভ্রান্তি এ কি ?—সবই মায়া-
তোমার এই প্রীতি ?
শুধু স্বপ্ন !—শুধুই কি ছায়া ?
শুধুই কি স্মৃতি ?

যখন হেথায় ছেড়ে যাবো শেষে
যাহা কিছু প্রেয় ;
তুমি তখন সাগর তীরে এসে
সঙ্গে নিয়ে যেও ;

তুমি গেছ আগে ; তোমার আছে
জানা সমুদয় ;
তুমি যদি থাকো আমার কাছে
পাবনাক' ভয়।

সেদিন তুমি এসো ওহে প্রিয়—
এসো আমার কাছে ;
সেই দেশে—আমায় দেখিয়ে দিও
কোথায় কি আছে।

আঁধার যদি—তুমি শুধু হেসো
আঁধার হবে আলো ;
তুমি আমায় আগিয়ে নিতে এসো
তুমি বেসো ভালো।

দুর্গাদাস সরকার

নীড়

আমাদের দেখে চমকে উঠলো বনের একটা পাখি
বলো কেন চমকালো,
পাখিটার চোখে ঠিকরে পড়লো আলো।
কেন ?
আমাকে বলবে তা' কি
স্তব্ধ বনের পাখি।

তারপর দেখি একটু পরেই দিগচঞ্চল স্থরে উড়ে'
ঠিক দুজনের মাথার ওপরে
বৃত্ত রচনা করে।

মাটি থেকে খড় খপ্ করে খুঁটে চটুল চঞ্চুপুটে
একা সেই পাখি গেল কোনখানে ছুটে॥

দেবকুমার রায়চৌধুরী

অয়ি প্রীতিময়ী প্রকৃতি

হে প্রকৃতি
নিশিদিন নব নব প্রীতি
সঞ্চারিয়া শুষ্ক হিয়া পরে,—
কেন তুমি লুকাইছ সলাজ-অন্তরে
তব গুপ্ত ধন।
আমি যে লভিতে আজ এসেছি তোমারি কাছে
নবীন জীবন;
মিছে—তবে করো' না গোপন
হেন ভাবে অকারণে, প্রাণপণে, সযতনে
তব গুপ্ত ধন!
জানি—তুমি চুরি করে' নিয়াছ আমার
জীবনের সার;
তবু, অভিমান মোর রেখেছি দলিয়া
অবসাদ দিয়া।

তোমা' মাঝে আজ শুধু দেখে যাব একা
—বারেকের দেখা—
সে কেমনে রহিয়াছে আমারে ভুলিয়া
তব কোলে গিয়া।
জীবনের দেখা !—
বারেক নিমেষ লাগি'—দেখে যাব আজ আমি
নিরালায় একা !

এ মোর মিনতি
রাখিও রাখিও তুমি এই মধুমাসে
হে প্রকৃতি সতি !
বারেক ও তনুখানি রাখি দাও খুলি'
পূর্ণ পূর্ণিমায়,
কোকিলের ঝঙ্কারিত সকরুণ সুরে,—
স্নিগ্ধ নীলিমায় ;
মলয়ের গন্ধভরা, স্বপ্নালস স্রোতে,
—রেণুর মাঝারে
একাকী মিশিয়া গিয়া—অতলের তলে
দেখে আসি তারে।
কেহ জানিবে না !
ব্যপ্ত হ'য়ে যাব আমি তোমার মাঝারে যবে—
কেহ চিনিবে না।
দেখে ল'ব তব কাছে কি মোহিনী শক্তি আছে,
যাহে সে এমন
রহিয়াছে বন্দী হ'য়ে তব গুপ্ত অন্তঃপুরে
মোহ-মুগ্ধ মন !
দেহ মোরে দয়া করে পলকের তরে দেবী,
পশিতে সেথায় ;—
বিস্তারিয়া ফেলি মোর এ আবদ্ধ অস্তিত্বেরে
অনন্তের গায় !

দেবেন্দ্রনাথ সেন

দাও দাও একটি চুম্বন

দাও, দাও, একটি চুম্বন।
বিছাইয়া দুটি ওষ্ঠে সোহাগের কচি পাখা
দাও, দাও, প্রাণময়ি, ত্রিদিব-অমিয়-মাখা,
একটি চুম্বন;
আকুল ব্যাকুল হ'য়ে, আত্মা মোর বাহিরিয়ে,
করুক তোমার করে সর্বস্ব—অর্পণ,
দাও, দাও, একটি চুম্বন।

পাশে যবে রবি-কর পদ্মের উরসে,
তরল কনক সেই শিশর পরশে,
লাজ-রক্ত শতদল, প্রাণবৃন্তে ঢল ঢল,
সর্বস্ব বিলায়ে ফেলে চিত্তের হরষে।
তেমতি তেমতি তুমি, বৈশাখী চুম্বনে চুমি
লও, লও, আঁখি মোর আসিছে মুদিয়া
প্রাণের মদিরা মম গণ্ডুষে শুষিয়া

দাও, দাও, একটি চুম্বন—
মিলনের উপকূলে সাগর সঙ্গমে ঢুলে,
দুর্জয় বানের মুখে, দিব ভাসাইয়া সুখে,
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন,
দাও, দাও, একটি চুম্বন।

আর এক,—একটি চুম্বন।
তোমার ও ওষ্ঠ দুটি, বাসন্তী যামিনী জাগি,
পাতিয়াছে ফুল শয্যা বল গো কাহার লাগি?
দাও, দাও, একটি চুম্বন।

নববধূ আত্মা মোর, লাজুক লাজুক ঘোর,
চক্ষু বুজি মাথা গুঁজি করিবে শয়ন
দাও সখি ! মদির চুম্বন।
দাও, দাও একটি চুম্বন।

পুষ্পময়, স্বপ্নময়, তোমার ও ভালবাসা,
কবিতা-রহস্যময় নীরব তাহার ভাষা,
তোমার ও মদির চুম্বন।
কপোত কপোতী সনে
মগ্ন মৃদু কুহরণে
থাকে যথা, সেইরূপে পরামর্শ করি,
তব ওষ্ঠে মম ওষ্ঠ উঠুক কুহরি।

দেবেন্দ্রনাথ সেন

আমি

ফেলিয়া দিয়াছি বাসি মালতির মালা—
চম্পক অঙ্গুলি গুলি ঘুরায়ে. ঘুরায়ে
গেঁথেছি বকুল হার বিনায়ে, বিনায়ে !
শেষ না হইতে মালা, ওই দেখ, বালা,
তোমার অলক গুচ্ছ হ'য়েছে উতলা !
মালা গাঁথা হলে শেষ পাইবে সম্পদ,
তাই বুঝি উরসের যুগ্ম কোকনদ
সরসে নলিনীসম হয়েছে চঞ্চলা ?
আমিও কুসুম, সখী, সারাটি যামিনী,
সঞ্চিয়াছি তব লাগি, রূপ ও সৌরভ !
লভিতে এ পুষ্প-জন্মে বিভব, গৌরব,
হের দেখো, কি উতলা হ'য়েছি স্বজনি !
চিকনিয়া গাঁথিতেছো বকুলের মালা ;—
আমারেও ওই সাথে গাঁথি লও বালা !

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চেয়েছিনু তব মুখ-পানে

সারারাত্রি জেগে জেগে চেয়েছিনু তব মুখপানে,
কৃষ্ণতার দুটী নেত্রে, স্বপ্নময় প্রশান্ত বয়ানে ;
মনে হল গ্রীষ্মতপ্ত নিদাঘের নিশীথ বাতাসে
সুষুপ্ত ধরণী ভরা জ্যোছনার সুস্নিগ্ধ আভাসে,
সারাটি রজনী-জাগা তারকার অপলক চোখে
তোমারি লাবণ্যখানি ছড়ায়েছে ছায়ায় আলোকে।

নাহি জানি, কেন তব আলিঙ্গনে জীবন হারাই,
তব স্পর্শ-সরোবরে ডোবে প্রাণ, প্রাণ ফিরে পাই।
তুমি যেন তুমি নহ ; তব তনু অঙ্গখানি ঘিরে
শত কবি-কল্পনার স্বপ্নতরী দলে দলে ভিড়ে ;
মেঘে মেঘে পাল তুলি, দুলি দুলি স্বরগ গঙ্গায়,
নীলের সমুদ্রে ভাসি হেথা এসে তারা কূল পায়।

দিবসের যাত্রাপথে সেই শুভ্র আলোকের তরী
বনচ্ছায়ে লীলাভঙ্গে শব্দহীন কাঁপে থরথরি ;
সেও আজি আসিয়াছে তব নেত্রে শান্ত তারকায়,
সমাপ্ত সঙ্গীত যথা কেঁপে কেঁপে মর্মে মূরছায়।
তোমারে ঘেরিয়া কত প্রকৃতির রূপ আবর্তন !
বরষার শ্যামশোভা, শরতের চম্পক ভূষণ ;

শীতের স্তিমিত দ্যুতি , বসন্তের পুষ্প মহোৎব ;
মেঘের পেলব কান্তি, তরঙ্গের যৌবন বৈভব ;
সকলের রূপ সনে তব রূপ গেছে যেন মিশি,
স্পর্শ তাই নাহি পাই, ধ্বনি তার ভাসে দিশি দিশি,
কেমনে লভিব সখি ? নিখিলের রূপ অভিসারে
তব রূপ চলিয়াছে কত শত বিচিত্র আকারে !

মুহূর্তে মুহূর্তে তোমা মনে হয় নূতন নূতন !
কোথায় লভিলে সখি, এত রূপ, এত আয়োজন ?
তরঙ্গ-আহত কূলে শুনি রূপ-সমুদ্রের গান
তোমার লাবণ্য ঘেরি' কল্লোলিত সারা দিনমান।
চুম্বি তব ওষ্ঠপুটে, আলিঙ্গনে বাঁধি বাহু পাশে—
তোমার আপন রূপ বন্ধহীন দূরে দূরে ভাসে।

স্বপ্ন প্রতিমার মতো দাঁড়াইয়া তরঙ্গ শিয়রে
শুনিছ সঙ্গীত স্বর—ধরাতল পুলকে শিহরে !
দেখিনু কখন তুমি জানু মম উপাধান করি'
নিঃশব্দে ঘুমায়ে গেছ, স্থির জোৎস্না সর্ব অঙ্গ ভরি'।
স্তব্ধ চন্দ্রালোক তলে মনে হল তব সুপ্তি-স্বর
নূতন সঙ্গীত রচি' এ ভুবন করেছে মধুর !

নগেন্দ্রবালা সরস্বতী

চোর

আমি যে বেসেছি ভালো আমারি কি দোষ ?
প্রাণভরা প্রেম ল'য়ে
তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে
তুমি কি চাহনি সখা মোর পরিতোষ ?
আমি বাসিয়াছি ভালো এই দোষ মম
হানিয়া স্নেহের বাণ
তুমি কি দাওনি টান—
এ ক্ষুদ্র পরাণে,—সত্য বল প্রিয়তম।

আমি বাসিয়াছি ভালো দোষ এ আমার !
তুমি নবঘন রূপে
ঢালনি কি চুপে চুপে
পিয়াসী চাতকী-মুখে অমিয়া-আসার ?

ভালোবাসিয়াছি ব'লে দোষ দাও তাই,
শুনাইয়া তত্ত্বকথা
চাহ' এ বুকের ব্যথা
মুছে দিতে—ছি ছি সখা লাজে মরে যাই !

আমি কি একাই ভালোবেসেছি কেবল ?
আমিই কি শুধু হায়—
আপনা ঢেলেছি পায় ?
ঢাল'নি গোপনে তুমি নয়নের জল ?

আমিই সমাধি শুধু লভেছি কি পায় ?
একটি মুহূর্ত তরে
তুমি কি গো স্নেহভরে
নীরবে নিস্তব্ধ বসি ভাবনি আমায় ?

আমিই কি শুধু তোমা করেছি পাগল ?
তুমি এ হৃদয়ে এসে
মধুর—বিধুর হেসে
করোনি কি ক্ষুদ্র প্রাণ উন্মত্ত বিভোল ?

তোমারে দেখিয়া শুধু আমারি কি সুখ ?
নিকটে বসিলে তব ?
তুমি কি ভোল'না ভব
বহেনা অমিয়-স্রোত ভরি' তব বুক ?

আমিই কি চাহি শুধু দেখিতে তোমায় !
বল দেখি প্রাণময় !
চাহে নাকি ও হৃদয়,
বিভলে হেরিতে তব প্রেম-প্রতিমায় ?

তুমিও যা' কর সখা, আমি করি তাই—
তবু ভালবাসি ব'লে
দোষ দাও নানা ছলে,
চোর হয়ে সাধু তুমি—বলিহারি যাই।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

এক রাত্রি

বসো এই সরোবর প্রান্তে,
হেথা মধুমালতীর গন্ধ—
এখানে নেইক' কেউ জানতে,
সবার ঘরের দোর বন্ধ।
এখন প্রথম প্রহরান্তে
আকাশে উঠেছে ক্ষীণ চন্দ।
দুধারে আঁধার লতা গুল্ম
গড়েছে নিবিড় নীল কুঞ্জ—
ওখানে অঢেল খেয়ে ফুল-মো
নাচে গায় মৌমাছি পুঞ্জ।
তাদের নূপুর ঝুম ঝুমমো
কানন ছায়ায় বাজে, শুনচো?
আকাশে আধেক ক্ষীণ চন্দ,
বাতাস সুরভি রসে মগ্ন—
উদাসী পাখীর গীতি ছন্দ,
বনের স্বপন করে ভগ্ন।
জ্যোৎস্না-কুহর-হওয়া গন্ধ···
আজ রাতে অপরূপ লগ্ন!

ব্যাকুল বাতাস নিঃসঙ্গ
লুটেছে তোমার কেশগুচ্ছে,
নবনী নরম ভীরু অঙ্গ
চাঁদের কিরণ আধো-ছুঁচ্ছে।
বেদনা বিষাদ আশাভঙ্গ—
উঠে এসো ওসবের উচ্চে।

আজ রাতে ঘুম ভরা চক্ষে
এসো এই সরোবর প্রান্তে—
নিতল ছায়ার হিম কক্ষে
নীরবে বসোগো উদভ্রান্তে,
কামনা কাঁপানো ভীরু বক্ষে—
আজ রাতে ছি ছি ছি নেই কানতে

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

কাল সারারাতি

কাল সারারাতি চোখে ঘুম আসে নাই,
জেগে জেগে শুধু শুনেছি মেঘের ধ্বনি—
উতলা বাতাস লুটিয়াছে জানালায়
কাণে তার ব্যথা বাজিয়াছে সারাক্ষণই !
তুমি মোর পাশে ছিলে,
সে মহা প্রলয়ে পলকের মাঝে কেন নাহি ঝাঁপ দিলে ?
যে কাঁদনে কাল আকাশ কেঁদেছে, পেয়েছ কি সাড়া তার ?
আমার চোখে যে মেঘ জমেছিল, জানো তার সমাচার ?
তুমি ঘুমে অচেতন,

বিবশ ব্যাকুল বাহু ডোরে মোরে করি গল-বেষ্টন ;
প্রতি ক্ষীণশ্বাসে, কাঁপে আধো ত্রাসে, না-বলা বুকের ভাষ,
আমি জেগে জেগে গাঢ় উদ্বেগে শুনেছি সে নিঃশ্বাস !
বল নাই কোন কথা—
হায় সে মাতাল মেঘলা নিশীথে
কী নিঠুর নীরবতা !

কাল সারারাতি চোখে ঘুম আসে নাই,
বাহির আমারে ডেকেছিল আয় আয়।
হু হু করে ঝড় ফিরেছিল মোরে খুঁজি ;
আমি গৃহ-কোণে আপনা লুকায়ে ছিনু শুধু আঁখি বুঁজি।
কাল সারারাতি মোর ভাঙ্গা বুক ছেপে
বয়ে গেছে বেগে ক্ষ্যাপা বৈশাখী ঝড়,
কালো পাখা মেলে মরণ উড়েছে কেঁপে,
তুমি শোনো নাই তাহার আর্তস্বর !
আজি রাতি শেষে, অধীর আবেশে, বহিছে পূরবী বায়
সোনার পালক আলোকে এলায়ে উষাপাখী উড়ে যায়,
আজি কি বুঝিবে, কী দারুণ রোষে
কাল সারা নিশি ভরি,
মেঘের কপোল বহি অবিরল বাদল পড়েছে ঝরি !
আজ শুনে হাসি পায়,
কাল এসেছিল মরণ-তরনী জীবনের কিনারায় !

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

লুকোচুরি

লুকোচুরি কেন এত আর,
চোখে চোখে সদা রাখি, তবু দিতে চাও ফাঁকি,
আমি কি বুঝি নে কিছু তার ?

তুমি বটে ভাব মনে মনে,
মনোভাব রেখেছো গোপনে—
হৃদয় সে নিরজন, সেথা রম্য ফুল বন,
সন্ধান করিবে সাধ্য কার ?
কিন্তু সে তোমার ভুল, সেথা যে ফুটেছে ফুল
প্রতিশ্বাসে আসে গন্ধ তার,
সেথা যে গাহিছে পিক, কাণে বাজিতেছে ঠিক
দূরাগত সঙ্গীত সুধার !

অয়ি মুগ্ধে, অয়ি সঙ্কুচিতে,
পারিবে না আমারে ছলিতে ;
তোমার হৃদয় মাঝে, যে সুর যখনি বাজে
ঝঙ্কারে তা হৃদয়ে আমার ;
তবে যে বলি না ফুটে, বিজয়ের দীপ্তি টুটে
পাছে কর মুখখানি ভার !

নরেন্দ্র দেব

স্বাগত

ওগো, উষার আলোকে হেসে,
কে তুমি আজি এ শিশির-প্রভাতে
দাঁড়ালে দুয়ারে এসে ?
তোমারে কখনো দেখিনি ত আগে,
তবুও ও মুখ বড় চেনা লাগে ;
কী যেন অসীম স্নেহ অনুরাগে
দেহ মন যায় ভেসে ;
দুয়ারে আমার কে এলে গো আজ
এমন দীপ্ত বেশে ?

ওগো, তোমার চরণ তলে,
আঙিনা আমার ভরে যে উঠিল,
ফুলে ফলে তৃণদলে !
মরি মরি সখি, এ কি বিস্ময়,
নিমেষেই এসে করে নিলে জয়,
আমার কঠিন সুপ্ত হৃদয়
না জানি এ কোন্ ছলে ?
আঁধার মনের মন্দিরে আজ
তোমারই প্রদীপ জ্বলে !

রাণি ! অবাক এ আগমন,
বিশ্বের এই নিঃস্বের দ্বারে
তোমার পদার্পণ !
হাসিতে যাহার সহাস্য দিক,
আঁখিতে উজল নবীন নিমিখ,
কোমল কণ্ঠে কূজে কোটি পিক
চঞ্চল ত্রিভুবন ;

দীনের দুয়ারে দাঁড়ালো সে এসে
নিখিল পূজিত ধন !

দেবি ! তোমার করুণা কণা,—
যেন অযাচিত আশার অতীত
আনন্দ মূর্চ্ছনা।
জ্বেলে দিল প্রাণে এ কি অপরূপ
নব জীবনের সুগন্ধ ধূপ,
অমৃত সরস প্রতি রোমকূপ,
যৌবন উন্মনা !
আমার চিত্তে নিত্য তোমার
আরতি ও উপাসনা।

দেব

ধরা-ছোঁয়া

আমি ভুলবো না সে নিমন্ত্রণ !
আমায় খুশী করতে তোমার সেই যে আয়োজন ;
সেই যে সেবা, সেই যে প্রীতি
অধর-আঁখির-হাস্য গীতি
আমায় যাহা করে ছিলে যত্নে নিবেদন,
ভুলবেনা সে একটি দিনের মধুর নিমন্ত্রণ !

পূজারিণীর মতো বালা
সাজিয়ে এনে অর্ঘ থালা
ধরলে যখন সামনে আমার আপন হাতে এসে
কোন্ অপরূপ শোভায় ওরূপ উঠলো সেদিন হেসে

তোমার চিকণ কাঁকন গুলি
শুনিয়ে ছিল অবাক বুলি,
তোমার আঁচল ছুঁইয়ে ছিল পরশ ভালবেসে!
আমার এ মন তুলিয়ে সে কোন স্বপ্ন লোকের দেশে।

সরিয়ে সকল সরম বাঁধ
সেই যে আরও দেবার সাধ,
অসংকোচে আবার নেবার সেই যে অনুরোধ
সুধার ধারে হৃদয় ক্ষুধার উদার পরিশোধ—
আমায় সেদিন মুগ্ধ করে
দিয়েছিল সকল ভরে
তরুণ হিয়ার স্তরে স্তরে অনন্ত আমোদ
জীবনে মোর সেই তো প্রথম চরম তৃপ্তি বোধ!

শূন্য আজি আমার প্রাণে
নাইগো সখি কোনও খানে
তোমার ভালবাসার দানে পূর্ণ সকল দিক।
মঞ্জু মনের কুঞ্জ বনে গুঞ্জে কোটি পিক!
তোমার গতির ছন্দ গানে
আঁখির চপল ভঙ্গী পানে
নয়ন আমার আপন হারা তাকিয়ে অনিমিখ;
তোমায় নিয়েই ফিরবো সখি, দিক লো ভুবন ধিক্

যে অনুরাগ সোহাগ ভরা
আচম্বিতে পড়লো ধরা
এক নিমেষের অসাবধানে ফেললে যখন চুমি
রইলো না আর গোপন যেটা লুকিয়েছিলে তুমি।
পেয়ে তোমার সেই অনুভব
হারিয়েছি মোর যা-কিছু সব,
রাঙিয়েছে এ হৃদয় তব অধর কুঙ্কুমই
এই তো জীবন—নন্দনেরই স্বপন রঙ্গভূমি।

নরেশ গুহ

লগ্ন

আজকে আমার মন ছুটে যায় তোমায় নিয়ে ঢেউয়ের হ্রদে
নীল আকাশের তলায়—কালো পাহাড় পথে
এখান থেকে অনেক দূরে।
হেমন্তের এই ঢালু বেলায় নরম রোদে ঘুরে ঘুরে
ইচ্ছে করে একটি কথা ফিরে ফিরে তোমায় বলার :
মন কি শুধুই ঢেউয়ের পাখি,
হে চঞ্চলা
হে মন-ছলা
শকুন্তলা ?

আজকে কেন এ রুক্ষ পথ ছায়ায় ছায়ায় গেল ঢেকে !
কার ইসারায় ? তাই দুরাশার
দুয়ার খুলে তোমায় ডাকি—
(এই তো বিয়ে !)
লক্ষ লোকের আনাগোনার
সড়কে, এই অভাবিতের
ক্ষণিক ছায়ায় এ নিভৃতের
সুযোগ নিয়ে
আমাদের এই চেনা জানা :
আমার মনের চাঁদের কোণায়
কালের মেঘের ধার ছুঁয়ে এই হালকা হাসি
মুখ ফুটে তাও বলতে বাধে—ভালোবাসি।
ছোটো কথা !
আমার শপথ আরো বড়ো
বরণ করো, শকুন্তলা, বরণ করো।

ঝড়ের রাতে ইচ্ছে করে একচালাতে মাথা বাঁচাই
সে দুর্যোগে মূর্ছা যাবে কত মন্ত্রী, কত রাজাই।

ঝড়ের পরে প্রথম উষা শুনব কোথাও একটু ডাকে
সুরের পাখি ভগ্ন শাখে।
আবার রোদে, আবার জলে, প্রতিদিনের অশেষ চলা
এইটুকু রাত! অনেক বলেও
কিছুই তবু হয়না বলা,
হে চঞ্চলা!

নিত্যকৃষ্ণ বসু

প্রেম-লিপি

বৈশাখী প্রভাতে যবে কুহরিত কুহুরবে
ভরিবে চম্পক বাসে বসন্তের বাসর ভবন,
লবঙ্গ কলিকা ঘ্রাণে লালস বিবশ প্রাণে
সহকার-কুঞ্জে পশি শিহরিবে মৃদু সমীরণ,
ভাবি কার চন্দ্রানন কাঁদিবে কবির মন
অজ্ঞাতে নয়ন-জলে ভাসিবে শয়ন,—
হে সুন্দর, আসিও তখন!

আষাঢ়ে নিশীথ কালে সজল জলদ জালে
হয় যবে মুহুর্মুহু দলমল দামিনী ফুরণ,
বিজন শয়ন 'পরে একা শুয়ে শূন্য ঘরে
মরমে উচ্ছ্বসি উঠে মরমের গভীর বেদন,
তিমিরে মগন সব অশ্রান্ত ঝিল্লীর রব
চারিপাশে ঝম ঝম বৃষ্টি বরিষণ;—
হে সুন্দর আসিও তখন!

আশ্বিনে আকাশ-গায় পরিপূর্ণ পূর্ণিমায়
শরতের শুভ্রশশী শুভ্র হাসি বিকাশে যখন ;
সরসে কহ্লার-বনে নগ্ন শোভা নিকেতনে
তরঙ্গ লহরী সনে খেলা করে তরল কিরণ,
সুদূরে স্বপন প্রায় চকোর ডাকিয়া যায় ;
কেঁপে উঠে প্রকৃতির অস্ফুট যৌবন,—
হে সুন্দর, আসিও তখন !

'হায়ণে হেমন্ত রাণী সোহাগে বুকেতে টানি
রাশি রাশি ব্রীহিযব—গুচ্ছ গুচ্ছ অপূর্ব শোভন ,
যতদুর দৃষ্টি চলে দেখেন সুকুতূহলে
শস্যের লহর-লীলা পক্কশীর্ষে কষিত কাঞ্চন,
হেরি সে মূরতি ধীর কৃষি-বধূ মুছে নীর
সভয়ে অঞ্চলখানি করিয়া ধারণ,
হে সুন্দর, আসিও তখন !

পউষে প্রথম যবে গেলাপ-কুমারী সবে
সরমে রাঙিয়া উঠে অরুণের লভিয়া চুম্বন,
শুভ্র হিয়া শুভ্রবাস কুন্দমুখে ফুটে হাস,
ধরিত্রী কষিয়া লয় নিজ কাঁধে কুহেলি-বসন,
সন্ধ্যা না হইতে সুখে বাঞ্ছিতেরে ল'য়ে বুকে
সাধ যায় সুপ্ত কক্ষে করিতে শয়ন,
হে সুন্দর, আসিও তখন !

ফাল্গুনে বসুধা রাণী প্রথম যৌবন মানি
প্রথম মুকুল দুটি রাখে কোথা করিয়া গোপন,
বিহ্বল সৌরভ তার ছায় ক্রমে চারি ধার
বসে থাকে উদাসিনী আপনাতে আপনি মগন ,

উন্মুক্ত অলকরাশ শিথিল বুকের বাস
টানিয়া লইতে বুকে হয়না স্মরণ—
হে সুন্দর আসিও তখন !

এরূপে জীবন যবে প্রমোদ প্রফুল্ল রবে—
বীণার ঝঙ্কারে হবে প্রতিধ্বনি-ধ্বনিত ভুবন ;
প্রকৃতির স্নেহহাস পরিস্ফুট কলভাষ
জাগাইবে মর্ম্মমাঝে তৃপ্তিহীন অনন্ত স্বপন,
সহস্র বাঁধনে বাঁধা সহস্র সাধনে সাধা
পিরীতের সরোবরে অমিয় মন্থন,
হে সুন্দর, আসিও তখন !

অন্তিমে মৃত্তিকা'পরে শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবরে
মরমের স্তরে স্তরে পরিতাপ বিঁধিবে যখন ;
কত দুঃখ কত ক্লেশ কিছুরি হবেনা শেষ
দহিবে সৌন্দর্য-তৃষা অন্তর্দাহী স্ফুলিঙ্গ মতন ;
বারেক বিমুক্ত প্রাণে চাহিয়া বিশ্বের পানে
ধীরে ধীরে যবে কবি মুদিবে নয়ন,
হে সুন্দর আসিও তখন !

নিরুপমা দেবী

যৌবন প্রয়াণ

আমার জীবন বন-গহনের তলে
ক্ষণেক দাঁড়াও মন্ত্রবলে
ওগো মোর যৌবনের পরিপূর্ণ প্রাণ,
কণ্ঠে নিয়ে গান,
বক্ষে নিয়ে মিলনের আশা
—ফুলময় বসন্তের মুগ্ধ ভালবাসা !

চোখে দাও প্রণয়ের হাসির কাজল,
রূপ দাও ঢল ঢল্
সর্ব তনু ভরি,
মধুভরা ফুটাইয়া সহস্র মঞ্জরী ;
কেশে দাও আকুলতা, অধরে লালিমা
প্রাণে দাও প্রেম-মাধুরিমা,
বুকে দাও গানে-ভোলা-মন
আমার জীবন তলে ক্ষণেক দাঁড়াও মোর হে শেষ-যৌবন !

ঐ সন্ধ্যা নেমে আসে
পশ্চিম গগন তলে পবনের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
ঐ মুদে আসে ধীরে আলোর কমল
ঐ ছায়া সুনিবিড় শান্ত বনতল
ঝিল্লি মুখরিত,
ঐ শেষ বিহঙ্গম সঙ্গীহারা ভীত
উড়ে যায় পশ্চিমের দূর অস্ত পারে
ঐ বনানীর ধারে
আঁধার ঘনায় ঘন, স্নিগ্ধ ফুলবাসে
—সন্ধ্যা নেমে আসে।

স্থলগন মধুময়
এই বুঝি এল মোর বঁধুয়ার আসার সময়!
যদি এসে দেখে আজ বঁধু
অঙ্গে অঙ্গে নাই মোর বসন্তের মধু—
চোখে নাই সে চাহনি মধু মাদকতা
দেহে মনে নাই আর মিলনের সে অসহ পুলকের ব্যথা;

সেই কেশ, সেই বেশ,
প্রাণে সেই প্রেমের আবেশ
গানে গানে কলকথা, উচ্ছ্বসিত আলিঙ্গন,
নেই সেই চোখে চোখে স্বরে স্বরে প্রিয়-সম্ভাষণ;
যদি দেখে নব স্ফুট ফুল্ল ফুলহার
ঝরাদলে ছেঁড়া ফুল ধূলিলীন সূত্রটুকু সার;
বল বল তবে
সে মোর কেমনতর হবে?

আহা তুমি থাকো থাকো
এ মিনতি রাখো, রাখো;
যতক্ষণ বঁধু নাহি আসে
আমার বুকের পাশে
বাজাও বাজাও তব প্রেমতন্ত্রী বীণ্
মিলন লগন মোর নাহি যেন কাটে স্বরহীন!
নিভিতে দিওনা রূপবাতি
অন্তরের শেষ ভাতি
থামিতে দিও না গান শুধু ততখণ!
আমার জীবন তলে ক্ষণেক দাঁড়ায়ে যাও হে শেষ-যৌবন!

নীরেন্দ্র চক্রবর্তী

প্রতিবেশী

হৃদয়ের পাশাপাশি প্রতিবেশী আর-এক হৃদয়
জেগে থাকে। সারাদিন তার
আয়ত দৃষ্টির নীচে ঘুরি ফিরি, কাজ করি আর
চেয়ে দেখি সে-ও ঠিক চেয়ে আছে, শুধু
কী-এক গভীর কথা, ভয়
চোখে নিয়ে !

ধীরে ধীরে রাত গাঢ় হলে
যখন সমস্ত মন মাঠের মতন ফাঁকা ধু ধু
সে হঠাৎ ম্লান স্বরে বলে,
'জেগে আছ ?' আমি বলি, 'আছি।'
তোমার সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত কাছাকাছি
আমিও রইলাম, নিও চিনে।'
দু চোখে ঘুমের ক্লান্তি। আমি চুপ। কিছুই বলিনে।

কিছুই বলবার নেই। তা সে
কখনো জানবে না, তাই এই ঠাণ্ডা হৃদয়ের ঘরে
আর একটি হৃদয় থেকে ব্যকুল প্রত্যাশা ঝরে পড়ে
রাত্রি দিন।

যত দূরে যাই
একই ম্লান প্রশ্ন আসে ফিরে
নিথর সত্তার কাছাকাছি
ম্রিয়মান রাত্রির আকাশে :
'জেগে আছ ?' আমি বলি 'আছি।
তোমার সমস্ত সুখ, সব সাধ শান্তির গভীরে
আমিও রইলাম, নিও চিনে।'
সুখ নেই, সাধ নেই, শান্তি নেই, তাই
আমি চুপ। কিছুই বলিনে।

নিশিকান্ত

সম্বন্ধ

হে চির-সৌন্দর্যময়ী, লীলায়িত হে চির-যুবতী!
সৌন্দের্যের উৎস তুমি, এ মর্মের মাধুর্য-প্রগতি
তোমার শাশ্বত ছন্দ প্রাণলভি ওঠে বিকশিয়া
বিপুল পদ্মের মত মৃত্যুহীন কাল বিবর্তিয়া
উন্মেষিত দলেদলে নবনব আনন্দ অতল
উপলব্ধ অমৃতের উদ্ভাসনে করিয়া প্রাঞ্জল
মর্তের আঁধার বেলা ; ধূলিভরা এই ধরিত্রীর
অন্তরে আনিয়া কোন অন্তরীক্ষ-পারের গভীর
রত্নরাশি, এ-মৃন্ময় দেহে মোর সাধি রূপান্তর
দিনে দিনে করিয়াছ এ জীবন নির্মল সুন্দর।
একরূপে মাতা তুমি, অন্যরূপে তুমি প্রিয়তমা ;
যখন যে রূপ হেরি, তুমি নিদ্রাহীন নিরুপমা ;
শ্রান্তিহীন স্নেহে আর ক্লান্তিহীন মিলন বন্ধনে
রেখেছ আমারে বাঁধি। তব শ্বেত বিভা আলিঙ্গনে
বিনন্দিত বহ্নি আমি, তুমি মোর অভিন্ন আলোক।
যে-আলো আমায় লভি ঢালে তার অপার পুলক
ভূধরের মূর্ধা হ'তে নির্ঝরিয়া দিকে দিগন্তরে।
হে শুভ্রাঙ্গী জ্যোতিষ্মতী! ভূধরের গর্ভের কন্দরে
নৈশ অম্বরের পটে অবিশ্রান্ত শুভ্রাঙ্গুলে তব
জীবনের চন্দ্রকলা অনুক্ষণ হয় অভিনব
পাষাণ রাত্রির বাধা দীর্ণ করি প্রাণের প্রকাশে,
ছিঁড়িয়া কঠিন মেঘ জড়তার শৃঙ্খল-বিনাশে,
তব স্নেহ সঞ্চারিত শক্তি লভি ঢালে জ্যোৎস্না ধারা
সে ধারার বিকীরণে দিনে দিনে এ-দেহের কারা
মুক্তির নন্দন হয়, রক্তে মোর ফোটে পারিজাত,

সে-ফুল চয়ন করি তন্দ্রাহীন তব শুভ্রহাত
শুভ্রতার মালা গাঁথে মোর লাগি, যে আমি তোমার
অবিচ্ছিন্ন প্রিয়তম, অতন্দ্রিত অচল আত্মার
নিরঞ্জন প্রতিমূর্তি। সে আকাশ মেঘশূন্য করি,
আজ তুমি তুলিয়াছ আলোকিয়া আমার শর্বরী :
অমৃত লালনে তব এতদিনে চন্দ্র-কলেবর
কলায় কলায় পূর্ণ, এ কুমার সর্বাঙ্গ সুন্দর।
এ-মর্ত্য জনমখানি উদ্ভাসিয়া এ কী রূপান্তরে
অমর-বিকাশ দিলে! তাই আমি এতকাল পরে
চিনিয়াছি তব রূপ ; যত চিনি, তত আরো চিনি ;
হে মোর জনমদাত্রী, হে আমার আত্মার সঙ্গিনী!
আমার এ-মানবতা অবিচ্ছিন্ন তোমার লীলায়
অনন্ত মাধুর্যে তব মোর প্রতি নিঃশ্বাস মিলায়,—
বিলায় তোমারি গন্ধ, হে আমার আলোর উৎপল,
তাই মোর ছন্দে গানে সে-সুবাস করে ঝলমল
উজ্জ্বলিয়া অপূর্ব তপন চন্দ্র তারকার রাশি
উদয় অস্তের পারে বাজাইয়া বিকাশের বাঁশি
পৃথ্বির পন্থায় ঢালে মোর স্থির বৈভবের বাণী :—
তাহারি নন্দন আমি, যে আমার চিরন্তন-রাণী।

পরিমল কুমার ঘোষ

ধরণীর প্রেম

হে আমার সুন্দর ভুবন!
তব চির অন্ধকার আলো,
রূপ গান গন্ধ পরশন,
বাসিয়াছি বাসিয়াছি ভালো।
পিয়াসী পরাণ মোর তব শোভা সুধারস পিয়া
নিয়ত মরণ মাঝে পলে পলে উঠে সঞ্জীবিয়া,
তব স্নিগ্ধ শ্যামাঞ্চল, মর্মরিত কুসুম-কানন;
সন্ধ্যায় সিন্দুর-টিপ, উষালোকে রঞ্জিত আনন,
প্রসন্ন আকাশ তব, জলধি অপার,
ষড় ঋতু-আহরিত অঞ্জলি-সম্ভার,
তব প্রেম, অনন্ত যৌবন,
আনন্দের অমৃত-ধারায়
প্রতিদিন সারা দেহ মন
ভরিয়াছে কাণায় কাণায়!
কাঙাল লভেছে বিত্ত, সর্বহারা লভিয়াছে কোল,
বেদনা ভুলায় পলে হিয়া তলে হরষ হিল্লোল;
কারাবন্দী ভুলে যাই বন্ধনের দুঃখ অনিবার,
শৃঙ্খল টুটিয়া যায় অবারিত অঙ্গনে তোমার;
দিগন্তে ছড়ায়ে আছে স্নেহের অঞ্চল,
প্রসারিত সুধা-বক্ষ করুণা চঞ্চল,—
চেয়ে থাকি আবেশ-বিহ্বল
পিঞ্জরের বাতায়নে তাই,
মা বলিতে চোখে আসে জল,
ভুলে যাই, সব ভুলে যাই!
তৃষিত আকুল-ওই তব স্তন্য অমিয়ার লাগি
ক্ষুধিত ভাণ্ডার দ্বারে ফিরিছে গো ক্ষুদ্র-কণা মাগি;

নয়ন হাসিছে দৃপ্ত দুর্বলেরে করিয়া বঞ্চন,
অভাগা সন্তান ফিরে মাতৃহীন শিশুর মতন ,
তুচ্ছ করি বঞ্চিতের মৌন হাহাকার
জাগে বক্ষ আগুলিয়া স্বার্থের প্রাকার !
কে বোঝে গো' অভাগার তরে
জননীর করুণা বিপুল,
তাই বুঝি নিশি দিন ঝরে
স্নেহ-বক্ষ বেদনা-আকুল !
বিচিত্র বরণ ছন্দে মর্ম তব উঠিছে আভাসি',
কাঙালে এমন স্নেহ, তাই মা গো এত ভালবাসি !
বিফল কামনা মোর আঁখি তব করেছে করুণ,
ব্যথার শোণিত-রাগে সন্ধ্যাকাশ বেদনা অরুণ ;
যে বাণী পঞ্জর তলে রোধিছে নিশ্বাস ;
কল্লোলে মর্মরে শুনি তাহারি আভাস !
গানে গানে করিলে মুখর
অকথিত সঙ্গীত আমার,
হে ভুবন ! হে চিরসুন্দর।
ভালবাসি তাই অনিবার।

প্যারিমোহন সেনগুপ্ত

অপূর্ণ মিলন

হঠাৎ যেতে ঘোমটা-ফাঁকে
একটুখানি চাওয়া,
সেই ত' আমার সুখের সাগর,
স্বর্গ সে ত' পাওয়া।
থমকে গিয়ে পথের মাঝে
একটুখানি হাসি,
সেই ত' আমার চাঁদের আলো,
সেই ত' মধুরাশি।
কাজের মাঝে ক্ষণিক আড়ে
একটি দুটি কথা,
সেই ত' আমার সোহাগ আদর
জড়িয়ে জ্বালা-ব্যথা।
আধেক ভয়ে, আধেক লাজে
একটি চুমো খাওয়া—
সেই ত' আমার শূন্য বুকে
মন্দাকিনী-পাওয়া!

প্রফুল্লময়ী দেবী

আঁধারে

নিবিয়া গিয়াছে দীপ, ক্ষতি নাই তায়,
জানি এ প্রান্তর মাঝে সুদুর্গম পথ আছে
আঁধারে এবার যাত্রা তোমায় আমায়।

এতদিন আলোকেতে করেছি উৎসব,
দুইজনে পাশাপাশি চোখে চোখে হাসাহাসি
না হয় এবার হবে আঁধারে সে সব!

এ আলোকে হয়ে গেছে মুখ চেনাচেনি,
সম্মুখে অসীম আঁধা পশ্চাতে আলোর ধাঁধা
দেখে যাও জগতের এই বিকিকিণি!

শোভাযাত্রা নয়! এযে অনন্তের পথ!
কানে কি অস্ফুট স্বর ভেসে আসে সুমধুর;
দূর অতীতের সুখ-স্বপ্ন-স্মৃতিবৎ!

পাষাণে বাঁধিয়া বুক মুখে আনা হাসি,
আকাশেতে কড়্‌কড়্‌ ডাকে বজ্র, আসে ঝড়,
চপলা চমকে ঘন আঁধার বিনাশি।

প্রীতিগীতি থেমে গেছে সেও কতকাল।
প্রবল ঝঞ্ঝার সনে বয়ে আনে প্রভঞ্জনে
প্রলয় বিষাণ শব্দ ওকি সুবিশাল!

যে মালা গাঁথিয়াছিনু বড় সাধ করে'
ফুল ছিঁড়ে উড়ে আসে আমাদেরি চারিপাশে
কিছুবা যতনে বুকে রাখিয়াছি ধরে।

তবু এ সাধের যাত্রা, যাব নিজ দেশ।
নাহি গ্লানি, নাহি খেদ না জানি এ পরিচ্ছেদ
যেতে যেতে পথমাঝে কোথা হবে শেষ।

আমি ত রয়েছি পাছে; তুমি চল আগে,
মধুমাখা কোন নাম বুকে জাগে অবিরাম
কি মধুর যাত্রা! এতে আলোক কি লাগে?

প্রভাতকিরণ বসু

তৃষাতুর

ভুবন ভরিয়া উঠেছে ফুটিয়া জ্যোৎস্নারাশি
নিশীথ রয়েছে জাগিয়া আমারি তন্দ্রা নাশি' !
হেরিব কখন গহন আঁধার গগন হ'তে,
পূর্ব তোরণে তরুণ তপন উঠিছে হাসি' !

নিয়ত চলিছে কত না ছন্দে মালিকা গাঁথ',
নিভৃত হৃদয়ে, মানসি, তোমারি আসন পাতা,
হে প্রিয়া, তোমার কমল করের লিপির মোহে,
সম্বোধনের মদির স্বরের নেশায় মাতা !

তুলনা বিহীন ও রূপ তোমার, করুণাময়ী !
মধুর তোমার গুণের গন্ধ জীবনজয়ী !—
প্রবাস ভবনে পবন স্বননে তাহারি ধ্বনি
রণিয়া রণিয়া চলে রমণীয়, শুনিতে রহি ।

দয়িতা ! তোমার নিরালা ঘরের একটি কোণে,
চিরপ্রিয়তম কবিরে ক্ষণেক করিয়ো মনে ;—
সেই সে বঁধুয়া তোমারি তরে যে সজল আঁখি,
তোমারি নামে যে উতল চকোর আখর বোনে !

এই যে কাব্য নাচিয়া নাচিয়া চলে যা ছুটি',
পাগল হিয়ার সকল আগল বাঁধন টুটি,
শিরায় শিরায় নব মদিরায় বহায়ে আনে,—
উৎস তাহার কি জান ?—তোমার নয়ন হু'টি !

আমার এ প্রেম বিঘ্ন বিপদ করে না ভয় ;
মান অপমান দুঃখ কষ্ট অর্থ ক্ষয় ;
তোমারি মুখের একটি সুখের হাস্যরোল,
জীবন-মরণে সাধনা আমার অসংশয়।

বহু পরিচয় লভিলে তাহার দীর্ঘ দিনে,
কত না পরখ করিয়া আমারে লয়েছ কিনে !
আজিকে আমার বন্ধু, আমার দোসর তুমি,
কি সুখে রয়েছ আমার বুকের পরশ বিনে ?

তোমারে ঘিরিয়া ঘিরিয়া রচিনু যত না বাণী,
সেগুলি লইও দিনের মতন সত্য মানি !
তোমারে গোপন করিনি করিনি হৃদয় মম,
প্রভাত আলোর মতনই যে ভালো বেসেছি রাণী !

যত্নে রচিত লিপিরে—একটি হাসির আশে.
মিষ্টি আমার ! পাঠানু সরমে তোমার পাশে !
ভালো কি লাগিল কহ বধূ কহ সরল মনে,
যে গীতি ঝরিল ঝরণা ধারার কলোচ্ছ্বাসে ?

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

পরিচয়

দেখেছি তোমায় কোন্ মাধবী পার্বনে
প্রকৃতির ঐশ্বর্যের সৌন্দর্যের সার।
এসেছিলে ধরি' রূপ প্রতিমা উষার,
গন্ধর্বশালায় কিম্বা আলেখ্য-ভবনে॥
মেঘাচ্ছন্ন কোন্ দূর অতীত শ্রাবণে
এসেছিলে কাছে কিম্বা, করি অভিসার,
আঁধারের মাঝে করি রূপের প্রসার
গগন সীমান্তে কোন বিস্তৃত ভুবনে।
তোমা সনে ছিল জানি পূর্ব পরিচয়,—
মন কিন্তু যুগ-স্মৃতি করেনা সঞ্চয়॥
ভাসিয়া চলেছি দোঁহে হাতে হাত ধরে,
ছাড়াছাড়ি হবে কি গো, পাব যবে কূল ?
অথবা মিলন হ'লে জীবনের পরে,
চিনিতে আবার হবে পরস্পরে ভুল ?

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

গীতলক্ষ্মী

প্রেম, তুমি জন্মে জন্মে সঙ্গ নিলে মোর
সঙ্গীতের বেশে,
জন্মান্তর-স্মৃতি তাই ফুটিছে বাঁশীতে
নিমেষে নিমেষে।

তুমিও ছাড়নি মোরে, আমিও ছাড়িনি,
প্রেমেরি এ ধারা!
দুজনে বেড়াই নেচে দুখের জগতে
মদে মাতোয়ারা।

তরঙ্গিত ধ্বনি-সিন্ধু তোলে তল হ'তে
রমার মূরতি;
বেজে উঠে ভাব রাজ্যে দেউলে দেউলে
মঙ্গল আরতি;

তুমি আর আমি করি কি যে সুধা পান,
কেহ নাহি জানে;
আশে-পাশে এ সংসারে ধূ ধূ চিতা জ্বলে
ভাবের শ্মশানে!

সৃজন-প্রত্যূষে বিশ্ব কেবলি আঁধারে
করিত কি বাস
বাঁশী নাই, হাসি নাই, ছিল বক্ষে ধরি
চির সর্বনাশ?

কবে তুমি প্রীতি-লক্ষ্মী, এলে পুষ্পরথে
আলোকি ভূতল;
হাসিল উদ্ভিদ-রাজ্য! ভাসিল সরিতে
শত শতদল;

ভৃঙ্গ-বঁধু গুঞ্জরিয়া ভৃঙ্গবধূ পদে
সঁপিল পরাণ ,
স্তব বাঁধি কোকিলারে উতলা কোকিল
করিল আহ্বান ;

ছেয়ে গেল ছন্দ-গীত দেখিতে দেখিতে
বিশ্ব-চরাচরে ;
জাগি ছন্দহীন কবি অনাদৃত বাঁশী
তুলি নিল করে।

সেই মহোৎসবে মাতি সদ্যসিক্ত প্রাণে
তরুণ উচ্ছ্বাসে
শূন্য মন্দিরের দ্বার তূর্ণ মুক্ত করি
ছিনু কার আশে !

সে যে তুমি, হে জাগ্রত প্রণয় দেবতা
এলে মোর ঘরে
বিকাশি এ হৃদিপদ্ম তব সুকুমার
পাদপদ্মভরে !

সাধকের সুধা-স্বপ্নে জন্ম নিলা বুঝি
প্রীতির আধার ;
করুণা কোমল আঁখি, ওষ্ঠে সদা-হাসি,
কণ্ঠে গীতিধার !

কবে জেনেছিলে মোর অজ্ঞাত-বেদনা
তব লাগি, প্রিয়া !
তাই মধু-মূর্তি ধরি পশিলে সেদিন
পূর্ণ করি হিয়া।

প্রথম মিলন-মোহে ছিনু যবে দোঁহে
মৌন, মুগ্ধ, মূক,
ছিল কাছে কৌতূহলী অদৃশ্য প্রকৃতি
বুঝি জাগরূক !

সে লিখিল বসি বসি মোদের কাহিনী
সহস্র রূপকে,
বনে বনে ফুলে ফুলে গগনে গগনে
মেঘের স্তবকে।

রচিনু আমার ছন্দে সে মধু মিলন,—
মনে পড়ে বালা ?
সঙ্গীতের পুরস্কার দিলে শেষে গলে
তব কণ্ঠমালা !

চক্ষু ভরি এল নেশা, কণ্ঠ ভরি তৃষা,
বক্ষ ভরি তাপ ;
বাঁশরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরিয়া উঠিল
প্রেমের প্রলাপ !

প্রমথনাথ বিশী

সন্ধ্যাভাষা

বুঝিতে পারি না সখা তব নয়নের
সন্ধ্যাভাষা। শুধু থির সন্ধ্যাজলে যথা
সায়াহ্নে বিম্বিত এক সৌম্য ব্যাকুলতা
ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠে ভ্রান্ত হৃদয়ের
ক্লান্ত দুরাশার মতো; ধরিবারে যাই
কালি-ঢালা জলতল, কিছু কোথা নাই।
বুঝিতে পারি না সখা তোমার মনের
সন্ধ্যা-ভাষা। কভু ভাবি স্নেহের

উজলি সৌভাগ্য মোর পরাইলে টিপ
হিরন্ময়, চলাচলে বহু যুগান্তের
পথরেখা পড়িয়াছে হৃদয়ে হৃদয়ে;
অমনি নিষ্পথ তুমি! কি দণ্ড নিদয়ে।
যেটুকু বলিলে তারো অর্থ নাহি বুঝি,
যাহা কভু বলিলে না, সে কোথায় খুঁজি॥

সে আমার দোষ নয়; মোর দৃষ্টি সখী
শেখে নাই সন্ধ্যা-ভাষা। সে যে অতি মূঢ়
কি বলিতে কোন কথা তেলে যে ঝলকি;
দানের অপেক্ষা ছাড়ি নিঃস্বত্ব নির্ব্যূঢ়
প্রতিদান করে বসে; শুনিল না যাহা
অবোধ ইঙ্গিতে দেয় তারি প্রত্যুত্তর;
স্বেচ্ছায় সে মৃত্যুবাণ তুলে দেয়, আহা
মনোহর শিকারীর ধনুকের পর।

প্রেম যেথা নাই সখী, প্রেম সেথা দেখে
মরীচিকা-তীরে বাঁধে স্ফটিকের ঘাট ;
ঠেকিয়াও শিখিল না, কি করিবে একে,
রুধিবারে শেখে নাই মনের কপাট।
সে কেন হৃদয় চায়, চায় ভালোবাসা ?
যে কখনো শিখিল না তব সন্ধ্যা-ভাষা॥

প্রমীলা নাগ

সেই ফুল

কবে যে স্বপনেতে আধভাঙ্গা ঘুমঘোরে,
যতনে কে দিয়েছিল একটি কুসুম মোরে,
ফুটন্ত লাবণ্য-মাখা সেই পারিজাত ফুলে
ভ্রমেতে ঘুমের ঘোরে রেখেছিনু হৃদে তুলে।
প্রভাতে ভাঙ্গিল ঘুম বিহগ-কূজনে হায়,
দেখিলাম শূন্য হৃদি ভূমে গড়াগড়ি যায় !
কতদিন গেছে আজ সে মাধুরী সেই ফুলে,
আজিও হৃদয়ে মাখা, আজিও যাইনি ভুলে !
আজিও প্রভাত কালে মনে পড়ে সেই হাসি,
মনে পড়ে সেই ফুলে ছিল কার অশ্রুরাশি !
বরিষার বারিধারা থেকে থেকে হয় ভুল,
পবিত্র নীহার মাখা বসন্তের সেই ফুল !

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নৌকো

মনে পড়ে
জুলিয়াদের সেই নৌকো,
ঢেউয়ের নাগাল ছাড়িয়ে
শুকনো বালির ওপর কাঠের ঠেকো দিয়ে আটকে রাখা !
মনে পড়ে
তারই ওপর গিয়ে বসেছিলাম
সেদিন প্রথম রাতে !

কৃষ্ণ পক্ষের দ্বিতীয়া কি তৃতীয়া,
চাঁদ উঠতে আর দেরী নেই ;
সমুদ্রে যেন তারই অস্থির উত্তেজনা,
হু-হু করে বওয়া হাওয়ায়
তারই উদ্দাম উদ্বেগ।

শুধু বসেছিলাম পাশাপাশি,
হাত তো ধরিনি, বলিনিও কিছু।
কিই-বা বলবো সমুদ্রের চেয়ে ভালো করে !
উদ্দাম হাওয়াতেই ছিলো আমার আলিঙ্গন ;
ছুঁইনি তাই।

মনে কি পড়ে,
হঠাৎ নৌকোটা উঠেছিলো দুলে,
বুঝি হাওয়ায় বালি সরে গিয়ে
কাঠের ঠেকো একটু নড়ে ওঠে,
কিম্বা বুঝি সমুদ্রেরই ডাকে।
একটু শিউরে উঠেছিলে
হেসে উঠেছিলে তারপর ;
'যদি...'

একই প্রশ্ন বুঝি উঠেছিলো
দু'জনের চোখে ঝিলিক দিয়ে।
যদি নৌকো যায় ভেসে
চাঁদ ওঠার এই থমথমে প্রহরে
তরল রাত্রির মতো নীলা গলানো এই সমুদ্রে!
যদি নৌকা ভেসে যায় হঠাৎ
সম্ভবের এই কঠিন শাসন
কাঠের ঠেকোর মতো ঠেলে ফেলে!

তাকি কখনো যায়!
জানি, জানি এ যে নুলিয়াদের জেলে ডিঙি
শুধু মাছ ধরতেই জানে।

সে নৌকো থেকে নেমে এসেছি,
ফিরে এসেছি সেদিনকার সেই সমুদ্রতীর থেকে
বাঁধানো রাস্তার এই শহরে,
দেয়াল দেওয়া এই ঘরে।

তবু, জেনো সেনৌকো কেমন করে এসেছে সঙ্গে,
জেনো সে নৌকো চিরদিন থাকবে তৈরী
সম্ভবের তীর প্রান্তে
আশায় উদ্বেগে কম্পমান।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কোজাগরী

দীপ নিভে গেছে, নিভেছে রাতের তারা
 বসন্তসেনা একা বাতায়নে জাগে।
স্বপ্ন-মদির নগরের নিঃশ্বাস
 চাঁদের মতন পাণ্ডু কপোলে লাগে।

নগর ঘুমায়, চাঁদ ঢুলে পড়ে ঘুমে,
 বিনিদ্র জাগে একা বসন্তসেনা;
বিজন পথের পরে মেলি' দুটি চোখ,
 তারি তরে হায়, যে পথিক ফিরিবে না!

বাতায়নে আর আকাশে অস্ত চাঁদ
 নূতন দিনের শোনে বন্দনা-স্বর,
দিগন্ত বধূ যায় অনুরাগে রাঙা
 সেই বিজয়ীর পথ পাশে পাণ্ডুর।

"রেখেছিনু ফুল—সে ফুল শুকায়ে গেছে,
 আলো জ্বেলেছিনু—সে আলো হয়েছে ম্লান।
আমি একা জাগি তারকার চেয়ে ধ্রুব
 আমি একা জাগি—খদ্যোতিকার প্রাণ!"

"পথের বিপনি, দেউল হয়েছে কবে
 হে পথিক তুমি পেলেনা বারতা তার,
তোমার আকাশে আলোকের সমারোহে
 মিশে থাক তবু দ্যুতি এক তারকার।"

"নিশীথ-কুসুম ঝ'রে গেছে মোর আগে
 তিমিরে অলীক স্বপন দেখেছে সে ও।
তবু দিন-শেষে যদি কভু আসে রাত
 বারেক একটি তারকার পানে চেও।"

প্রসন্নময়ী দেবী

আবাহন

গৃহে এস, জীবনের আনন্দ-আলোক।
নিত্য সমিলন হাসি
বরষি তামস রাশি
দূর কর বিরহের, চির-প্রাণাধার!
তোমার দূরতা ক্ষণে সহেনা আমার।

প্রতিভার পূর্ণভাতি, স্নেহ ঘনীভূত,
তব প্রতিবিম্বে বাঁচি
তোমাতে ডুবিয়া আছি,
তোমারি শরীরি ছায়া আমি, এ অন্তরে
হৃদয়-বল্লভ এসো চিরদিন তরে;

তব দরশন রাজ্যে অমানিশা নাই,
প্রণয়ের সুষমায়
অবিরাম দীপ্তি পায়
বিমুক্ত স্মৃতির কক্ষ, স্নেহের কিরণে
সঞ্জীবনী প্রাণসুধা বরষি জীবনে।

প্রতি পদার্পণে তব বসন্ত বিকাশ,
ফুটে ফুল পরিমলে
হিয়া-বন-ভূমিতলে
তোমার সঙ্গীত ভরা স্বর-পরশনে
ঘুমন্ত হৃদয়-তন্ত্রী বাজে কলস্বনে।

মানস-বিহগ মম সে কণ্ঠ শুনিয়া
চিন্তায় জাগিয়া উঠে,
সে গীত লহরে ছুটে
গায় প্রেম-মন্দাকিনী মাধুরী সঞ্চারে
রঞ্জিত আশার মোহ খেলে চারিধারে।

প্রাণের মিলন দেশে, কল্পনা-প্রবাহে
ভাবের কোমল কায়
সুখ-শিশু শোভা পায়
হৃদয়ের হৃদয়েতে, শুধু দরশনে
নূতন জীবন স্রোত বাড়ে প্রতিক্ষণে

প্রেমের কাহিনীময় প্রতি দরশন,
সে দর্শন ইতিহাসে
অপূর্ব কবিত্ব ভাষে,
অপার্থিব সম্মিলন, প্রীতি-সম্ভাষণে
চিত্রিত বাসনা স্বর্গ দেখায় জীবনে।

প্লাবিত সুখের সহ যাই হারাইয়া
শুনি পদ-ধ্বনি তব
দূরে বিকম্পিত সব
আজিও নয়নে মম, হিয়ায় হিয়ায়
মিলনের ঐক্যতান বরষিয়া যায়।

ভুলে যাই বরষের আঁধার রজনী,
শশী-শূন্য প্রতিযামে
সূর্য্যহীন দিনে নামে
অঝোরে যে অশ্রুনীর তব দূরতায়,
দরশনে মুগ্ধ হিয়া, কিছু নাহি চায়!

গৃহে এস জীবনের পার্থিব ঈশ্বর,
প্রাণ পুষ্পে আমরণ
পূজিব হে অনুখণ,
আবাহন করি, এস হৃদয় মন্দিরে ;
বিরাজো প্রেমের প্রাণ প্রতিচ্ছবি ঘিরে !

প্রিয়ম্বদা দেবী

খেলা

প্রেম যদি খেলা হতো ভালো হতো তবে,
এ জীবন কেটে যেত নিশ্চিন্তে নীরবে
শুধু কল্পনার সুখে ! দূরে গেলে তুমি,
সংসার হ'তনা মনে শূন্য মরুভূমি,
ব্যাকুল হ'তনা প্রাণ সদা আশঙ্কায়,
সমান মধুর হত মিলন, বিদায় !

প্রেম যদি বসন্তের বায়ুর মতন
হৃদণ্ড কাঁপায়ে যেত মোর পুষ্পবন,
বুঝিতে না পারিতাম চঞ্চল উচ্ছ্বাস
হাসি দিয়ে গেল, কিম্বা দিল দীর্ঘশ্বাস !
কম্পমান ক্ষণিকের মর্মর গাথায়
সমান মধুর হ'ত মিলন বিদায়।

ফাল্গুনী রায়

সোনার ঝরণা তলে

এই খানে এই সোনার ঝরণা তলে
তুমি আর আমি গান গাব বসে,
সামনে সবুজ শ্যামল আলোরা ঝলে,
নরম শিশির ঝাউ ঝাড়ে পড়ে খসে।

পাইনের বনে জোনাকি জ্বলছে দেখি
হিমেল হাওয়ারা ঘুমের কাননে বয়,
হাজার তারারা গহিনে নেমেচে—একি
মাতাল জলের মাতামাতি তাই হয়।

সুর তাল রেখে স-লীল সলিল সাথে
গান গাবো মোরা আননের পানে চেয়ে,
ঝিমিয়ে পড়বে ঝরণার পরী রাতে
রঙিন মিহিন সুরের ধারায় নেয়ে।

জলের তলের মাছের পিছল চোখে
আবেশ ঘনাবে সে সুর মূর্ছনায়—
ক্ষণে ক্ষণে ভাবে : এ সুর বাজায় ও কে ?
গহন মৌন তন্দ্রায় মূরছায়।

রেশমীর রাখী ঝুলিয়ে রূপোলী হাতে
শরীরে শরীরে শিহরণ বয়ে যাবে—
নিঝুম নীরব নিরালা নীলাভ রাতে
নিথর নিতল ঝরনাও গান গাবে।

বন্দে আলি মিয়া

তোমারে পাই জ্যোৎস্না রাতের
অলস ঘুম মাঝে,
আমার বাঁশী তোমার হাতে
গভীর সুরে বাজে।
নিখিল ব্যাপী চাহিয়া থাকে
কাজল তব আঁখি
নিজেরে খুঁজি হারাই দিশা
মনেরে হানি ফাঁকি,
উষসী তব সিঁদুর পরে
বলাকা সারি মালিকা গড়ে,
তোমারে যেই ধরিতে চাই—
অমনি পাই না যে।

তোমারে পাই শরৎ প্রাতে
শিশির-ছেঁচা ফুলে
নৃত্য তব উছলি উঠে
নদীর কূলে কূলে।
কখনো দেখি বাহিয়া যাও
মেঘের তরীখানি
পাতায় ফুলে দেখেছি কভু
লিখিতে তব বাণী
সাগর তালে বাজাও বীণা
মনেতে জানি এ-সুর চিনা
কখনো তাহা গুঞ্জরেছি
কখনো গেছি ভুলে।

ফাগুন দিনে মাধবী রাতে
যে-ছবি তব জাগে
চমকি দেখে—শিহরি উঠি
পুলক বুকে লাগে—
অশোক শাখে মুছেছো তব
চরণ রাঙা লেখা
আমের নব মঞ্জরীতে
কখনো দেছ দেখা।
শিমূল শাখে আবির খেলি
অঙ্গে ধরি পলাশ চেলী
বধূর বেশে কভু বা এলে
জীবন পুরোভাগে।

নয়নে তব যে-ভাষা ফোটে—
বুঝিতে পারি তায়—
সঁপিয়া দাও রিক্ত করি—
সকল আপনায়,
কাঁপিছে প্রিয়া যে-গানখানি
তরুণ তব মনে
আমার বুকে তাহার রঙ
লেগেছে অকারণে।
তোমারে পাই সুদূর হ'তে
আগুন-ভরা যে-সুর পথে
সেথায় মোরা রচেছি গেহ
গোপন নিরালায়।

ঝড়ের সাথে এলায়ে কেশ
এসেছ বিরহিনী
তোমারে দেখে জেগেচে মনে
চিনি গো যেন চিনি ;

বরষা রাতে চোখের জলে
হেসেছ’ পলাতকা
চখিরে দেখে যেমন করি
হেসেছে ভীরু চখা।
পেয়েছি তোমা জীবন ভরে
নানান্ রূপে পলক তরে
কথনো হারি খেলার ছলে
কখনো যেন জিনি।

বরদাচরণ মিত্র

সুমন্ত্রণা

গুঞ্জরিছে অলি মঞ্জরীর কাণে,—
“ফোট্‌না, অফুট বকুল-নারী,
জুড়া সুধা দিয়ে এ বিধুর প্রাণে,
আর না বেদন সহিতে পারি ;
মলয়-অনিল ওই বহে যায়,
কুহরে কোকিল চূতের শাখায়,
প্রকৃতি লো আজি
ফুলদলে সাজি
গেঁথেছে মাথায় যূথিকা-সার।”

সুরভি বিষাদে নিঃশ্বসিল কলি,—
“এ সারা জীবনে ফুটিব না অলি,
যৌবন অফুট
রাখিব অটুট,
ফুটিলে পাপ্‌ড়ি ঝরিবে তারি।”

বলে অলি,—"দাও, নাহি দাও, মোরে,
শুকাইবে মধু, দল যাবে ঝ'রে,
কি ফল জীবনে,
বিফল যৌবনে ?—
কেবল কলিকা-জনম সার-ই।"

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবাহন

অমনি এস গো তুমি হৃদয় নন্দনে
বিগলিত নীলাম্বরে' স্নানার্দ্র বসনে।
নাহি কোন লাজ হেথা, নাহি কোন ভয়,
এ আমার অন্তরের নিভৃত নিলয় !
হেথা তুমি রাণী শুধু নিজ মহিমায়,
নহ কেহ' বাহিরের বসন ভূষায়।
বাহুপাশে বাঁধা রবে কনক বন্ধনে
দু'টি প্রাণ দু'জনার ঘন আলিঙ্গনে।
বহিয়া আসিবে ওই বক্ষতল হ'তে
আতপ্ত যৌবন তব তপ্ত স্বর্ণ স্রোতে
এই বক্ষ মাঝে, এই হৃদয়ের' পরে,
উছসি' উঠিবে হিয়া নবরাগ ভরে।
এস তবে, অয়ি প্রিয়ে, অয়ি অবন্ধনে,
লাজ ভয় ত্যজ আসি' মর্ম নিকেতনে।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবেদন

লও মোরে সখা বাঁধিয়া
তোমাতে আমাতে করি অভিন্ন
দোঁহার জীবন গাঁথিয়া !
করিও এ প্রাণ খেলনা তোমার,
কাজের না হোক্ হবে খেলিবার ;
খেলার সময় হেলায় কখনো
দিও চুম্বন সাধিয়া—
তাহ'লেও মোর খেলার জন্ম
সার্থকে যাবে কাটিয়া।

লও মোরে সখা তুলিয়া—
শতেক গন্ধ কুসুম চয়নে
আমার এ ফুল ভুলিয়া।
সৌরভ নাই এই অপরাধে
চলিয়া যাবে কি দলিয়া অবাধে ?
না হয় তুলিয়া দিও গো ফেলিয়া—
যাবে মম কারা খুলিয়া ;
তোমার পরশে লভিব মরণ
তব পদ-রেণু চুমিয়া।

লও মোরে দয়া করিয়া
তোমার চরণে হেম মঞ্জীরে
কঙ্কর রূপে ভরিয়া !
বাজিব নিত্য শিঞ্জন-তালে
পড়িব মনে ত' তবু কোনো কালে ;
ঝঙ্কার মম বেড়িয়া তোমারে
ধ্বনিবে রহিয়া রহিয়া ;
ধন্য হইব সঙ্গীত রূপে
তোমার চরণ লভিয়া।

লও মোরে সখা চাহিয়া—
আমার 'আমারে' তব দিঠি তলে
একবার শুধু ডাকিয়া !
সব কল্পনা হো'ক্ অবসান,
আমার এ আমি পা'ক্ নব প্রাণ
জীবন মরণ জনম সাধন
দিব গো সাধিয়া সাধিয়া,
তব গৌরবে লীন হ'য়ে আমি
রিক্ত হইব মাগিয়া !

Et tu-Brute ?

বাণী রায়

নাম ধ'রে ডেকেছিলে ;
বসন্ত-প্রভাতে ফুলের মালঞ্চতলে কবে অকস্মাৎ
নাম ধ'রে ডেকেছিলে আমারে তুমিও।
সাগর সিকতা বক্ষে ভাঙে কত ঢেউ,
ফেনচিহ্ন প'ড়ে থাকে শুধু বালি-বুকে,
কিছুক্ষণ প'ড়ে থাকে।
নূতন জোয়ার ভাসায় সে চিহ্নগুলি নীরবে সহজে

জানি তুমি চিনেছিলে।
বহুকামী মন দেখেছিলে আঁখি মেলি পরম কৌতুকে।
ভেবেছিলে খেলা এই,
ভেবেছিলে তুমি, কিশোরীর লীলাখেলা ঘুচিবে একদা।
তোমরা করেছ ভুল।

তর্কশাস্ত্র প'ড়ে চেনা যায় নারী-হিয়া ? বলো দার্শনিক !
বলো তুমি অকপটে—পারনি বুঝিতে,
ভেবেছিলে লৌহ—মাটি—চিত্তের স্বরূপ।
লৌহ সে কঠিন অতি,
দারুণ আঘাতে ভাঙিয়া গড়িতে হয়,
মাটি-জল দিয়ে
গড়া যায় সব কিছু।
জলে কি কখনো
স্থায়ী মূর্তি গড়া চলে ?—বলো দার্শনিক !
ফুল ফোটে চিত্ত বনে।
মুঞ্জরিয়া তনু ধরে কত ফুল-শোভা যৌবনের বরে।
পাশে থেকে আচম্বিতে চোখে লাগে ঘোর,
নেশা জাগে রক্ত-মাঝে, ডাকো নাম ধ'রে !

কতদিন কত কথা,
কত বিশ্লেষণে বুঝিয়া লয়েছ তুমি অদ্ভুত এ মন।
তবু সবি ভুলে গিয়ে—তবু অকস্মাৎ—
নাম ধরে ডেকেছিলে, হে বন্ধু ! তুমিও ?

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

ছাড়াছাড়ি

তুমি একদেশে আছ, আপন ভাবনা ল'য়ে,
আমি আছি একদেশে উদাস হিয়ায় ;
তবু বুঝি দুটি প্রাণে এক সুরে বাঁধা গান
দিবানিশি ভেসে উঠে ধীরে ব'য়ে যায় !

আমিত চাহিনা সখি থাকিতে তোমার কাছে,
আমিত আকুল নহি দেখিতে তোমায় !
তবে কি বাসিনা ভালো, তবে কি ভুলিয়া আছি,
লজ্জানত হাস্যমুখী প্রেম-প্রতিমায় ?

আমি যে গো হৃদিমূলে মানসী প্রতিমাখানি
বসায়েছি চুপে চুপে—পূজিতে প্রয়াসী,
সে প্রতিমা ধ্যান করি এ সারা নিখিলময়
তোমারি বিকাশ দেখি প্রেমনীরে ভাসি ।

তুমিত জাননা সখি, কি গভীর কি মহান্
স্মৃতি ল'য়ে জীবনের উদার উল্লাস ;—
তাই এই ছাড়াছাড়ি—ও কোমলবুকে বাজে,
তাই মোরে দেখিবারে হেন অভিলাষ !

একই আকাশের তলে, একই ধরণীর কোলে
দুটীতে তো আজনম আছি গো বসিয়া,
একই চাঁদ নীলাকাশে, যামিনীতে যায় আসে,
তুমি দেখ, আমি দেখি, পুলকে চাহিয়া—

প্রভাত-অরুণ-কর পরশি তোমার কায়া
সর্বাঙ্গে আমার পুন গড়েগো লুটিয়া,
সমীরণ চুরি করি হৃদয় স্পন্দন তব,
আমার পরাণে আনি দেয় তা' ঢালিয়া।

এত ছোঁয়া-ছুঁয়ি, তবু, তুমি বল ছাড়া-ছাড়ি!
কাছে থেকে দূরে ভাবা—এ রীতি কেমন!
আমি জানি, ছাড়াছাড়ি কখনো হবেনা সখি,
তুমি—আমি—গাঁথা রব জনম জনম!

'ছাড়াছাড়ি মিছে কথা, বুঝিবা ভাষার ভুল,
'কাছাকাছি'—চির সত্য, অনন্ত অমর;
শরীরের উপাদান ধূলায় মিশিয়া রবে—
প্রাণে-প্রাণ উর্ধ্বদেশে—যুগযুগান্তর।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

জাগরণ

পাপড়ি আমার ঘুমিয়ে ছিলো, ঘুমিয়ে ছিলো বুকে,
ঘুমিয়েছিলো আধেক বুজা, আধেক ফোটা দুখে।
এমন সময় তুমি এলে, ছুঁইয়ে দিলে কর,
কুমারী মোর তনুলতা কাঁপলো থর থর।
চোখে আমার ভাষা এলো, মৌনী হলো মুখ,
ঠোঁটে যেন কিসের মধু, হৃদয়তলে সুখ।
কোথা হতে দখিন হাওয়া এলো মাতাল হয়ে ;
ভোরের আলোর কানে কানে কি কথা যায় কয়ে ?
আকাশেতে জন্ম নিলো নতুন কোন তারা ?
সেই আলোতে মরুভূতে এলো নদীর ধারা ?
মৌমাছিদের কানে বুঝি গেল মধুর বাণী,
বনে বনে আমায় নিয়ে একি কানাকানি।

কেন তুমি ভাঙালে ঘুম, ছুঁইয়ে দিলে কর ?
কুমারী মোর তনুলতা কাঁপলো থর থর।
একে একে পাপড়িগুলি খুলে দিল দল,
এই যে গোপন পরিমলে চোখের যত জল।
রক্ত আমার মধু হয়ে নামে হৃদয়তলে,
অশ্রু যেন শিশির হয়ে মুক্তাসম জ্বলে।
পাপড়ি আমার ঘুমিয়েছিল, স্বপ্নে ছিল কার ?
সেই স্বপনের দেশে তুমি খুলে দিলে দ্বার।
এখন হতে লজ্জা এলো, এলো আমার ভয়,
আড়ালে তাই লুকোতে চাই সকল পরিচয়।
কেন তুমি এই জীবনে আনলে নতুন বাণী ?
দাওনা আবার চোখে আমার ঘুমের মায়া টানি।

তোমায় নিয়ে কি হবে মোর, সুখের আছে কিবা ?
আমি যেন শিশির রাতি, তুমি নতুন দিবা !
রক্তবরণ আলো তোমার বহু দূরের গতি,
দিগ্বিজয়ের অশ্বে চড়ি চলছো দ্রুত অতি !
হঠাৎ তুমি যেতে যেতে বাড়িয়ে দিলে কর
কুমারী মোর তনুলতা কাঁপলো থর থর।
কখন ফোটা সাঙ্গো হলো, ফুরিয়ে গেল গান,
শুরু হলো দিগন্তরে তোমার অভিযান।
যেই আলোতে ফুটে উঠে বিলাই পরিমল,
দগ্ধ তারি খর তাপে ঝরিল মোর দল।
আবার বুঝি ঘুম এলো মোর, বুজিল মোর চোখ।
আমার জীবন জয়ের মাঝে তোমারি জয় হোক !!

বিভা সরকার

স্বাগতম্

হৃদয় মাধুরী দিয়ে রচেছি বাসর,
এস বধূ, এ তোমার আপনারি ঘর,
এর প্রতি ধূলিকণা লও তুমি চিনে ;
রেখো এরে পূর্ণ করি সুদিনে দুদিনে।
একান্ত নিভৃতে জাগা প্রথম প্রণয়
পরম অমৃতভরা, সামান্য এ নয় !
সমস্ত মহিমা মোর সকল প্রত্যাশা
পাবে তার প্রতিদান, জাগে এই আশা
পুলকে কম্পিত করি মোর ভীরু হিয়া
উদ্ভাসিয়া প্রাণ লোকে এস তুমি প্রিয়া,
এস বধূ ! ধীরে ধীরে নূপুর গুঞ্জরি
অন্তর নিকুঞ্জে মোর ফোটায়ে মঞ্জরী।

প্রেমের প্রদীপ জ্বালি একান্তে নিভৃতে
অয়ি মোর সুলোচনা, জাগো তুমি চিতে।
নিজ হাতে আনো গাঁথি বরমাল্যখানি
পরম রতন সে যে ধন্য বলে মানি,
আগ্রহে পরিব গলে দু'বাহু বাড়ায়ে
কম্পিত ও কর হ'তে। রহিবে দাঁড়ায়ে
লাজে অবনত মুখী অয়ি মোর প্রিয়া
এস এ বাসরে আজ জয়মাল্য নিয়া;

হৃদয় নিকুঞ্জ যেন কুসুমিয়া ওঠে
জীবণ মরণ মোহ তব পিছু ছোটে।
বেঁধো মোরে প্রীতি ডোরে নিবিড় বন্ধনে
মোর রচা এ বাসরে একান্ত গোপনে।
যা ছিল সুন্দর মোর কবিতা-কল্পনা
এ গৃহের ধূলিতলে রচেছে আলপনা।
এস তুমি সেই পথে, এস মোর প্রিয়া
ও ভীরু কম্পিত করে বরমাল্য নিয়া।
ধন্য করো পূজা মোর, ধন্য এ বাসর—
আশায় শ্রদ্ধায় গড়া এ তোমারই ঘর।
করিওনা দ্বিধা কিছু, করিওনা ভয়,
বাঞ্ছিত এ গৃহ মোর যেন তব হয়।
আপনারে রিক্ত করি এ আমার প্রাণ
প্রতীক্ষায় আছে প্রিয়া, নহে প্রতিদান।
শুধু এই টুকু চায়, তুমি এরে নিলে—
সর্ব দ্বিধা দূরে ফেলিচিত্ত-দীপ জ্বেলে!

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ক্রন্দসী

তোমার পাণ্ডুর মুখে রক্তশূন্য মরণ-যাতনা,
তোমার রক্তিম বুকে শব্দহীন বহে ফল্গুনদী,
জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত
সূর্যালোকে মূর্ছাগত,
প্রকাণ্ড বিস্ময় ভরা প্রেম তব বহে নিরবধি!

আমার বুকের চির-বিষণ্ণ প্রশ্নের মত তুমি
ঘুম কেড়ে নিয়ে জাগায়ে রেখেছ রচিয়া স্বপ্নভূমি!

চিতাশয্যা বিরচিয়া স্বপ্নরাজ্যে হে মহিমময়ী,
অভিসার পথে টানি দুর্যোগের ঘন যবনিকা,
অঙ্গের উত্তাপ তব,
এ কী তীব্র অভিনব!
জ্বেলেছ আমার বক্ষে অচঞ্চল বিদ্যুতের শিখা!

সেইতো তোমার প্রেমের মহিমা জীবনের পথে পথে
রাত হতে দিন, দিন হতে রাত, যুগ যুগান্ত হতে!

অভিশপ্ত আত্মা তব স্বর্গ হতে অগ্নিশিখা হরি,'
নিখিল কবির মনে জ্বালায়েছে দীপ্ত হোমানল,
প্রেম-বিহঙ্গমী উড়ে,
স্বর্ণমেঘ—সৌধ চূড়ে,
হিরণ্যপক্ষের ছায়ে জ্বলে লক্ষ স্বপ্নের কমল!

অভিসার তব অলকাপুরীর অলকানন্দা তীরে,
ঝঞ্ঝা ছিন্ন মেঘ রেখা সম নভসীমান্ত ঘিরে।

বিদ্যুৎ সারথি তব, রথচক্রে বজ্র কেঁদে মরে,
ঘুমাও সুদীর্ঘ রাত্রি মৌনঝড় তুলিয়া নিশ্বাসে ;
সমুদ্র, প্রেমিক মন
ডাকে তোমা' সারাক্ষণ,
হে সুপর্ণা, মেঘকন্যা, তব প্রেমে বিপুল উচ্ছ্বাসে !

উদয়ের পথে উল্কাচক্ষু মেলিয়া তপন কাঁদে,
রশ্মিতে শত স্বর্ণভ্রমর তোমারি রাগিণী সাধে !

বিশাল সৃষ্টির বুকে তুমি এক সৃষ্টিছাড়া মেয়ে
কি যে তুমি চাও প্রিয়ে, দাও নাই কোনো সদুত্তর,
রূপের রোমাঞ্চ জাগে
আত্মঘাতী অনুরাগে,
ওগো বিদ্রোহিনী তব মুখপানে চেয়ে নিরন্তর।

হে বনবিহগী, এ কি বনমায়া দিয়াছ আমার মনে ?
উদাসীন বুকে দিন কাটে মোর কারণে ও অকারণে !

দুঃখের প্রচণ্ড সুর বৈশ্বানরী দীপক রাগিণী
অদ্ভুত বীণায় তব শব্দহীন বাজে অন্ধকারে
আঘাতের উন্মাদনা
মর্মে মোর হে উন্মনা,
জাগ্রত করেছ তুমি মহাকাব্য ছন্দের ঝংকারে।

তোমার হংস শ্বেতপাখা মেলি' হে প্রিয়ে কাব্যময়ী,
চির-অতৃপ্ত আত্মারে মোর করেছ মৃত্যুঞ্জয়ী !

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যুগ্ম

কি জানি কেমনে পূর্ণতা পায় কিসে
আশ্লেষ-তলে রেখায়িত বন্ধন!
তোমার দৃষ্টি আমার দৃষ্টি মিশে,
একটি পাত্র হয়ে ওঠে দুটি মন।

পরস্পরের চোখে দেখি ঘন কালো
মাঝের পৃথিবী হারায় অবধি ক্ষীণ।
তোমার রাত্রি তুলে ধরে মোর আলো
তোমারি আসায় লুকায় আমার দিন।

স্বপ্ন-সত্তা স্বতন্ত্র ঘুম-ঘোরে
একই স্রোতে বয়। প্রতি তরঙ্গ চলে,
দূরের ঢেউকে ভেঙে-চুরে দিয়ে জোরে,
আমাদের মুখ আমাদেরই ঠোঁটে গলে।

এত যে শব্দ, থেমে যায়—সব কথা
যত বলা আর ইচ্ছা কুলুপে আঁটা।
সেতু বেঁধে দেয় দৃষ্টির নীরবতা
চুড়ো বেঁধে ওঠে দুধারে পাথর কাঁটা।

তোমার তালুতে আমার রসনাধার
খস্‌খসে তানে খোঁজে স্বর-শৃঙ্গার॥

বিষ্ণু দে

প্রজ্ঞা পারমিতা তারে করে আশীর্বাদ

পাণ্ডু মুখে তার
সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা ঐশ্বর্যের প্রদীপ্তি ছড়ায়
স্পর্শ ধন্যতায়।
মুখ খানি তার
দিশাহারা অস্তরাগ, থমকিয়া গোলাপের বনে
রহিছে চাহিয়া
মুক্তপক্ষ নভচারী উৎক্রোশের দিকে।

বলিলাম পল্লব মর্মরে
তোমার নয়নে লিলি, পর্বতের সরোবর
পেয়েছে ব্যঞ্জনা
নিথর প্রশান্ত স্থির স্বচ্ছ ও অতল

মৃদুস্বরে বলি,
তোমার কথায়, লিলি, দেয়ালি মক্ষীরা
প্রেমের গুঞ্জনে শত হৃদয় আলোয় মোর ঘোরে বর্ষকাল,
এফেমেরা কথা তব তুমি ভুলে যাও
চিত্তে মোর ঘোরে তারা রূপে রূপে নক্ষত্র সভায়।

বাহুটি জড়ায়ে তারে বলি,
তোমার চিত্তের লিলি, চামেলি সৌরভে
যে মায়া ছড়ায় চেতনায়
সে মায়ায় উঠিছে ফুটিয়া
পৃথিবীর পরম আশ্বাস?

বাহুটি শিথিল রাখি, কণ্ঠে মোর স্তব্ধ রহে বসি'
জীবনের প্রচ্ছন্ন প্রজ্ঞায়।
আগামী রাত্রির ছায়া বাঁধে নীড় শান্ত অপরূপ
অনন্ত সে পাণ্ডু মুখে তার।

বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হলাহল মধু

জানি আমি জানি,
অমৃত গরল মোর প্রাণ-পাত্র খানি
তোমারই সেবায় লাগে,
পানমত্ত মদালস নয়নের রাগে
বিধুর মিলন-তৃষ্ণা আকুলিয়া উঠে,
যবে তপ্ত তব ওই রক্ত ওষ্ঠ পুটে।

জানি গো বিজন রাতে নিঃশব্দে নীরবে
কাছে আসো যবে
ধ্যানমগ্ন গগনের তলে, তন্দ্রালস তারকার
স্তিমিত দ্যুতির নদী করি পারাপার
ছিন্ন মেঘ তরণীর পরে
জানি তব সারা হিয়া ভরে
অনল বেদনা জাগে আকুল অধীর
পান করিবারে মোর গরল মদির।

রাজবেশে বীরের মতন—
প্রখর মধ্যাহ্ন বেলা উদগ্র তপন

শিরে লয়ে মুকুট সমান,
কাছে আসো যবে
দেখিতে পাইনা চোখে,
তবু বুঝি জয়োৎসবে
আসিয়াছ প্রেয়সীর কাছে
কোষ-মুক্ত অসি লয়ে হাতে,
নিখিলের সমগ্র পিপাসা দুটি আঁখি পাতে—
ঝলকিয়া বিজলীর মতো
বিধুর বিহ্বল মত্ত উতলা পরাণ
হলাহল মধু মোর করিবারে পান।

কর পান, করো তবে পান
ভোগ লিপ্ত হে মহা তাপস
কর পান জীবনের যাহা কিছু আছে,
এই প্রাণ রস
সুধা বিষে মিশ্রিত মধুর
তুলে ধরো তৃষাতুর মুখে,
যাহা কিছু উচ্ছ্বসিয়া, তরঙ্গিয়া, কল্লোলিয়া
ওঠে এই বুকে—
একটি মুহূর্তে তুমি করে লও পান
বিষাক্ত এ-মোর মধু অমৃত সমান।

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

বিরহি-মাধব

হে সুন্দর, চিরানন্দ, হে নন্দ-নন্দন
তোমারে বাঁধিতে ছন্দে চাহে মোর মন।
বন্দী তুমি যশোমতী-বাৎসল্য-বন্ধনে,
বন্দী শ্রীরাধার কুঞ্জে মঞ্জু বৃন্দাবনে,
বঙ্গের অঙ্গনে বন্দী হেম অঙ্গ-লীন,
বন্দী তুমি ভক্ত-চিত্তে চির-প্রেমাধীন।

কোথা পাব সে দুর্লভ স্নেহ-ভালোবাসা ?
সামান্য মানুষে লয়ে মোর কাঁদা-হাসা।
ধরণীর খেলাঘরে ধূলিতলে থাকি
মানবের মর-প্রেম বক্ষোমাঝে রাখি।
জানি এরে দুঃখপূর্ণ, জানি এরে মায়া,
তবু জানি প্রেমময় এ তোমারি ছায়া।
তোমারি ছায়ায় উঠে যে কাব্য গড়িয়া
এস তুমি তার মাঝে মূরতি ধরিয়া।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পিকাসোর জন্য

এই এক ছবি দেখি, দিন রাত দুর্বোধ্য আয়নায়
বিকেলের মতো এক ক্লান্ত নারী রহস্য বিতরে ;
কিম্বা আমাদের মন আছে কিনা, অস্ফুট বার্তায়
প্রশ্ন শুনি যেন ; কিম্বা যতোটুকু এ হৃদয়ে ধরে
ততটুকু নিতে গিয়ে দেখি ছবি অগাধ গভীর
কোথায় যে নিয়ে যায় ?   তারপর সকলি নিবিড়

চেতনা, চেতনা শুধু! এক ছবি বহু ছবি হয়
তখন কি? তখনো কি নিরুত্তর কিছু প্রশ্ন থাকে?
পৃথিবীর সব নিয়ে, তবু যেন সব পাওয়া নয়
এমনি অভাব?...যারা আয়নায় ক্লান্ত মুখ রাখে
তারা তো একটি মেয়ে; তবু তারা কেমন ছড়ায়
সর্বত্র; সর্বত্র তারা অব্যর্থ অস্বস্তি রেখে যায়

চিলে ঘরে, রাস্তায়, এভেন্যুয়ে, উদ্বাস্তু মিছিলে,
অথবা প্রথম প্রেম-গুঞ্জনে কি বিবাহ সভায়!

বুদ্ধদেব বসু

উৎসর্গ

তারি তরে রচি মোর গান ;—
যে-জন এসেছে কাছে ভালোবেসে ; হাতে হাত ছুঁয়ে,
স্পর্শের তরঙ্গ দিয়ে দেহ তট গেছে মোর ধুয়ে ;
যাহার কেশের গন্ধে মোর মালঞ্চের ফুল হয়েছে সুরভি,
যার আঁখি-কামনায় মনের গগনে মোর ফুটিয়াছে রবি,
আমার কেশের মেঘে যা'র রাঙা আঙুলের বিদ্যুৎ বল্লরী
পুলকিত শিহরণে বারম্বার গেছে খেলা করি'
যাহার শীতল অঙ্গ ঝরেছে আমার মুখে শিশিরের মত,
যেই চির পূর্ণিমায় আমার প্রাণের সিন্ধু উদ্বেলিয়া উঠিছে নিয়ত,
যে এসেছে কাছে, আর ভাল বাসিয়াছে মোর দেহ আর প্রাণ—
তারি তরে রচি মোর গান।

তারি তরে রচি মোর গান :—
আমার মুখের 'পরে মুখ রাখি'—দু' আঁখির প্রদীপ নিবায়ে
কয়েছে যে কত কথা! কোথায় হারায়েছে তা দক্ষিণের বায়ে!

'তুমি আসো নাই যতদিন,
আকাশে ছিলো না আলো, আঁখি ছিলো কাঙাল, মলিন।
তুমি না রহিলে পরে দিবা মোর অন্ধকার, রাত্রি মোর বৃথা,
আমার দেহের বহ্নি বিরচিবে আপনার মরণের চিতা।
তুমি না রহিলে পরে দিবা মোর সূর্যহীন, রাত্রি মোর
শশীতারা হীন ;
আকাশে কাটেনি কালো, আঁখিতে ফোটেনি আলো,
তুমি আসো নাই যতদিন।'
এ-কথা যে কহিয়াছে কাছে এসে
আর ভালো বাসিয়াছে হাতে হাত ছুঁয়ে,
নয়নের কামনায়, অধরের সুষমায় দেহ মোর গেছে ধুয়ে ধুয়ে ;
একবার ভালোবেসে অনায়াসে নিজেরে যে করিয়াছে দান—
তারি তরে রচি সব গান।

বুদ্ধদেব বসু

শাপভ্রষ্ট

যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে
বসে আছি আমি।
দগ্ধ স্বর্ণরেণুসম বালুকণারাশি
লুটায় চরণপ্রান্তে অকৃপণ বিপুল বৈভবে।
ঊর্ধ্বে মম রক্তিম আকাশ,
প্রভাত সূর্যের লজ্জা রঞ্জিত করেছে অরণ্যানী,
সদ্যনিদ্রাজাগরিত গগনের পাণ্ডুভাল 'পরে
বহ্নিশিখা করিছে অর্পণ—
কামনার বহ্নি সে যে স্বপনের সলজ্জ বিকাশ—
গোলাপের বর্ণে বর্ণে স্বপ্ন-সুধামাখা,
রক্তবর্ণ কামনায় আঁকা।

আমার অন্তর নিয়ে একাকী বসিয়া আছি আমি
উচ্ছ্বসিত যৌবনের প্রাণ-সিন্ধুতীরে।
সম্মুখে গরজে সিন্ধু বেদনার দুঃসহ পীড়নে,
লক্ষ লক্ষ লুব্ধ ওষ্ঠ মেলি'
চুম্বিয়া মুছিতে চাহে গগনের তরুণ রক্তিমা,
রিক্ত করি' দিতে চাহে ধরীত্রির তীর্থযাত্রী দলে
সহসা বন্যায়।
নিষ্ফল আক্রোশে তার ক্রুর জিহ্বা উদ্গারিছে বিষ,
তরঙ্গ-মথিত ফেণা রেখে যায় ধরণীর দেহে ;
গাঢ় কৃষ্ণ জলরাশি অস্বচ্ছ অতল
নিত্য নব অমঙ্গলে করে জন্মদান
গোপন জলধিগর্ভে।

অকল্যাণ বায়ুবহ্নি প্রাণের মন্দিরে
নির্বাপিত করি' দেয় পূজার প্রদীপ ;
ম্লানমুখে ঝরি' পড়ে কাননে অস্ফুট শেফালিকা
হিমস্পর্শে তার।

আমি শুষ্ক নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন,
আমি হিংস্র, দুরন্ত পাশব।
সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি মোর রুদ্ধদ্বার, অন্ধকার মন্দির প্রাঙ্গণ।
সুদূর কুসুমগন্ধে তার যাত্রা-বাঁশি বেজে ওঠে ;
দৈন্য-ভরা গৃহ মোর শূন্যতায় করে হাহাকার,
যৌবন আমার অভিশাপ !

অক্ষম, দুর্বল আমি, নিঃসম্বল নীলাম্বর-তলে,
ভঙ্গুর হৃদয়ে মম বিজড়িত সহস্র পঙ্গুতা—
জীবনের দীর্ঘপথে যাত্রা করেছিনু কোন্ স্বর্ণরেখা-দীপ্ত উষাকালে,
আজ তার নাহি ক' আভাষ

আজ আমি ক্লান্ত হ'য়ে পথপ্রান্তে বসে' আছি নীরব ব্যথায় শান্তমুখে:
ঝরে'-পড়া বকুলের গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিনে।

সেই মোর চিরন্তন গোধূলি-আঁধারে
যার সাথে দেখা—
যার সাথে সঙ্গোপনে প্রণয়গুঞ্জন,
যার স্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ের বেদনার মেঘে
চমকিয়া খেলে যায় হর্ষের বিজলী ;—
নেত্রের মুকুরে তার দেখেছি আপন প্রতিচ্ছবি—
দেখিয়াছি দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে আপনার ছায়া—
দেখিয়াছি কান্তি মম দেবতার মত অপরূপ
ভাস্করের মত জ্যোতির্ময়—
তখন বুঝেছি প্রাণে, আমি চিরন্তন পুণ্যচ্ছবি,
নিষ্কলংক রবি।
তখন বিষণ্ণ বায়ু নিঃশ্বসি' কহিয়া গেছে কাণে
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি !
নিকুঞ্জের সঙ্গী মোর হাসিয়া কহেছে সব কথা,
তুচ্ছতম বাণী তার রূপান্তর করেছে গ্রহণ,
বিহঙ্গের উদাসীন কলকণ্ঠ সাথে মিশি' আসি'
বেজেছে আমার বক্ষে দুরাশার মত—
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি !

ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গের 'পরে
গগনের স্নিগ্ধশান্ত আলোখানি বিচ্ছুরিত হ'য়ে যেন লাগে,
ফুটে ওঠে সোনার কমল
ক্ষণিক সৌরভে তার নিখিলেরে করিয়া বিহ্বল।
সেই পদ্মগন্ধখানি এনে দেয় মোর পরিচয়
পল্লব-সম্পুটে।

বিস্ময় বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি আমি লিখন তাহার—
'হে তরুণ, দস্যু নহ, পশু নহ, নহ তুচ্ছ কীট,
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি !'
শাপভ্রষ্ট দেব আমি !
আমার নয়ন তাই বন্দী যুগ বিহঙ্গের মত
দেহের বন্ধন ছিঁড়ি শূন্যতায় উড়ে যেতে চায়
আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা।

তাই মোর দুই কর্ণে অরণ্যের পল্লব-মর্মর
প্রেমগুঞ্জনের মত কি অমৃত ঢালে হিয়া-মাঝে
রবির গভীর স্নেহে শিশিরের সজল মায়ায়
শুষ্ক শাখে তাই ফোটে ফুল,
দক্ষিণ পবন তারে মৃদুহাস্যে আন্দোলিয়া যায়,
রাত্রির রাজ্ঞীর বেশে পূর্ণচন্দ্র কভু দেয় দেখা,
আঁধারের অশ্রুকণা তারার মণিকা হ'য়ে জ্বলে
ত্রিযামার জাগরণ তলে।
স্তব্ধ চিত্তে চেয়ে থাকি ; অন্তরের নিরুদ্ধ-বেদনা
সযত্নে সাজাই নিত্য কৃপণের সঞ্চয়ের মত
আনন্দের বিচিত্র শোভায়।
সুধায় নির্মিত মোর দেহ-সৌধখানি
ইন্দ্রিয় তাহার বাতায়ন—
মুক্ত করি' রাখি তারে আকাশের অকূল-আলোকে
অন্ধকার অন্তরালে অন্তরের মাঝে
বিনিঃশেষে করি যে গ্রহণ !

তাই আজি ভাবি মনে মনে—
পঙ্কের কলঙ্ক বারি উত্তরিয়া আছে মোর স্থান
পঙ্কজের শুভ্র অঙ্কে।
শেফালি-সৌরভ আমি, রাত্রির নিঃশ্বাস,

ভোরের ভৈরবী।
সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকের তুচ্ছ উৎপীড়ন
হাস্যমুখে উপেক্ষিয়া চলি।
যেথা যত বিপুল বেদনা,
যেথা যত আনন্দের মহান্ মহিমা—
আমার হৃদয়ে তার নব নব হয়েছে প্রকাশ!—
বকুলবীথির ছায়ে গোধূলীর অস্পষ্ট মায়ায়
অমাবস্যা পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত!
শাপভ্রষ্ট দেবশিশু আমি!

বেনোয়ারীলাল গোস্বামী

উপেক্ষিত

প্রাণে ছিল নবীন যৌবন,
প্রেম ছিল নন্দন কানন
পরিমলে ভরপুর—
হাস্য ছিল সুধাচুর—
অন্তহীন রহস্য ভবন—
কোথা আমি কোথা সে স্বপন?
দূরে নিরাশার গান,
বায়ুভরে বেপমান,
মর্মে উঠে প্রতিধ্বনি
মুহূর্তে প্রমাদ গণি,
অশ্রুসিক্ত যুগল নয়ান,
নাই—নাই। আমার সে নাই।
খুঁজেছি খুঁজেছি সব ঠাঁই।

অনন্তে গিয়াছে ভাসি
সেই কুন্দ-রূপরাশি—
এ আশায় পড়িয়াছে ছাই,
নাই, নাই, সে আমার নাই।
কাব্যে নাই, তাও খুঁজিয়াছি,
গানে নাই, তাও শুনিয়াছি,
নহি আমি উদাসীন,
স্বপনে হইয়া লীন,
অনন্তের মাঝে ডুবিয়াছি—
কত দিন তা'রে খুঁজিয়াছি।

*　　*　　*

কেন কাঁদি পেতে সুষমায়,
লয়েছে সে সুদীর্ঘ বিদায়!

ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

নিশি যায় যায়

এস বালা! ফুল-সাজে　　কুসুম কানন মাঝে,
নিশি যায়, যায়!
যমুনার শ্যাম কূলে　　দাঁড়ায়ে বকুল-মূলে
আছিল আশায় ভুলে' চাহিয়া তোমায়।
রজত-জ্যোছনা-রাশ　　অঙ্গে মাখি' ফুলবাস
ঢল ঢল নদী-বুকে সুখেতে ঘুমায়—
নিশি যায়, যায়!

নিশীথের সমীরণ　　করে মৃদু সঞ্চরণ
লতায়, পাতায়।

দূরে নীলাকাশে বসি জাগিছে প্রেমেরশশী
আসিছে কৌমুদী ভাসি' তামসী ধরায়।
কর-পরশনে তাঁর তমো-বাস বসুধার
খসিয়া পড়িছে ধীরে কে জানে কোথায়—
আয় বালা! ফুলবনে, নিশি যায়, যায়!

জাগিয়া আধেক রাতি আনন্দ-উৎসবে মাতি'
ছিল ফুলবন;
গোলাপ-রজনীগন্ধ- সুরভি-মদির-অন্ধ
লহরীর তালে তালে নাচি' সমীরণ,
জল-তরঙ্গের সুরে বাজাইতেছিল দূরে
যমুনার কূলে কূলে বাঁশরী কেমন।

এবে অবসন্ন-কায় ঢলিয়া পড়েছে হায়,
কুসুম ঘুমাতে চায় শিথিল-চেতন,
আকাশে শশীর চোখে, তরল জ্যোছনা-লোকে,
দিয়েছে ঘুমন্ত কর বুলায়ে স্বপন;
কেহ না জাগিয়া আছে, আয় বালা! আয় কাছে
নিশি বুঝি যায়, যায় ছাড়ি ফুলবন!

তুমি যবে আস হেথা দেখিতে আমায়,
ফুলবনে আকুলতা, চাহে তরু, হাসে লতা,
পাতায় পাতায় কথা, গাহে পাপিয়ায়;
পায় পায় ফোটে ফুল, তারা চুমে এলো চুল,
যমুনা-লহরী-কুল উজানেতে ধায়,
তুমি যবে এস মোরে দেখিতে হেথায়!

আয় বালা! ফুলবনে নিশি যায় যায়!
জলে কুমুদিনী-বালা, চন্দ্র তার বুকে ঢালা,—
কবে মোর ফুলমালা দুলিবে গলায়?

সহকার ছায়াময়   নদী বুকে মিশে রয়
  সুপ্ত আলিঙ্গনে বাঁধা মগ্ন জ্যোছনায়—
আমার এ মুক্ত বুকে   আয় বালা ! আয়, সুখে
  উভয়ে মিশিয়া যাই ছায়ায় ছায়ায়—
    নিশি যায় যায় !

মঙ্গলা চরণ চট্টোপাধ্যায়

কোনো মেয়ে কে

তোমাকে চিনি।
পাড়ার ছেলেরা যাদের চেনে, বলে, উনি-ইনি—
তুমি তাদের দলে নও।
(তুমি আমার-ও নও, কারুর-ই নও !)
তবুও সও
হঠাৎ কোনো পথ-চলতি লোকের
সবুজ চোখের
চাওয়া !
তোমার মনে কোনো হঠাৎ-হাওয়া
ছোঁয়াচ্ দিলো কি না,
জানি-ই না !

আসলে তোমাকে আমি জানি-ই না !
তবুও চিনি।
পাড়ার ছেলেরা যাদের চেনে, বলে, উনি-ইনি—
তুমি তাঁদের দলে নও।
(তুমি কারুর-ই নও, কিম্বা যারই হও)
কিছুই যায় আসেনা,
কারণ তুমি চেনা।
তোমাকে চিনি।

মনীশ ঘটক

রাতচরা পাখিরা

রাতচরা পাখিরা ঘরে ফিরছিলো
তখন তুমি ঘুমিয়ে ছিলে।
ধূসর অন্ধকারে পা টিপে' টিপে'
আলোর প্রথম উঁকি
পড়লো এসে তোমার ঠোঁটে।
কাঁপছিলো,
কাঁপছিলো তোমার ঠোঁট, পাণ্ডুর ঠোঁট।
কাঁপছিলো ভীরু ভীরু।
রাতচরা পাখিরা সব তখন ঘরে ফিরছিলো,
আর তুমি ঘুমিয়ে ছিলে।

সমুদ্র কি ঘুমোয় না?
সমুদ্র কেঁদেছে কাল সারারাত।
তার আর্তনাদ
হাহাকার করে ফিরে গেছে, কাল সারারাত
তোমার মুদিত চোখের পাতায় ঘা খেয়ে।
চোখের পাতার দুই পারে দুই সমুদ্র।
তোমার মুদিত চোখের পাতার তলায়
ক্ষুব্ধ কান্নার সমুদ্র স্তব্ধ হয়ে রইলো।

সমুদ্র যে ঘুমোয় না
সারাক্ষণ, সারারাত।
রাতচরা পাখিদের ডানার ঝাপট বাজতে থাকে
সারাক্ষণ, সারারাত।
ঢেউভাঙা ফেনার সাথে ঝরাপালকের খেলা,
সারাক্ষণ, সারারাত।

তবু রাত হোলো সারা, আর রাতচরা পাখিরা ফিরলো ঘরে,
তুমি রইলে ঘুমিয়ে।

ঘুমোয় না রজনী-গন্ধা।
জাগে, জাগে,
তোমার এলো মেলো চুলের জালে বাঁধা
একটি রজনী-গন্ধা জাগে।
তার গন্ধ,
সেথে রাত্রির অন্ধকার কে ভারাক্রান্ত করে
দিলো পাড়ি
সমুদ্রের অলীক ওপারে,
যখন রাতচরা পাখিরা সব ফিরলো ঘরে,
ঘুমিয়ে রইলে শুধু তুমি॥

মতি উল ইসলাম

শেষের কামনা

তোমার বুকে স্বর্গ আমার—
নয়ক' বহু দূর,
তোমার বুকের উষ্ণ পরশ
অনন্ত মধুর!
তোমার বুকের অগ্নি শিখায়
তোমার বুকের জ্যোতিলিখায়
দীপ্ত প্রেমাঙ্কুর;
মুক্তি মাগে বক্ষে তোমার
রুদ্ধ প্রাণের সুর।

তাই-তো করি এই মিনতি
মরব যেদিন প্রিয়,
তোমার বুকের উপত্যকায়
আমায় কবর দিও !

মণীন্দ্র রায়

শুধু এইটুকু

এ ঘরে দিনের আঙিনায় পোড়া বালু
পায়ে পায়ে যন্ত্রণা,
রাত্রির চোখে ধিকি ধিকি অঙ্গার
এ ঘরে কী সান্ত্বনা ?
সকাল সন্ধ্যা অশ্রুর উপহার ।

প্রিয়তমা, এই দুঃখের কাঁটা ঝোপে
রজনীগন্ধা নেই,
তবু তুমি ঘোরো ভাঙা বাগানের মাঠে
ফুলের সন্ধানেই ?
আশাহীন, তবু কী আশায় দিন কাটে !

সামনে তোমার দুর্ভিক্ষের ছায়া
বাড়ায় অন্নথালি,
প্রতি দিবসের স্বপ্নের অপঘাতে
প্রতিদিনই জোড়াতালি ;
তবু শাঁখ বাজে, আলো জ্বলে আঙিনাতে

কী কঠিন এই সাধনা তোমার মেয়ে !

শত শতাব্দী জুড়ে
যতোবার ভাঙে রাজধানী-প্রস্তর
লুটেরা অশ্বখুরে,
পোড়া গ্রামে যেন তুমিই তুলেছ ঘর।

জল তোলো তুমি আবার ইঁদারা থেকে
কাঠ খোঁজো জঙ্গলে,
কালবৈশাখী ছুঁড়ে দিলে বিভীষিকা
ঢেকে নাও অঞ্চলে
তোমার ঘরের কাঁপা প্রদীপের শিখা !

তোমাকে কী দেব ? তুমি যেন মৃত্তিকা
চির নব যৌবনা,
লাঙলের বিঁধ ঢেকে মাঠে মাঠে ঢালো
বাৎসল্যের সোনা !
শোণিতে তোমার সৃষ্টির রাঙা আলো।

বলি তাই, তুমি আমাকে রচনা কর !
গন্‌গনে ঐ আঁচে
পোড়াও, পেটাও অগ্নি হাতুড়ি ঠুকে
ঢালো জীবনের ছাঁচে।
রাতের স্বপ্ন ফোটাও দিনের বুকে ॥

মমতা ঘোষ

নবজন্ম

সকল বেদনা, গ্লানি পরাজয় সব
দুঃখের ছায়া নিমেষে গিয়েছে স'রে,
নবজন্মের চলেছে মহোৎসব,—
আপনারে তাই দেখি যে নতুন করে।
পুরাতন আমি আজিকে আমার কাছে
করুণ নয়নে সুচির বিদায় যাচে।

কত বিনিদ্র নিশীথের ঘুম ঘোর
আজিকে আমার দুচোখে জড়াতে চায়,
ছিন্ন হয়েছে কঠিন চিন্তা-ডোর—
ভাবনা মুক্ত হেরি আজ আপনায়।
দিবস রজনী তাইতো এ দেহ মন
বিশ্রাম সুখে আছে হ'য়ে নিমগন।

আপনার কাছে মাটি আজ মোরে টানে
আমারে যে জল সিক্ত করিতে চায়;
আলোক আজিকে আসিছে আমার পানে,
আমার লাগিয়া উতলা দখিনা বায়।
সুগভীর স্নেহে আকাশ মায়ের মত
আমার পানেতে চেয়ে থাকে অবিরত।

দেখার পুলকে বিভোর আমার মন,
বাণী শ্রবনের আনন্দ অন্তরে;
সব গন্ধের ঘ্রান লভি অনুখন
রস-আস্বাদ রসনা তৃপ্তি করে।
জীবন সুধায় পূর্ণ আজিকে আমি,
কোন্ দেবতার পুণ্য পরশ কামী।

এসে অন্তরে তুমি অন্তরতম,
আত্মায় এসে আত্মীয় মোর হ'লে ;
অন্তর মাঝে আত্মার মাঝে মম
পেয়েছি তোমায়, দূরত্ব গেল চলে।
তোমায় আমায় নাহি কোন ভেদাভেদ,
বিরহ নাহি যে—নাই তাই বিচ্ছেদ।

মানকুমারী বসু

দেবতা

আমরা এ মাটির মানব,
আমাদের ছাই মাটি আশা,
সে দেবতা, স্বরগে নিবাস
স্বরগীয় তার ভালবাসা !

বোঝে না সে, উষ্ণ-অশ্রুজলে
একটি হৃদয় ভেঙে পড়ে,
বোঝে না সে, একটু হতাশে
একটি-সমস্ত প্রাণ মরে !

মানে না সে, মানবের স্মৃতি
এ জনমে মুছিবার নয়,
জানে না সে, মানবের প্রীতি
চিরদিন অমর অক্ষয় !

বোঝে না এ দু'দিনের দেশে
মানব কেমনে আত্মহারা,

জরা মৃত্যু মাখা ধরাতল
তবু তায় কত সৃষ্টি ছাড়া !
তাই সে সাধিলে নাহি আসে
কহে না স্নেহের দুটো কথা,
মোছে না'ক নয়নের জল,
শুনাইয়ে আশার বারতা !

দিলনা সে একদিন তরে
এক ফোঁটা আদর করিতে,
কত চাহে নরের হৃদয়
দেবতা সে পারে না বুঝিতে !
তার তরে ফুলমালা গাঁথি,
হায়, তা' যে নীরবে শুকায়,
তার তরে নিত্য ঘর বাঁধি
সে ঘর বাতাসে পড়ে যায়।

মোরা থাকি মাটির জগতে,
সে লুকি' স্বরগ পুরে রয়—
তাও বুঝি রহে সচকিতে,
হেথার বাতাস পাছে বয় !
সুখদা শ্যামলা বরষায়
তার কারে নাহি পড়ে মনে,
শরতের সোনার সন্ধ্যায়
সে কিছু ভাবে না নিরজনে !

থাক্ সে দেবতা হ'য়ে থাক্,
তার সুখে জনমের সুখ,
দেবতা সে 'দেবতা' হয়েছে
ভাবিতে উথলে পোড়া বুক !

তারি নামে দগধ পরাণ
আজিও রয়েছে পাপদেহে,
আমি যে আজিও 'আমি' আছি
সে তাহারি অশরীরী স্নেহে !

সেই নাকি অমর-কিরণ
আমারে মাখিয়া দিবে যবে,
ভুলি শোক তাপ অভিমান
আমারো দেবত্ব লাভ হবে !

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

অভিসারে

শুধু মিলনের তৃষ্ণা, বিরহের ব্যথা
হে বাঞ্ছিত, অনুক্ষণ জাগিতেছে মনে ;
মনে নাই—ছিল কবে তব বক্ষে গাঁথা,
কেমনে বিচ্ছেদ হ'ল স্বপ্নে জাগরণে !
অসহ বিরহ বহি' হৃদয় আমার
অতি-তীব্র পিপাসায় উন্মত্ত, আকুল !
কতদিনে হবে শেষ ব্যর্থ-অভিসার,
কতদিনে পাবো তব ও চরণ-মূল ?
বাজিছে শ্রবণে তব চির-বংশীধ্বনি,
তব রূপ-রশ্মিচ্ছটা হেরিছে নয়ন,
শত সাজে শত কুঞ্জে হে মরম-মণি,
করিতেছি নিরন্তর তব অন্বেষণ !
দগ্ধ-হৃদি—তবু ধ্রুব আশা আছে মনে,
নিশ্চয় তোমারে পাবো এ বাহু-বন্ধনে !

শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী

রূপচ্ছবি

জ্যোছনায় স্নান করি' এলাইয়া কেশ,
মুক্ত প্রান্তরের মাঝে দাঁড়াও সুন্দরী,
অর্দ্ধ-আবরিত দেহে লজ্জা জড়াইয়া
দুইটি ললিত বাহু তুলে দাও শিরে।
গ্রীবা বক্র করি থাক দূর শূন্যে চাহি,
আগে পিছে রাখ দু'টী কোমল চরণ
দু'খানি অধর দাও হাসিতে রঞ্জিয়া,
ঢেকে দাও কুচ যুগ পবিত্রতা বাসে।
উড়ুক কুন্তল পাশ সুধীর মলয়ে
দুলুক অঞ্চলখানি বিজয় কেতন,
বিশ্বের সৌন্দর্যরাশি প্রতি লোম কূপে
উঠুক ভাসিয়া রঙ্গে ললনে তোমার!
সংসারের জ্বালা ব্যথা ওরূপ সাগরে
ভেসে যাক্—ডুবে যাক্ চিরজন্ম তরে!

মৃণালচন্দ্র সর্বাধিকারী

রজনীতে কাল চাঁদ জেগেছিল মোর খোলা বাতায়নে

রজনীতে কাল চাঁদ জেগেছিল মোর খোলা বাতায়নে,
হেনার গন্ধ এসেছিল ভেসে মন্দ পবন সনে।
একা একা আমি শয্যায় শুয়ে জ্যোৎস্না পরশ পেয়ে,
আপনার মনে আনমনা হ'য়ে উঠেছিনু গান গেয়ে।
ওগো প্রিয়তমা সে গানের সুর বুঝি বা তোমার কানে
গিয়েছিল ভেসে সুরে বাঁধা ঐ তোমার স্বর্গ পানে!

স্তব্ধ চরণে কখন আসিয়া বসেছিলে মোর পাশে
ঢেলে দিয়েছিলে অঙ্গ মাধুরী বাসর শয়নাবাসে।
জানি নাই আমি সেই কথাটুকু, বিভোর ছিনু যে গানে,
ফিরে গেলে তাই নীরবে আবার দুর্জয় অভিমানে।

দুয়ারের পাশে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে আবার আসিলে ফিরে
আঁখি দুটি মোর ডুবে গেছে যবে ঘুমের সাগর তীরে।
গালে গাল রেখে শুয়েছিলে সুখে মোর পাশে তুমি এসে,
বাহু উপাধান দিয়েছিলে ঢেকে ঘন কালো তব কেশে।
বেঁধেছিলে মোরে হৃদয়ে তোমার নিবিড় আলিঙ্গনে।
ভ'রে দিয়েছিলে অধর আমার চুম্বনে চুম্বনে।
ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেখি তুমি নাই, আছে শুধু চাঁদ জেগে,
হেনার গন্ধ ফিরিছে বাতাসে তোমার সঙ্গ মেগে।
মনে হোল মোর ও তো নহে চাঁদ, ও নহে হেনার গন্ধ,
তোমার অঙ্গ সুরভি বহিছে দেহের পুলক ছন্দ।

মৃণালিনী সেন

আমার হৃদয়

কতনা অব্যক্ত-ভাব হৃদয়ে রয়েছে ভরা
প্রকাশিতে করি সাধ, ভাষায় না দেয় ধরা
নাহি পারি বলিবারে, শুধুই বুঝেছি ভেবে
হৃদয়ের কথা কিগো হৃদয়ে মিলায়ে যাবে?
দু'টি অশ্রুধারা রূপে ফুটিয়া উঠিতে চায়,
পাছে লোকে সে কথার কিছু অর্থ নাহি পায়,
অথবা বুঝিতে এক—তারা বুঝে ফেলে আর,
রেখেছি গোপনে রুদ্ধ তাই হৃদয়ের ভার।

সে অব্যক্ত ধ্বনি মোর প্রতি শিরে বহমান,
আধ-ঘুম-ঘোর প্রায় ছেয়ে আছে এ পরাণ।
কে যেন বসিয়া মোর হৃদয় আসনোপরি
গম্ভীর নিনাদময় কি বিচিত্র যন্ত্র ধরি—
বাজাইছে অবিরত কি মহা রাগিণী তায়,
সুরগুলি তার ধীরে আমার পরাণে ভায় ?
শুনিয়া সে সুরগুলি কি যেন গো মনে পড়ে
এ বিস্মৃত মোহমুগ্ধ পরাণ আকুল করে।

মনে হয় কি যেন গো হেলো না হোলো না হায়.
মনে হয়—এ জীবন বুঝিবা বৃথায় যায় !
যে আদেশ শিরে ধরি এসেছি ধরণী পরে,
ভুলে গেছি সমুদায়. আছি মত্ত মদভরে।
যে রাগিনী নিশিদিন ধ্বনিছে হৃদয়ে মোর,
মনে হয় যেন আমি চিনি তা জনম ভোর !
শুনিয়া সে মহামন্ত্র কত কি যে মনে আসে
প্রকাশ করিতে তাহা পারিনা পারিনা ভাষে,

ভুলেছিনু যে আদেশ—কে যেন গম্ভীর স্বরে
জাগায়ে তুলিছে পুন হৃদয়ের স্তরে স্তরে।

মৈত্রেয়ী দেবী

পর্যাপ্ত

কবে একদিন জ্যোৎস্না আলোয়
তোমারি ঘরের পাশে
আমার পরাণ কেঁদে মরেছিল
বেদনারি নিশ্বাসে,

শুক্ল পক্ষ স্তব্ধ আকাশ
ছেয়েছিল ছেঁড়া মেঘে
ঘন কাশবন করে শন্ শন্
উত্তর বায়ু লেগে।

তুমি বাহিরিয়া এলে—
তোমার উদার দক্ষিণ হাতে
স্নিগ্ধ আলোক জ্বেলে,
ওগো বেদনার নাথ,
আমার লুকানো মিলন হিয়ায়
করিলে নয়ন পাত।

তোমার হাতের প্রদীপের শিখা
মৃদু মৃদু কাঁপে দেখি
মনেতে তখন নূতন বারতা
হতেছিল লেখালেখি ;

আমি ত' গো চাহি নাই
তুমি আপনা হইতে আলোকে তোমার
দিয়েছিলে মোর ঠাঁই'
তুমি যে উদার সূর্যের মত,
মহান্ আলোক তব
যতটুকু মোর পড়েছে চিত্তে
করিয়াছে অভিনব,

সেই যথেষ্ট মোর ;
তারি সম্মান
করে যেন প্রাণ
মুগ্ধ জীবন ভোর।

মোহিতলাল মজুমদার

মানস-লক্ষ্মী

আমার মনের গহন বনে
পা' টিপে বেড়ায় কোন্ উদাসিনী
নারী-অপ্সরী সঙ্গোপনে !
ফুলের ছায়ায় বসে তার দুই চরণ মেলি'
বিজন নিভৃতে মাথা হ'তে দেয় ঘোমটা ফেলি',
শুধু একবার হেসে চায় কভু
নয়ন-কোণে
আমারি মনের গহন বনে !

সেথা সুখ নাই, দুখ নাই সেথা,
—দিবা কি নিশা,
অস্ত-চাঁদের পাণ্ডু কিরণ
দেখায় দিশা।
নিশ্বাসে যদি একবার তার বুকটি দোলে,
কত ফুল-কলি অমনি মাটিতে মুখটি তোলে,
ভুলে'-যাওয়া কোন্ ব্যথার সলিলে
মিটায় তৃষা,
সেথা সুখ নাই, দুঃখ নাই সেথা,
—দিবা কি নিশা !

কত বিরহের বেদনা তিমির
ঘনায় চুলে,
কত মিলনের রাঙা—উৎসব
অধর কূলে !

তবু তার সেই আঁখি-পল্লব শিশির-হারা,
উদাস গভীর চাহনিতে ভরা নয়ন-তারা
কবে যে কেঁদেছে, হেসেছে কখন,—
গিয়েছে ভুলে',
কত যামিনীর জমাট আঁধার
জড়ায় চুলে।

ছিল কি একদা এই ভুবনেই
জীবন-সাথী ?—
কত জনমের—কত মরণের
দিবস-রাতি !
কতবার তার ভস্ম ভাসায়ে দিয়েছি জলে,
কভু সে আমারি চিতায় বসেছে চরণ-তলে,—
অজানা-আঁধারে যতনে জ্বালায়ে
বাসর-বাতি !
ছিল কি একদা এই ভুবনেই
জীবন-সাথী ?

আর কি কখনো এই বাহুপাশে
দিবে না ধরা ?
হৃদয় সাগরে হ'য়ে গেছে তার
কলস-ভরা ?
এ আলোকে যবে না হেরি' তাহারে, পরাণ কাঁদে—
মনো বাতায়নে গোধূলি-বেলায় বেণী সে বাঁধে !
গানেরি আড়ালে সাড়া দেয় শুধু
সে অপ্সরা
বাহির-ভুবনে এই বাহুপাশে
দিবে না ধরা।

মোহিতলাল মজুমদার

বিদায়

আজ সখি, সাজ হ'ল আমাদের মিলন বাসর ;
বাদলের কৃষ্ণা-তিথি, আর্দ্রবায়ু উঠিতেছে শ্বসি',
লুকায় মেঘের আড়ে পলাতক শীর্ণ ম্লান শশী,
তোমারও কাঁপিছে হিয়া—ওই বুঝি কাঁপিছে বেসর !
চুরি ক'রে এসেছিনু, ভেটিবারে নাহি অবসর—
জান সে করুণ কথা, অয়ি মোর দুখের প্রেয়সী !
এবার সাজানু তোরে তাপসিনী ছন্দ চতুর্দশী,
বিনা ফুলে বিনাইয়া দিনু তোর কুন্তল ধূসর !
যদি-পুন দেখা হয় চন্দ্রকান্ত চৈত্র রজনীতে,
ফুলে ফুলে ভরি' দিব ফাগে-রাঙা বাসন্তী-দুকূল,
গাও গান প্রাণ-ভরা, দুলি দোঁহে স্বপ্ন তরণীতে !
আজ জ্যোৎস্না ম্লান সখি, সুপ্ত অলি, মুদিত মুকুল,—
ওই যে ডাকিছে পাখী সারারাত কাতর-সঙ্গীতে,
ওরি সুরে রয়ে গেল এবারের বাসনা ব্যাকুল !

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

'বউ কথা কও'

কথা কও, বউ কথা কও !
চিরবঞ্চিত বাঞ্ছিত এল—
দুয়ার খুলিয়া ডেকে লও।
ঘরকন্নার এতই কি কাজ—
সাঁঝের আঁধারে এত বা কি লাজ
কত যতনের কবরীর সাজ
গুণ্ঠনে কেন ঢেকে রও ?

কথা-ভরা প্রাণে অভিমান ঝাঁপি'
ব্যাকুলিত ব্যথা কেন সও—
বউ কথা কও!

কথা কও, নারী কথা কও!
কত কল্পের কবি-কল্পিত—
কাহিনীর ভার কেন বও?
লজ্জাজড়ানো অঙ্গের বাসে
ইঙ্গিত শুধু কাঁপিছে আভাসে;
শত কবি গাহে সহস্র ভাষে—
মনে মনে হেসে সারা হও!
কেন ইঙ্গিত? সুখে ও দুঃখে,
কি তার অর্থ? কথা কও—
নারী কথা কও।

কথা কও, গোপী কথা কও!
আকুল বাঁশরী কাঁদিয়া সাধিছে—
কেমনে এমন স্থির রও?
গাছে গাছে ওই কদম্ব ফুটে,
নদীতে নদীতে কালিন্দী ছুটে!
তব শ্যামে ধরা শ্যাম হ'য়ে উঠে—
সুন্দরী তারে চিনে' লও!
কত সোহাগের বুকের ধন যে
চরণে লুটায়; কথা কও—
রাই, কথা কও!

কথা কও, দেবী কথা কও!
কত পূজারীর পূজা শেষ হ'ল—
পাষাণী পাষণই কভু নও!

কত না কুসুম চরণে শুকায়,
চন্দন মরে ঘবে' নিজ কায় ;
ধূপ দীপ কত দহে' জ্বলে, যায়,
মৌন তুমি যে চেয়ে রও !
মিছা যদি পূজা, বৃথা আয়োজন,
মুখ ফুটে' সেই কথা কও,—
দেবী, কথা কও !

কথা কও, সতী কথা কও !
মৃত্যুঞ্জয় নিরূপায় বলে'
মৃত্যুর আড়ে নাহি রও।
বিরাট বিরাগী শোকে সারা হয়ে,
ধরাময় তোমা দিল ছড়াইয়ে ;
খুঁজে' ফিরে আজ মহা উন্মাদ,
জননী, তাহারে ডেকে লও !
নিদাঘ জ্বালিয়া ব্যোমকেশ পুনঃ
তপে বসে বুঝি, কথা কও—
সতী, কথা কও !

কথা কও, বউ কথা কও !
বিশ্ব-মর্ম্ম-অন্তপুরিকা,
গুণ্ঠন আজি তুলে' লও।
ভোগী ভাবে ওই, কবি সাধে গানে ;
একই কথা জপে যোগী প্রাণে প্রাণে ;
যুগ যুগান্ত ফুকারিব কত ?
চির-মৌন ত' তুমি নও !
সতী, সুন্দরী, দেবী, বধূ, নারী,
নিখিল হৃদয়ে কথা কও—
'বউ কও কও' !

যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য

উন্মনার প্রতি

ওগো সুন্দরী যুবতী
প্রাসাদের পরে বসি কার তরে
নিন্দিছ নিজ নিয়তি ?
অলকে কুসুম গেল যে শুকায়ে,
অধরের হাসি গেল যে মিলায়ে
পুবে চাঁদ ওঠে, নভে তারা ফোটে
সজনি !
হৃদয়ের ব্যথা ডুবায়ে হৃদয়ে
পুলকিত করো রজনী !

ওগো চম্পক বরণা !
যৌবন জ্বালা পুষিলে এমনি
অন্তরে জ্বলে কামনা
চঞ্চল চোখ চাহে চারিধার
খোঁজে অজানারে সবার মাঝার,
দুরু দুরু হিয়া পরাণ পাপিয়া
কাঁদে গো !
সদা প্রাণমণ রহে উচাটন
আঁখিজলে দিঠি বাধে গো !

ওরা কি বুঝিবে, মানিনী !
শুকায়ে গিয়াছে হৃদয় ওদের
পোহায়েছে সুখ-যামিনী !
আঁখি ঢুলু ঢুলু, আলু থালু কেশ
নিশা-জাগরণ-আলস-আবেশ—

ওরা চলে যায়, ফিরে না তাকায়
নূতনে,
প্রণয়ের মধু ফুরায়ে গিয়াছে,
বরণ করিছে মরণে!

ওগো চঞ্চলা চতুরা!
অঞ্চল তব উড়িছে হাওয়ায়—
পবন-পরশ-বিধুরা!
লুটি এ চিত্ত লুটিছে আঁচল,
প্রতি নিমেষেতে পরাণ পাগল;
সম্বরো ত্বরা বেদনায় ভরা
হিয়ারে!
দু'জনে দু'খানে, প্রাণে প্রাণে টানে,
কি জানি কে চায় কাহারে!

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

কেয়াফুল

ফুল চাই—চাই কেয়াফুল!
সহসা পথের 'পরে
আমার এ ভাঙ্গা ঘরে
কণ্ঠ কার ধ্বনিল আকুল।

তখনো শ্রাবণ-সন্ধ্যা—
নিঃশেষে হয়নি বন্ধ্যা—
থেকে থেকে ঝরিতেছে জল;

পবন উঠিছে জেগে,
বিজলী ঝলিছে বেগে—
মেঘে মেঘে বাজিছে মাদল।

জনহীন ক্ষুব্ধ পথ
জাগিছে দুঃস্বপ্নবৎ—
বুকে চাপি' আর্ত অন্ধকার ;
কোনমতে কাজ সারি'
যে যার ফিরেছে বাড়ী,
ঘরে ঘরে বন্ধ যত দ্বার।

সঙ্গীহীন শূন্য ঘরে
হিয়া গুমরিয়া মরে
স্মরি' যত জীবনের ভুল ;
অকস্মাৎ তারি মাঝে
ধ্বনি কার কানে বাজে—
চাই ফুল—চাই কেয়াফুল !

পাগল ! আজি এ রাতে
এ দুর্যোগ-অভিঘাতে—
বৃষ্টিপাতে বিলুপ্ত মেদিনী ;
তার মাঝে কেবা আছে,
কেতকী-সৌরভ যাচে !
কোথায় বা হবে বিকিকিনি?

পবন উঠিছে মাতি !
কিছুক্ষণ কান পাতি'
মনে হ'ল গিয়াছে বালাই ;

সহসা আমারি দ্বারে
ডাক এল একেবারে—
চাই ফুল—কেয়াফুল চাই !

ভাবিলাম মনে মনে,
হয়ত বা এ জীবনে
কোনোদিন কিনেছিনু ফুল ,
সেই কথা মনে ক'রে
আজো বা আশায় ঘোরে ;
কিম্বা কারে করিয়াছে ভুল !

তাড়াতাড়ি আলো তুলি'
বাহিরিনু দ্বার খুলি,
সবিস্ময়ে দেখিলাম চেয়ে—
মাথায় বৃহৎ ডালা,
দাঁড়ায়ে পসারি বালা —
শ্রাবণ ঝরিছে অঙ্গ বেয়ে ;

কহিলাম, এ কি কাণ্ড !
তোমার পসরাভাণ্ড
আজ রাতে কে কিনিবে আর ?
এ প্রলয়ে কারো কাছে
কিছু কি প্রত্যাশা আছে—
কেন মিছে বহিছ এ ভার !

আর্দ্র দেহে আর্দ্র বাসে
সে কহিল মৃদু হাসে,—
শিরে বায়ু সুগন্ধ ছড়ায়—
যে ফুলে বেসাতি করি,
বাদল যে শিরে ধরি,—
কপালে লিখিল বিধি তাই !

বহিয়া দুখের ঋণ
যে কষ্টে কাটাই দিন—
এ দুর্দিন কিবা তার কাছে ?
—ওগো তুমি নেবে কিছু ?
নয়ন হইল নীচু—
সেথাও বা মেঘ নামিয়াছে !

খোলা দরজার পাশে
বায়ু গরজিয়া আসে,
ফুলবাসে ভরি দেহ-মন ;
ঝর-ঝর ঝরে জল,
আঁখি করে ছল-ছল
ঘনাইয়া প্রাণের শ্রাবণ !

বাদলের বিহ্বলতা—
বুঝি হায় ! লাগিল তা'
নয়নে বচনে সর্বদেহে ;
সহসা চাহিয়া আড়
রমণী ফিরাল ঘাড়—
ঊর্ধ্বে যেন কি দেখিছে চেয়ে !

না কহিয়া কোন বাণী
পসরা লইনু টানি'—
মূল্য তার হাতে দিনু যবে,
উজাড় করিতে ডালা
কাঁদিয়া ফেলিল বালা—
ওমা এ কি !—এত কেন হবে ?

কহিনু—যা' কিনিলাম,
এ নহে তাহারি দাম—
প্রতিদিন দিতে হবে মোরে ;

এক পণ দুই পণ—
যেদিন যেমন মন,
তাহারি আগাম দিনু তোরে,
কতক বুঝে না-বুঝে
হৃদয়ের ভাষা খুঁজে
বহুকষ্টে জানাইয়া তাই,
পুষ্পগন্ধে মোরে ঘিরে'
অন্ধকারে ধীরে-ধীরে
পসারিনী লইল বিদায়।

ফিরিনু একলা-ঘরে—
বাদল তখনো ঝরে,
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ গৃহতল;
শয্যা লইলাম পাতি'
নিবায়ে দিলাম বাতি—
আবার আসিল বেগে জল!

রুদ্ধ জানালার ফাঁকে
বাতাস কাহারে ডাকে,
বিজলী চমকি' কারে চায়!
কোন্ অন্ধ অনুরাগে
ত্রিযামা যামিনী জাগে
শ্রাবণ ব্যাকুল-ব্যর্থতায়!

সঙ্গীহীন শূন্য ঘরে
হিয়া গুমরিয়া মরে—
স্মরিয়া এ জীবনের ভুল;
সেই সাথে থেকে-থেকে
মনে হয়—গেল ডেকে'
কাননের যত কেয়াফুল

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

সাধনা

নিন্দা হবে জানি—
তবু রাণী, তোমার দ্বারেই সাধবো সেতার খানি।
আঙুল আমার বশ মানেনা, সুর ফোটে না তারে,
অধীর আবেগ আঘাত শুধু করে বুকের দ্বারে ;
তুমি তারে গুছিয়ে বেঁধে বশ মানিয়ে নিয়ে
সফল করে' তোলো তোমার ভাবের আবেশ দিয়ে !
মর্মরিয়া বাজুক সে তার মর্মতারের মত
গুঞ্জরিয়া উঠুক বুকের গোপন ব্যথা যত ;
করুক লোকে কানাকানি, হাসুক যেবা হাসে—
তোমার চোখের দীপ্তিতে আজ দীক্ষা দেহ দাসে।

শঙ্কা তোমার নাই—
নিভৃত যে কুটীর খানি গ্রামের সীমানায় ;
উদার মাঠে নদী পারের পথটি গেছে বাঁকা,
শিয়রে তার নিঃশ্বসিছে বুনো-ঝাউয়ের শাখা।
এদিক বড় লোক চলেনা, ভাবে—যে জন যায়—
এমন সাঁঝে মাঠের মাঝে গজল কে বাজায়!'
পথিক জানবে কেমন ক'রে কে লাগায় সে সুর;
কাহার দেওয়া ব্যথায় হেথা সেতার ভরপুর !
না-হয় হেথায় নাইক প্রাসাদ, যন্ত্রী নাই বা আছে,
একটি ভক্ত জাগে তবু একটি দেবীর কাছে !

বিজন নদী তীর—
ঝাউ শাখাতে ঘনায় ধীরে নিশীথ সুনিবিড় ;
দুয়ার না হয় খোলাই থাকুক, কিসের ক্ষতি তায় !
ভয় কোর' না—ভৃত্য দ্বারে রইল প্রতীক্ষায় !

দখিন বায়ে গৃহচ্ছায়ে কাঁপছে যে দীপ খানি,
সেই কাঁপনের সুরটি ধরে' গমকে যাবো টানি !
থরথরিয়ে কাঁপবে আঙুল, বক্ষ কাঁপবে সাথে,
অশ্রু কাঁপবে নয়ন-পাতে ব্যাকুল বেদনাতে।
মূর্ছামগ্ন মৌন রাতি প্রহর বেড়ে যায়,
ঝিঁঝির ঝুমুর সঙ্গে কাঁদে সেতার মৃদু নায়।

বাতাস যদি থামে—

ভোরের রাতে হঠাৎ ছাতে বাদল যদি নামে,
দুয়ার ফাঁকে হাওয়ার হাঁকে প্রদীপ যদি নিবে,
ভক্ত তোমার বাহির দ্বারে, আগলটি কি দিবে !
দীপ নিবে যায়, কি ক্ষতি তায়—কি ফল বলো লাজে,
মল্লারেতে মীড় মিলিয়ে সেতার যে তার বাজে !
মেঘের পর্দা ঘনায় যদি অন্ধ রাতের পরে,
কি প্রয়োজন, দুয়ার দেওয়া রইল কিনা ঘরে !
অশ্রু নামে বর্ষাসম—হায় গো রাণী হায়,
মূর্তিমতী সিদ্ধি কি তার ফলবে সাধনায় !

ঐরে এল আলো—

রক্ত উষা পরল ভূষা সাদার সাথে কালো।
বায়ুর কণ্ঠে নাই গরজন, ভজন গাহে পাখী,
পূর্বাচলের তোরণ দ্বারে অরুণ মেলে আঁখি ;
উদাস তব নয়ন-তারার পাণ্ডু করুণ ছবি—
বেলা তার সুর মিলিয়ে বাজারে ভৈরবী।
সাধক, তুমি সিদ্ধ আজি—পূর্ণ মনোরথ,
ওই সুরে তোর যায় রে দেখা নূতন সুরের পথ।
যে যা বলে বলুক লোকে, ভক্ত তোরই জয়,
বাণীর সাথে বীণায় আজি নিবিড় পরিচয় !

যোগীন্দ্রনাথ রায়

রজনীগন্ধা

আমি সে রজনীগন্ধা—
নিশীথের বুকে ফুটিয়া উঠি গো নিখিল-নয়নানন্দা!
দিবসের আলো হায়
বার-বার ফিরে' যায়
কত সুরে তার প্রণয় জানায়—স্তব-গানে শত-ছন্দা;
আমি কোনো সাড়া দিতে নাহি পারি—আমি সে রজনীগন্ধা

সন্ধ্যা আসিয়া যবে
লক্ষ-প্রদীপ-বর্তিকা জ্বালে ধূম্র-ধূসর নভে;
গ্রাম-বধূ সারে সারে
ধীরে চলে জল-ধারে—
কলসের সাথে কঙ্কণ যবে কথা কয় কলরবে;
আমি সেই ক্ষণে গন্ধ বিতরি রজনীর উৎসবে!

তুমি তো জান না হায়—
কাহার পরশে শিহরিয়া উঠি তিমির-রজনী-ছায়;
আমার হৃদয়-পুরে
কার বাঁশী বাজে সুরে
দখিনের কোন্ দয়াহীন আসি' চুম্বিয়া চলি' যায়;
বার-বার আমি নুয়ে পড়ি কার চির-চঞ্চল পায়!

অরুণ-আলোকে মোর
নয়নের-কোণে নেমে আসে শুধু শত তন্দ্রার ঘোর

কোন্ সে নিঠুর লাগি'
দীর্ঘ রজনী জাগি
প্রভাতের কোলে ঘুমায়ে পড়ি গো সিক্ত-নয়ন-লোর ;
নিশি-জাগরণ ব্যর্থ করে গো, কোন্ সে মরম-চোর।

রজনীগন্ধা আমি—
তাই তো আঁধারে অন্ধ-বাসনা হৃদয়ে আসে গো নামি' !
তাই তো আমার চিতে
কি-মোহন সঙ্গীতে—
মূর্ছিয়া উঠে কোন্ সে মুরতি, মত্ত-দুরাশা-গামী ;
দিবসে যে মোর থাকে না চেতন, রজনীগন্ধা আমি।

তোমরা কিসের লাগি'
আজি এ প্রভাতে এসেছ হেথায় কোন্ ধন নিতে মাগি' ;
তোমরা জান না হায়
অজানা জনার পায়
সব সম্পদ বিলায়ে দিয়েছি দীর্ঘ যামিনী জাগি ;
কাল রজনীর ফুল-রাণী, আজ প্রভাতে মন্দভাগী।

তবু কোন খেদ নাই—
নিমেষে বিলাই ভাগ্যে আমার যখনি যা-কিছু পাই ;
নিশীথে গোপন-বঁধু
নিয়ে যায় সব মধু
কুমারী হিয়ার সব সুধারাশি দু-হাতে শুধু বিলাই ;
ফিরে' যাও ওগো ফিরে' যাও সবে—আজ মোর কিছু নাই।

কাল রজনীর ছায়
যা -কিছু অর্ঘ দিয়েছি আমার চপল বঁধুর পায় ;

গোপন গন্ধে তার
থাকি' থাকি' বার-বার
বিকশি' উঠিল বিচ্ছেদ-হত লক্ষ-পরাণ হায় ;
আজ শুধু সেই স্বপনের স্মৃতি ধরণীরে শিহরায়।

কোরো না মিথ্যা আশা—
কণ্ঠ আমার আছে গো কেবল, নাই তার কোন ভাষা ;
দেবতা সে গেছে চলে'
প্রতিমা ডুবেছে জলে,
চারিদিকে আজ বেঁধেছে বাঁধন মরণ সর্বনাশা ;
ভাঙা হাটে আজ এসেছ' গো কেন—মিছে তোমাদের আসা।

রজনীকান্ত সেন

শকুন্তলা

তোমার হৃদয় হতে
এক বিন্দু চুরি করি
স্নেহ মায়া করুণা মমতা,
শান্তির ত্রিদিব যেন
হয়েছে আশ্রমখানি
বুকে তার কত অমিয়তা
অঙ্গুলি পরশে তব
লতিকার বুকে বুকে
অঙ্কুরিত নব কিশলয়,
অধরের হাসিটুকু
কিশলয় বুকে যেন
ফুটিয়াছে কুসুম নিচয়

কুসুমের বাস যেন
তোমারি সে ভালবাসা
বুক হ'তে করিয়াছে চুরি,
সলজ্জ সঙ্কোচভাব,
সেও যেন কুসুমের
তোমারি সে সলজ্জ মাধুরী।
দোলায়ে কুসুমগুচ্ছ,
আর নব কিশলয়,
বহে ধীরে মলয় বাতাস,
সেও যেন হরিয়াছে;
উন্মেষিত যৌবনের
তোমারি সে সুরভি নিঃশ্বাস।
যৌবন-রাগ রঞ্জিত
ব্রীড়ানত নয়নের
চঞ্চল—
চঞ্চলা হরিণীগুলি
রেখেছে নয়নে ভরি
তাই তারা উপমার স্থল।
তোমার হৃদয় স্নেহ
পেয়ে তরুলতা যত
প্রদানিছে ছায়া সুশীতল।
প্রণয়ের পূর্বরাগ
শিখিয়া তোমারি পাশে
মাধুরীর হৃদয় চঞ্চল।
কি জানি কি দিয়া কবি
গড়েছে তোমায় দেবি!
মর্ত্তের সে নহে উপাদান।
যে গড়েছে সেও বুঝি,
নহে এই মরতের—
তার জানি কেমন পরাণ?

রজনীকান্ত সেন

সেই মুখখানি

মধুর সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায়!
জমায়ে চাঁদের সুধা, বিধি গ'ড়েছিল তায়।
মৃদু-সরলতা-মাখা, তুলিতে নয়ন আঁকা,
চাহিলে করুণে, ধরা চরণে বিকাতে চায়।
অধরে সারাটি বেলা, হাসি করে ছেলে-খেলা,
নীরবে নিশীথে ধীরে, অধরে পড়ি' ঘুমায়;
যদি দুটি কথা কহে, প্রাণে সুধা-নদী বহে,
নিমেষে নিখিল ধরা, মোহন-সঙ্গীত-ময়।

রত্নমালা দেবী

প্রেমের-আলোকে

মরুভূমি এ জীবন মোর
আলো তব প্রেমের কিরণে?
ঢাকা ছিল গাঢ় অন্ধকারে
ফুটিয়াছে তব পরশনে।

শোক দুঃখ দরিদ্রতা সব
ঢাকিয়াছ প্রেমের ছায়ায়।
এ হৃদয় তোমার স্বপনে
অভিভূত মধুর মায়ায়!

বিশ্ব ঢাকা পড়িয়াছে তাই
হেরি তব বিশ্ব-প্রেমিকতা,
সব জ্বালা গিয়াছে জুড়ায়ে
পেয়ে তব প্রেমের বারতা।

ধুয়েমুছে গেছে সব তাপ
লভি তব পূত প্রেমভাতি,
নবীনতা উঠিছে ফুটিয়া
এ জীবনে তাই দিবারাতি !

অমিত্বের ক্ষুদ্রত্ব ভুলেছি
তোমারি এ বিশ্বভরা প্রেমে
আপনারে দিয়াছি বিলায়ে
জগতের শুভাশুভ ক্ষেমে।

ভুলে গেছি সকল কামনা
ভুলে গেছি সকল সাধন ;
হৃদয়ের নিভৃত-মন্দিরে
করিয়াছি তোমারে স্থাপন।

ভুলিয়াছি আমাকেও আমি
তোমাময় হয়েছে সংসার,
আত্মহারা হ'য়ে আছে প্রাণ
প্রেমের এ গৌরব তোমার !

পাগল হইয়া যেন মন
ছুটিয়াছে অনন্তের পথে,
বিমথিত সকল কামনা
যেতে চায় তব জয় রথে।

হয় যেন অনন্ত মিলন
তোমা সনে হে অন্তরতম ;
আপনারে করিনু অর্পণ
তব পদে প্রভু, প্রিয় মম !

রণজিৎ কুমার সেন

আকাশ-বাসর

অগ্নিক্ষরা দিনগুলি বারে বারে দেখা দেয় প্রেতের মতন :
বারে বারে কালো রাত্রি কঙ্কাল-কুটিল হাস্থে হানে কালো হাত,
বার বার কতবার অনুভব করি এই পৃথিবী-দহন,
দুর্ভিক্ষে বন্যায় রোগে ভূমিকম্পে বেজে ওঠে সহস্র সংঘাত :
ওগো মেয়ে, ওগো দেবযানি !
তোমারে ভাবার মতো সময়ের কোথা বলো পেলব স্পন্দন,
জড়তার অভিশাপে বিষন্ন জীবনে কোথা সুরের লাবণী ?
এখানে যে মূর্ছাতুর রাত্রির শিবিরে শুধু প্রাণের ক্রন্দন
গুমরি গুমরি ওঠে ! প্রতিদিন তিলে তিলে শুধুই সংঘাত ;
চন্দ্রদ্বীপ হ'তে নাাম ধূমকেতু, চেয়ে দেখি—ঘটে উল্কাপাত।
এখানে তুমি ও আমি, আমাদের হাসি গান বিলাপ কেবল,
এখানে তুমি ও আমি খাপছাড়া, অশোভন, অহেতুকও বটে,
সুরহীন, যতিহীন—চাই না তো সে জীবন—জীবন-সম্বল,
কি হবে মিলনে বলো প্রেমে যদি প্রতিদিন পরাজয় ঘটে !
তোমারে পাবার ক্ষণে ভ'রে যাবে পুষ্পগন্ধে শূন্য বাতায়ন,
দিগন্ত মুখর হবে ফাল্গুন-মধ্যাহ্ন রাত্রে ভরা জ্যোৎসনায় ;
তুমি এসে লঘুপদে দাঁড়াবে গো দেবযানী একান্ত আপন
মৃদুভাবে ভ'রে দিয়ে তৃষিত এ চিত্ত মোর হাসির সুধায়।
এ আশা কি মরীচিকা ? এ স্বপ্ন কি মিথ্যা ছিল অলস মনের ?
রচিনি কি কোনোদিন তোমারে একান্ত ক'রে পাবার বাসর ?
ওগো মেয়ে চিরন্তনী কালাতীতা মণিদীপা ! অনন্ত ক্ষণের
এক একটি মুহূর্ত জুড়ে তোমারই স্বপ্নে গড়ি' গানের আসর
ছিনু আমি নিমজ্জিত, আপনার ভাবমগ্নে ছিলাম নিমগ্ন ;
তুমি ছাড়া আর কিছু, তুমি হীন অন্য কিছু ছিল না তো ধ্যানে।
সে গান মূর্ছিত আজ, রাষ্ট্রদ্বন্দ্বে ডুবে গেছে সে আবেশ লগ্ন,
প্রধূমিত বহ্নি জাগে আজ শুধু হেরি মোর কুসুম-বিতানে।

হীনতার ঘৃণ্যতার নগ্নতার কৃষ্ণমেঘে আকাশ মলিন,
স্বার্থে স্বার্থে দলাদলি, প্রতিদিন প্রতিপদে ছলনার ছল,
এখানে এসোনা তুমি, এখানে তুমি ও আমি নইতো স্বাধীন,
রাজনীতি অর্থনীতি হিংসানীতি এখানের জীবন কেবল।
এ জীবন বিষময়, এ জীবন তিক্ততার বিষে জর্জরিত,
তার চেয়ে দূরে কোনো বলাকার পথ চেয়ে চলো উড়ে যাই,
যেখানে সমাজ-যজ্ঞে সমাধিত নয় মন, নয় পরাজিত,
তুমি আমি ভিন্ন যেথা কোনো নীতি, কোনো রাষ্ট্র, কোনো স্বার্থ নাই।
ওগো মেয়ে, ওগো দেবযানি!
সৌরসভাতলে সেথা মহারাজ ইন্দ্র আমি, তুমি শচীরাণী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রেমের অভিষেক

তুমি মোরে ক'রেছ সম্রাট্। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠমোর; তব রাজটিকা
দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে। হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল,
তা'রি মাঝে বসায়েছ; সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে। নিভৃত সভায়
আমারে চৌদিকে ঘিরি' সদা গান গায়

বিশ্বের কবিরা মিলি' ; অমর বীণায়
উঠিয়াছে কি ঝঙ্কার। নিত্য শুনা যায়
দূর দূরান্তর হ'তে দেশবিদেশের
ভাষা, যুগ যুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের
গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান।—

প্রেমের অমরাবতী
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে দীর্ঘ-নিঃশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদ মর্মরে ; বিকশিত
পুষ্পবীথি-তলে, শকুন্তলা আছে বসি'
কর-পদ্ম-তল-নীল ম্লান মুখশশী
ধ্যানরতা ;

পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে, মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে ল'য়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশ-মন্দিরতলে বসি একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনা-সিঞ্চিত ;

গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী, ভিখারী শিবের কোল
সদা আগুলিয়া আছে প্রিয়া পার্বতীরে
অনন্ত ব্যগ্রতা পাশে ; সুখ দুঃখ নীরে
বহে অশ্রু-মন্দাকিনী, মিনতির স্বরে
কুসুমিত বনানীরে ম্লানচ্ছবি করে

করুণায় ; বাঁশরীর ব্যথা পূর্ণ তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান
হৃদয় সাথীরে ;—

হাতধ'রে মোরে তুমি
ল'য়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দন ভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান ;
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ্‌
রবি চন্দ্র তারা পরি' নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে সবে নব নব গান
নব অর্থভরা ; চির-সুহৃদ্‌ সমান
সর্ব চরাচর।

হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন ;—সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার,—কত অনুগ্রহ,
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ ;
সেই শত সহস্রের পরিচয় হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্মাধীন,
মোরে তুমি লয়েছো তুলিয়া, নাহি জানি
কি কারণে! অয়ি মহীয়সী মহারানি
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান!

আজি
এই যে আমারে ঠেলি' চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগ-সুধা পানে
অঙ্গ মোর হ'য়েছে অমর? তাহারা কি

পায় দেখিবারে—নিত্য মোরে আছে ঢাকি'
মন তব অভিনব লাবণ্য বসনে ?
তব স্পর্শ, তব প্রেম রেখেছি যতনে,
তব সুধাকণ্ঠ বাণী, তোমার চুম্বন,
তোমার আঁখির দৃষ্টি, সর্ব দেহমন
পূর্ণ করি ; রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগ-যুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি' ; বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছে অনিবার
সবিতা যেমন সযতনে, কমলার
চরণ কিরণে যথা পরিয়াছে হার
সুনির্মল গগনের অনন্ত ললাট ।
হে মহিমময়ী মোরে ক'রেছ সম্রাট ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তপোভঙ্গ

যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্য-মনে গিয়েছো কি ভুলি',
হে ভোলা সন্ন্যাসী ?
চঞ্চল চৈত্রের রাতে
কিংশুক-মঞ্জরী সাথে
শূন্যের অকূলে তা'রা অযত্নে গেলো কি সব ভাসি' ?
আশ্বিনের বৃষ্টি-হারা শীর্ণ-শুভ্র মেঘের ভেলায়
গেলো বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায় ?

একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,
গেছো কি পাসরি' ?
দস্যু তা'রা হেসে হেসে
হে ভিক্ষুক, নিলো শেষে
তোমার ডম্বরু শিঙ্গা, হাতে দিলো মঞ্জিরা, বাঁশরী ।
গন্ধ-ভরা আমন্থর বসন্তের উন্মাদন রসে
ভরি' তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে
মাধুর্য-রভসে ।

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেলো ভেসে
শুষ্ক-পত্রে ঘূর্ণ-বেগে গীত-রিক্ত হিম-মরু দেশে,
উত্তরের মুখে ।
তব ধ্যান-মন্ত্রটিরে
আনিল বাহির তীরে
পুষ্প-গন্ধে লক্ষ্য-হারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে ।
সে মন্ত্রে উঠিল মাতি' সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে মন্ত্রে নবীন-পত্রে জ্বালি' দিলো অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা ।

বসন্তের বন্যা-স্রোতে সন্ন্যাসের হ'লো অবসান ;
জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রু-কলতান
শুনিলে তন্ময় ।
সেদিন ঐশ্বর্য তব
উন্মেষিল নব নব,
অন্তরে উদ্বেল হ'লো আপনাতে আপন বিস্ময়
আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার,
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার
বিশ্বের ক্ষুধার ।

সেদিন, উন্মত্ত তুমি, যে নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে,
সে নৃত্যের ছন্দে-লয়ে সঙ্গীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে
তব সঙ্গ ধ'রে।
ললাটের চন্দ্রালোকে
নন্দনের স্বপ্ন-চোখে
নিত্য-নূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভ'রে।
দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা,
দেখেছিনু লাজ্জতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা,
রূপ-তরঙ্গিমা।

সেদিনের পান-পাত্র, আজ তা'র ঘুচালে পূর্ণতা ?
মুছিলে, চুম্বন-রাগে চিহ্নিত বঙ্কিম রেখা-লতা
রক্তিম-অঙ্কনে ?
অগীত সঙ্গীত-ধার,
অশ্রুর সঞ্চয়-ভার
অযত্নে লুণ্ঠিত সে কি ভগ্ন-ভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে ?
তোমার তাণ্ডব নৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হ'য়েছে সে ধূলি ?
নিঃস্ব কাল-বৈশাখীর নিশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি'
লুপ্ত দিনগুলি ?

নহে নহে, আছে তা'রা ; নিয়েছো তা'দের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখো সঙ্গোপনে।
তোমার জটায় হারা
গঙ্গা আজ শান্ত-ধারা,
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে।
আবার কি লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছো বাহিরে।
অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহি রে
"নাহি রে। নাহি রে!"

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জন প্রান্তর-তলে
আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।
চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিস্তব্ধ হ'য়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
শান্ত হ'য়ে আসে।

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।
বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে; আমি রচি তা'রি সিংহাসন,
তা'রি সম্ভাষণ।

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়-মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতুহল-কোলাহল আনি'
মোর গান হানি'।

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্ম-রণ-বেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।
বারে বারে তা'রি তূণ সম্মোহনে ভরি' দিব ব'লে
আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চ'লে
মৃত্তিকার কোলে।

জানি জানি বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্য-মনা,
নূতন উৎসাহে!
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহ-তলে,
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তি দুঃখ-দাহে।
ভগ্ন-তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণা-তন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি।

আমারে চেনেনা তব শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল উঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।
হেন কালে মধুমাসে
মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রা-রথ-তলে
পুষ্প-মাল্য-মাঙ্গল্যের সাজি ল'য়ে, সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি
দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি,
প্রাতঃসূর্য-রুচি।
অস্থি-মালা গেছে খুলে
মাধবী-বল্লরী মূলে,
ভালে পুষ্প-রেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি'!
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে;
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি-গানে
কবির পরাণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাজমহল

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তর-বেদনা
চিরন্তন হ'য়ে থাক্, সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজ-শক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক্ লীন;
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সকরুণ করুক আকাশ—
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক্,

শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায় ওরে মানব-হৃদয়!
বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাহি যে সময়,
নাই নাই!
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে ;—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে' দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই ;
আবার শিশির রাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।

হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়—
নাই নাই, নাই যে সময়!

হে সম্রাট্' তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তা'র কি মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপ-হীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে ?
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।
জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা'
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।

হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,

ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে—
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য-দূত যুগ যুগ ধরি'
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া—
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

চলে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ ;
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে
সিংহাসন গেছে টুটে
তব সৈন্যদল—
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল—
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লির পথের ধূলি'পরে।
বন্দীরা গাহে না গান ;
যমুনা-কল্লোল সাথে নহবৎ মিলায় না তান ;
তব পুর-সুন্দরীর নূপুর-নিক্কণ
ভগ্ন-প্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লিস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন,
তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তি-ক্লান্তি-হীন,
তুচ্ছ করি' রাজ্য ভাঙা-গড়া,
তুচ্ছ করি' জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে

চিরবিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।

মিথ্যা কথা,—কে বলে যে ভোলো নাই?
কে বলে রে খোলো নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার?
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয়নি বাহির?
সমাধিমন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির;
ধরার ধূলায় থাকি'
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি'
জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে,
তা'র লাগি' নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।

মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে,—
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার !
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।

যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তা'র বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মত জড়ায়ে ধরেছ তব পায়ে,
দিয়েছো তা, ধূলিরে ফিরায়ে।

সেই তব পশ্চাতের পদধূলি' পরে
তব চিত্ত হ'তে বায়ুভরে
কখন্ সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হ'তে খসা।
তুমি চলে' গেছ দূরে,
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেছে অম্বরপানে,
কহিছে গম্ভীর গানে
যত দূর চাই—
নাই, নাই, সে পথিক নাই !

প্রিয়া তা'রে রাখিল না, রাজ্য তা'রে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র-পর্বত।
আজি তা'র রথ
চলিয়াছে রাত্রির অহ্বানে

নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে
তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে' আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ষামঙ্গল

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যামগম্ভীর সরসা !
গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে ;
নিখিল-চিত্ত-হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা !

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতী মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা ?
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক্ স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা !
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা !

আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী!
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুল-লোচনা,
ভূর্জ-পাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘমল্লার-রাগিণী!
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী!

কেতকী-কেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি' ল'য়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে!
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন-শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকশিত বয়নে;
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে!

স্নিগ্ধ সজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে;
শশি-তারা-হীনা অন্ধতামসী যামিনী;
কোথা তোরা পুর-কামিনী!
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী;
শূন্যশয়নে কোথা জাগো পুর-কামিনী!

যূথি-পরিমল আসিছে সজল সমীরে
ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জ-তিমিরে,

জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলোনা
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা!
কুসুম-পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা!
নীপশাখে সখি ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা!

এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সন সন বন-বীথিকা
গীতময় তরু-লতিকা!
শতেকযুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলেছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা!
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবির্ভাব

বহুদিন হ'ল কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায়;
এলে তুমি ঘন বরষায়।
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে,
আজি নবঘন বিপুল মন্দ্রে
আমার পরাণে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়।
আজি জলভরা বরষায়॥

দূরে একদিন দেখেছিনু তব
কনকাঞ্চল আবরণ,
নব-চম্পক আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘন নীল গুণ্ঠন তব,
চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ।
কোথা চম্পক আভরণ॥

সেদিন দেখেছি খ'ণে খ'ণে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,—
নুয়ে নুয়ে যেত ফুলদল।
শুনেছিনু যেন মৃদু রিণিরিণি
ক্ষীণ কটি ঘেরি' বাজে কিঙ্কিণী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিঃশ্বাস-পরিমল,
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল॥

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া,
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল;
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়,
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছে' শ্যাম সমারোহে
হৃদয়-সাগর-উপকূল;
চরণে জড়ায়ে বনফুল॥

ফাল্গুনে আমি ফুলবনে বসে'
গেঁথেছিনু যত ফুলহার
সে নহে তোমার উপহার!
যেথা চলিয়াছ' সেথা পিছে পিছে
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে,

বাজাতে শেখেনি সে গানের সুর
এ ছোট বীণার ক্ষীণ তার
এ নহে তোমার উপহার ॥

কে জানিত সেই ক্ষণিকা মূরতি
দূরে করি দিবে বরষণ,
মিলাবে চপল দরশন ?
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ,
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ ;
বাসর ঘরের দুয়ারে করালে
পূজার অর্ঘ বিরচন ;
একি রূপে দিলে দরশন ॥

ক্ষমা করো তবে ক্ষমা করো মোর
আয়োজন-হীন পরমাদ ;
ক্ষমা করো যত অপরাধ ।
এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে
প্রদীপ আলোকে এসো ধীরে ধীরে
বন-বেতসের বাঁশীতে পড়ুক্
তব নয়নের পরসাদ ;
ক্ষমা করো যত অপরাধ ।

আসো নাই তুমি নব ফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায় ;
এসো এসো ভরা বরষায় ।
এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরাণ ভরি' যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায় ;
আজি জলভরা বরষায় ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লীলা-সঙ্গিনী

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হ'লো যেন চিনি,—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা-সঙ্গিনী?
কাজে ফেলে মোরে চ'লে গেলে কোন্ দূরে,
মনে প'ড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।
এলোচুলে ব'হে এনেছো কি মোহে
সেদিনের পরিমল?
বকুল-গন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল?
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জ-মাঝে
চারু চরণের ছায়া-মঞ্জীর বাজে,
সে-দিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চলা।
অঞ্চল হ'তে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল।

মনে আছে সে কি, সব কাজ, সখি,
ভুলায়েছো বারে বারে!
বন্ধ দুয়ার খুলেছো আমার
কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।
ইসারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেতো মোর বাতায়নে এসে,

কখনো আমের নব মুকুলের বেশে,
কভু নব মেঘ-ভারে।
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছো বারে বারে

নদী কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি' করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষা-শেষের গগন কোণায় কোণায়,
সন্ধ্যা-মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জন ক্ষণে কখন অন্য-মনায়
ছুঁয়ে গেছো থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

কি লক্ষ্য নিয়ে এসেছো এ বেলা
কাজের কক্ষ-কোণে?
সাথী খুঁজিতে কি ফিরিছো একেলা
তব খেলা-প্রাঙ্গণে?
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘর-ছাড়া যত দিশা-হারাদের দলে,
অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে?
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষ-কোণে।

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানস প্রতিমাগুলি?
কল্পনা-পটে নেশার বরণে
বুলাবো রসের তুলি?

বিবাগী মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে
উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে,
কল-গুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে
পাখায় পুষ্পধূলি।
আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে
মানস-প্রতিমাগুলি ?
দেখো না কি, হায়, বেলা চ'লে যায়—
সারা হ'য়ে এলো দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।
এত দিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী
হারায়ে ফেলেছি সে-দিনের সেই বাঁশী,
আজ সন্ধ্যায় ওঠে নিঃশ্বাসি'
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছো খেলায়,
সারা হ'য়ে এলো দিন।

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে ?
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে ?
মালতী-লতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তা'রি লুকোচুরি রাতে ?
সুর বেজেছিলো যাহার পরশ-পাতে
নীরবে লভিব তা'রে ?
দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা
রচিবে অন্ধকারে ?
যদি রাত হয়—না করিব ভয়,—
চিনি যে তোমারে চিনি।

চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি,
হে গোপন-রঙ্গিনি ?
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চ'লে
তবু সব কথা যাবে সে আমায় ব'লে
তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে
হে রস-তরঙ্গিণি !
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,
চিনি যে তোমারে চিনি।

রমণীমোহন ঘোষ

বিকাশ

ওহে সুন্দর মম অন্তরে
একি উচ্ছ্বাস নব,
একি আকুল পুলক হিল্লোল প্রিয়
নব সঙ্গীত রব !

আজি মধুময় ধরা শোভা সৌরভে ভরা
নিভৃত আমার কুঞ্জ কুটীরে
আজি কি মহোৎসব !

বিকশিত আজি নব গৌরবে
হৃদয় কমল মম,
তাই উচ্ছ্বসি যেন উঠিছে প্রাণের
লাবণ্য নিরুপম।

নবীনা ভাবনা কত ফুটে উঠে অবিরত
চেয়ে আছে তব প্রেমালোক তরে
সূর্যমুখীর সম।

কতদিন হায় জেগেছো রজনী
কতনা বিষাদভরে,
তবু, পারনি বুঝিতে মোরে কতশত
ব্যগ্র প্রশ্ন করে' !

কত নব ভালবাসা আবেগ পূর্ণ ভাষা
লজ্জা কাতরা বালিকার কাছে
বিফলে গিয়াছে মরে।

আজি ফেলে দিব তুচ্ছ শ্রী।
হীন লাজ আবরণ,
তুমি, এস, হৃদয়েশ, হৃদি মন্দিরে
হৃদি-মন্থন ধন !

গোপন মরম মম দেখ অন্তরতম !
দেখ, কোন্ পদে সঁপিয়াছি আমি
তরুণ জীবন মন !

মৌন মূঢ় সে বালিকা চিত্তে
দেখ, কি মত্ত আশা !
আজি, মিটাতে চাহে সে প্রেমতৃষা তব
ঢালি চির ভালবাসা !

চাহে সে পরাণ খুলে কহিতে শ্রবণ মূলে
যুগে যুগে যত প্রণয়িণীগণ
কহিয়াছে প্রেমভাষা !

ওহে বাঞ্ছিত ! দেখ, আজি মোর
একি ব্যাকুলতা নব !
চাহে, ক্ষুদ্র হৃদয় পুরাইতে তব
আশা আকাঙ্খা সব !

রেখেছি বক্ষ ভ'রে   সান্ত্বনা তব তরে,
ওগো অতৃপ্ত আছে এ হৃদয়ে
সর্ব তৃপ্তি তব।

রাজিয়া খাতুন

মাটীর বেহেশ্‌ত্‌

ওরে নিশীথিনী আজ উন্মাদ-পারা হ'য়ে বেভুল
জ্যোৎস্না-সায়র আলোকিত করি
চপল লীলায় দুনিয়াটা ভরি,
তিমির বসন পড়িয়াছে ঝরি—
নিজের নগ্ন রূপের নেশায় দোলে দোদুল,
তবু ওগো প্রিয়া, তোমার রূপের নহে সে তুল।

ভালবাসি আমি সুরা ও তরুণী সাকীরে মোর,
তাতে নিশিদিন দিল্‌ থাকে খোশ
যত নীতি-বিদ ধরিবেন দোষ
কত না ভ্রূকুটি, কত যে গো রোষ,
ভালবাসি ব'লে চুরি না-করিয়া হয়েছি চোর।

মাটির যে ছেলে মাটিই যে তার অন্তঃপুর।
দু'দিনের হাসি দু'দিনের খেলা,
তাই বলি সখি থাকিতেই বেলা
ভোগ করে নাও আনন্দ মেলা—
খেলা ভেঙ্গে যাবে নহে তো সে দিন অধিক দূর,
যাবেনা সেখানে আলো-রূপ-শোভা-সুরা কি সুর।

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

সলজ্জ দৃষ্টি

বাতাস লেগে ফুলটি কাঁপে—
পাতার তলের ফুলটি,
শুক্তিকারার কবাট খুলে
হাস্‌ছে মোতির দুলটি ;
জাগছে জোয়ার-জলের থেকে
মগ্ন নদীর কূলটি !
দৃষ্টি, সলাজ দৃষ্টি তোমার
ঘোমটা-পরা দৃষ্টি,
কেমনকোরে জানাই তোমায়
কেমন লাগে মিষ্টি ;
ধূপের ধোঁয়ার আব্‌ছায়াতে
জ্বল্‌ছে দেউল-দীপটি !

রাধারাণী দেবী

সম্বল

মধুর ধ্যানের রসে বিচ্ছেদের শূন্যপাত্র মম
লইয়াছি ভরি
অনন্তের হাসি তাই অশ্রু-যুথি রূপে প্রিয়তম
পড়ে আজি ঝরি'।
ক্রন্দন,—ক্রন্দন নহে, আনন্দের প্রবাহ চঞ্চল,
চিত্তের পুলকনীর নেত্রতীরে করে টলমল !

বেদনা হয়েচে সোনা—দুঃখ হ'ল পরম-নির্মল
বক্ষে তারে ধরি' !

জীবন অরণ্যচ্ছায়ে আঁধার ঘনায়ে আসে খালি
দীর্ঘপথ বাকী,
হে মোর পরম-রম্য ! তোমারি প্রেমের দীপ জ্বালি
চলেছি একাকী।
জানি জানি, জানি বন্ধু ! দিক্‌হারা এ' পান্থেরি তরে
তোমার রজনীগন্ধা আছে জাগি' বনপথ 'পরে
সুগন্ধের সুর তার ইঙ্গিতে পরম সমাদরে
গৃহে ল'বে ডাকি' !

তোমার বিরহ মোর কামনা-পঙ্কের মাঝে প্রিয়
ফুটায়েছে ফুল ;
বিথারি' সহস্রদল সে কমল হাসে কমনীয় :
ত্রিলোকে অতুল।
অপূর্ব মাধুর্য-মধু সিঞ্চিয়াছে প্রাণে প্রাণে মোর ;
সুন্দরের স্বপ্নচ্ছবি মুগ্ধ-আঁখি করেছে বিভোর,
বেজেছে আলোর বাঁশী, ছিন্ন করি' ঘন-অমা-ঘোর
প্লাবি' প্রাণ-কূল !

আমার বসন্ত ওগো !—জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি
মুছিয়া নিমেষে
মুঞ্জরি' তুলেছো তুমি হিম-শীর্ণ বিশুষ্ক-বনানী,
—দক্ষিণার বেশে।
আনন্দ-পল্লবচ্ছায়ে প্রমুগ্ধ হৃদয় অবিরত
কূজিছে প্রলাপ আজি, কলকণ্ঠি কপোতীর মত
—নীরবে নন্দিছে তারে সংখ্যাহারা সন্ধ্যাতারা যত
অপার্থিব-হেসে।

আমার এ রিক্ত-প্রাণে পরম-পূর্ণতা বন্ধু তাই
আমি সর্বসুখী,
তুমি বাসিয়াছো ভালো,—আর কোন দৈন্য ক্ষোভ নাই
নহি নহি দুখী!
তুমি বাসিয়াছো ভালো, তুমি ভালোবাসিয়াছো বঁধু,—
যত স্মরি' তত প্রাণে উছলি' উথলি' ওঠে মধু,
বিরহ-বেদনা তাই গন্ধ-ধূপে পরিণত,—শুধু
উর্ধ্ব-অভিমুখী!

রাধারাণী দেবী

বিকাশ

জাগিলো যৌবন-পদ্ম। টুটিল সহস্র-দল-কারা।
ফুটিল গো ফুল।
আপন-অন্তর-গন্ধে আপনা-বিস্মৃত আত্মহারা
বিহ্বল-ব্যাকুল।
উচ্ছ্বসিত প্রাণরসে দেহে মনে স্বপ্নাবেশ লাগে,
নয়নে লাবণ্য'চ্ছুরে, অধরে অতৃপ্ত-তৃষা জাগে,
আনন্দ-চঞ্চল চিত্ত বসন্তের বর্ণ গন্ধ রাগে
দীপ্ত ঝলমল;
জীবনের-অন্ধ-বীজ অঙ্কুরের পরিণতি মাগে
আলোকে উজ্জ্বল।

কোথা গো তরুণ রবি! কমলের বল্লভ-অরুণ!
স্বর্ণকর-জালে
আতপ্ত-চুম্বন-রাগ এঁকে দাও কুঙ্কুম-করুণ,
প্রিয়ার কপালে।
যৌবন জাগিলো যদি, অন্ধ-অন্তরের গন্ধ-গানে
উন্মীলিয়া আঁখি-পুষ্প, বিস্ময়ে তাকালো বিশ্বপানে,—

—কোথা সেই প্রেম-সূর্য ? তূর্য যাঁর ধ্বনিলো তাহার
বক্ষের স্পন্দনে,—
তাঁর তরে পূর্ণ-পাত্র অমৃত-উচ্ছল উপহার
দেহের নন্দনে।

স্ফুরি' সপ্তবর্ণ'চ্ছটা চিত্তপটে স্বপ্ন-ইন্দ্রধনু
টানে মুগ্ধ-তুলি,
বসন্ত-বল্লরী সম কুসুম-প্লাবনে বর-তনু
উঠিলো উচ্ছুলি'
নিশা'র নিকষ প্রান্তে প্রভাত-সঞ্চার সম ধীরে,
অপরূপ-রূপ-রাগে দেহ মন প্রাণ ঘিরে ঘিরে
ফুটিছে মাধুর্যচ্ছবি রহস্য ঘনায়ে, তনু মনে
রচি' ইন্দ্রজাল,
শীর্ণা সিন্ধু-স্রোতস্বিনী ভরা-ভাদ্র-পূর্ণিমার ক্ষণে
নিমেষে উত্তাল।

অধীর-অনন্ত আজ আনন্দে ব্যথায় ধৈর্যহারা
ব্যাকুল চঞ্চল।
রাজার কুমারী কারে খুঁজে ফেরে ভিখারিণী পারা
লুটায় অঞ্চল !
মধুচ্ছন্দা মন্দবায়ু দক্ষিণ-সাগর হ'তে আসি'
আকাশে আকাশে যেই সে বারতা দিলো পরকাশি'
জাগিলো জীবন-কুঞ্জে অজানিত পুলক-পরম,
—গোপন-গভীর।
রস-সমুচ্ছল অঙ্গে রোমাঞ্চিল প্রসুপ্ত-সরম
অরুণচ্ছবির।

ফুটিল যৌবন-পদ্ম। থর থর কাঁপে নীল-নীর,
সমীর মূর্ছিত ;—
পুলকের বন্যাবেগে বালুবেলা তরঙ্গ-অধীর
ফেন-উচ্ছুসিত।

উচ্ছল-বেদনামধু মর্মকোষে অবরুদ্ধ করি'
ফুটিল যৌবন-পদ্ম গন্ধের অঞ্জলি ঊর্ধ্বে ধরি,—
কোথা গো দেবতা মোর। যৌবনের সার্থকতাবহ
—প্রাণ-ঘন-প্রেম।
জীবনের শ্রেষ্ঠধন। এসো এসো, পূজা-অর্ঘ্য লহ
ইন্দীবর-হেম।

ভ্রষ্টলগ্ন

রাধারাণী দেবী

হে বিদ্রোহি! আজ এলে নতশির নতজানু হয়ে
অসময়ে স্বস্তিবাণী লয়ে!
মহাকাল তুলিয়াছে শান্তির পতাকা তব কেশে,
আসিয়াছ শান্ত নম্রবেশে।
যৌবন তাণ্ডব আজ অন্তর্হিত উন্মত্ততা সহ,
জীবনের শূন্যপুরী হইয়াছে বুঝি বা দুর্বহ,
করে লয়ে সন্ধিলিপি প্রত্যাগত আজিকে সেথায়,
—একদিন আসেনি যেথায়।

স্বেচ্ছায় উপেক্ষাভরে ত্যজেছিলে এ সাম্রাজ্যভূমি,
প্রত্যাখ্যান করেছিলে তুমি
প্রিয়ার সহজ প্রেম, সুন্দর প্রাণের স্নিগ্ধনীড়!
যে-হাটের হট্টগোল ভীড়
করেছিল বিমোহিত উদ্দাম মাদক রসে তার,
উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসের সে প্রমত্ত উন্মাদনা ভার
পার্বতী বন্যার সম তীব্র বেগে গেছে পুনঃ ফিরে
জীবনেরে গ্লানি পঙ্কে ঘিরে।

তোমার বসন্ত নিঃস্ব হয় নাই আজো?—হতে পারে।

—এসেছ কি তাই মোর দ্বারে ?
অনাদরে অপমানে গেছে চলে আমার ফাগুন,
বৈশাখের জ্বলন্ত আগুন
ছায়াহীন এ' প্রান্তরে বর্ষিছে প্রখর সূর্যদাহ।
—হে বঞ্চিত ! ভোগক্লান্ত ! এখানে এখন এসে চাহ
অতীতের সেই স্নিগ্ধ সুশীতল প্রেমামৃত ধার,
কোথায় অস্তিত্ব আজ তার ?

একদা মন্দিরে মোর এসেছিল বসন্তের রাতি !
সুরভি আকুল শত বাতি
জ্বলেছিল জীবনের পুষ্পাকীর্ণ সুরম্যবাসরে।
—সেদিনের আনন্দ-আসরে
তোমারি লাগিয়া পাতা হয়েছিল রাজ-সিংহাসন।
বরণের মাল্য হাতে কণ্ঠে মুগ্ধ প্রেম-সম্ভাষণ
আমি আনিলাম অর্ঘ অষ্টাদশ বসন্তের ফুলে
নিবেদিতে তব পাদমূলে।

কতবার ষড়ঋতু বিবিধ কুসুমগন্ধে ছাওয়া
বৃথাই করেছে আসা-যাওয়া !
আমার অশ্রুর বাষ্পে ম্লান হয়ে গেছে চন্দ্রালোক,
আনন্দ হয়েছে তীব্র শোক।
আশার মঞ্জরী মোর বৃন্তচ্ছিন্ন হয়ে গেছে প্রাতে।
নিঃসঙ্গ করেছি যাত্রা তন্দ্রাহীন তিমিরান্ধ রাতে,
বন্ধুর এ পথে মোরে তুমিই দিয়েছে বন্ধু ঠেলে ;
—এত কাল পরে আজ এলে !!

মধুঋতু ব্যর্থ মম। অকালেই এসেছে নিদাঘ,—
অগ্নিতপ্ত তার তীব্ররাগ
দগ্ধ করিয়াছে দেহ। কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা ঘোর
বিধ্বস্ত করেছে মন মোর।

নব তপস্যায় আজি বসিয়াছি দীপ্ত সূর্য শিরে,
পঞ্চাগ্নির হোমকুণ্ড জ্বলিতেছে চারিপাশ ঘিরে,
এখানে স্নিগ্ধতা মৃত, শীতল আশ্রয় কিছু নাই,
—পুড়ে সব হইয়াছে ছাই।

তোমার আমার যাত্রা একলক্ষ্যে অজ আর নহে!
ভিন্নমুখে চলেছি উভয়ে
চলে বিপরীত কেন্দ্রে দুইখানি জীবনের রথ,—
নির্বাচিয়া নিজ নিজ নিজ পথ।
তবুও বিশুষ্ক আঁখি আজো মোর ভরে আসে জলে,
একদা চেয়েছি যারে তারেই ফিরাতে হলো বলে!—
দুর্লভ বল্লভ মোর দ্বারে এলো অকিঞ্চন বেশে,—
আমার প্রেমের মৃত্যুশেষে।

হয়তো এ স্মৃতি মোর জীবনের শুষ্ক শূন্যপাতে
কোনও চৈত্র-পূর্ণিমার রাতে
ঝিল্লী মুখরিত কোনও কোয়াগন্ধী আষাঢ়ের সাঁঝে
সঙ্গীহীন উদাস অকাজে
রচিবে নূতন লেখা বেদনার নব বর্ণ জালে।
তোমার নিরাশা আঁখি কোনও এক অস্ফুট সকালে
আমার স্মরণাকাশ নিগূঢ় আলোকে পূর্ণ করে
আবার করিবে নিঃস্ব মোরে॥

রিয়াজউদ্দীন চৌধুরী

তার চক্ষে হৈম-স্বপ্ন অশ্রু-আলিম্পন

সুনীল জাপানী কাচে মিনা-করা-ছবির মতন,
যেন এক নিস্তরঙ্গ গাঢ় স্বপ্ন নীলাভ আকাশ।
তারি মাঝে চন্দ্রমরি সৌন্দর্যের সুরভি আভাস,
ভুঞ্জে নিতি রহস্যের ধ্যান-লোকে অপূর্ব মরণ।

অস্বৈরী সাকীর গণ্ডে কেবা দিল বেপথু চুম্বন
নীলনিভ যবনিকা আড়ে টানি', চলে সে উদাস ;
সুরা কুম্ভ ভেঙ্গে গেছে—উৎসারিছে মৃদুল বাতাস
মত্ত নেশা। তার চক্ষে হৈম-স্বপ্ন অশ্রু-আলিম্পন
সুর-লোকে নৃত্য-রতা ঘৃতাচীর স্তনদ্যুতি-ভার
ঠিকরি আকাশ-পটে বাঁধিল কি জ্যোতির বিম্বক ?
অথবা ও হংস-নৃত্য করে 'এ্যানা' গতি-ভঙ্গে তার
ঝরে পড়ে লক্ষ লক্ষ ভগ্ন-স্বপ্ন তুষার পালক।
কে দিল কঙ্কণ ছুঁড়ে' ? বক্ষে ধরে' সেই উপহার—
চে'য়ে আছ রাত্রি ভর মোহ-মুগ্ধা আঁখি নিষ্পলক।

লজ্জাবতী বসু

দূরে

দেবী! দূর হ'তে আমি গড়িব তোমারে
দেবতা মনের মত
সাজাব দেউল মানসের মোর
অমূল্য রতনে যত।
দূরে থেকে আমি হেরিব তোমার
মহিমা গো নিশিদিন,
পাছে এ মলিন মর্ত-ছায়ায়
ও দেবত্ব হয় ক্ষীণ!
উঠিবে যখন ধূপ-ধুনা বাস
তোমার বরণ গানে,
মরম কাহিনী মূরছিবে পড়ি,
দেবীর মহিমা-ধ্যানে।
আরতী-দীপ্ত প্রদীপ-প্রভায়
কনক কোমল ছায়ে,
যখন তোমার দূর দেবী-ছায়া
হেরিব উজল 'ভায়ে—

দূর হ'তে তুমি মধুর নয়নে
চেয়ো তবে একবার,
গণিব আমার জীবনের সেরা
সেই তো পুরস্কার।

লীলা দেবী

বাসনা

তোমার সুখের দিনে
উৎসব মিলনে.
ভুলে যদি যাও মোরে ক্ষতি নাই তায়,
সঙ্গীহীন যবে তুমি
নিতান্ত নির্জনে
স্মরিও আমায় সখা এ মিনতি পায়,

বসন্ত কুসুম ছাওয়া
মাধবি বিতানে
নাহি শোনো ক্ষতি নাই আমার এ গান,
দুরন্ত ঝড়ের রাতে
শয়ন শিথানে
মোর গানে ক্ষণতরে দিও সখা কান!

যশের সুরভি মালা
যবে রবে গলে
মোর গাঁথা মালাখানি ছুঁয়োনা না-হয়,
যদি হয় অপযশ
নয়নের জলে
মোর মালতীর মালা পরাব নিশ্চয়!

শশাঙ্ক মোহন সেন

গুপ্ত প্রেম

চিরদিন দিনু দৃষ্টি সে দূরে দাঁড়ায়ে—
মিষ্টির থালে ভিখারীর দূর দৃষ্টি!
একদিন মোর অভাব্য আশা-মিলায়ে
দিলেন বিধাতা, উলটিল মোর সৃষ্টি!
হৃদয়ে আসিয়া দাঁড়াইল হেমবর্ণা
সুধা সম্পুট ধরিল তুলিয়া অধরে!
—ভিতরে বাহিরে মধুগন্ধের ঝর্ণা;—
অমিয়া বরষি; পরশি পুষ্প নিকরে!

কি কহিল মোরে! কি শুনিনু মোর দু'কানে?
নির্দয়া যারে পাষাণী হেন যে ভেবেছি!
"প্রিয়—প্রিয়তম, এত—এতকাল গোপনে
জান কি তোমারে কতই ভাল যে বেসেছি?"
আকুল হিয়ার মত্ত লহরি-উছাসে
কাঁচলি-ছিঁড়িয়া পড়েছিল বুকে ঝাঁপায়ে,
বনস্পতির গায়ে দাবানল-বিলাসে
স্বর্ণ-বরণা ধরেছিল মোরে লতায়ে!

উদাসিনী বুকে রহে কি বাহিনী মমতার?
—ভাবিয়াছি কত দূর সন্দেহে নিরখি'!
গুপ্ত সে বুকে বিমুখী আনত-আননার
এত তরঙ্গ হিয়ার আকুলি ছিল কি?
সোনা হ'য়ে গেনু পলকের সেই মিলনে
গুপ্ত প্রেমের বিজনে, কুঞ্জ আগারে!
বিজলী সে মম গিয়াছে জীবন-গগনে
সুধাপথ আঁকি, এ'পার হইতে ও'পারে!

শশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

প্রতীক্ষা

প্রদীপ খানি জ্বালিয়ে র'ব
আঁধার ঘরে,
একাই আমি জাগ্‌বো রাতি
তোমার তরে !

অনেক রাতের অনেক আশা,
প্রাণের কত গভীর ভাষা,
ব্যর্থ হ'য়ে কাঁদায় প্রভু,
আমায় জানি,
তবু ও র'ব জ্বালিয়ে এ মোর
প্রদীপ খানি !

দূর আকাশে জ্বল্‌বে তারা
মিটির মিটি,
রইবো চেয়ে তা'দের পানে
আকুল দিঠি !

জানাবো মোর প্রাণের ব্যথা,
বেদনভরা এ আকুলতা,
গানের সুরে কইবো কথা,
শুন্‌বে নাকি ?
আকাশ যেগো উঠবে কেঁদে
তোমায় ডাকি' !

জানি নাইত' প্রিয় আমার
আস্‌বে কবে,
তবু নয়ন তোমার পথেই
তাকিয়ে র'বে !

কাটবে আমার গভীর রাতি
অশ্রুজলের মাল্য গাঁথি,
তোমার আশে দুয়ার পাশে
রইবো আমি,
ভুল্‌বোনাক' আমার তুমি
জীবন-স্বামী!

আস্‌বে তুমি আসবে প্রভু
আমার ঘরে,
এ আশা মোর চিরযুগের—
তোমার তরে!
এ আশা মোর হৃদয় মাঝে,
সুরে সুরে হে নিত্য বাজে,
এ আশা মোর ছড়িয়ে গেছে
সুদূর নভে,
এই আশাতেই জীবন সারা
পূর্ণ র'বে!

শশীভূষণ দাসগুপ্ত

বেহুলা

(অংশ)

অনাদির নৃত্যমদে ক্ষিপ্ত দূর দিগন্ত প্রসারী
দুর্দম অনন্তকাল ; বক্ষে তার একাকিনী নারী
মুহূর্তে মুহূর্তে মগ্ন নিঃসহায় নিঃসঙ্গ ভেলায়
ভাসিছে নির্ভীক মৌন প্রশান্ত হেলায়!
স্মৃতির শয্যায় তব শায়িত রয়েছে শুধু প্রিয়তম যুগ যুগান্তের
শিয়রে জাগিয়া তুমি তন্দ্রাহীন ধ্যানমূর্তি অনন্ত প্রেমের!

উন্মাদ-অম্বুধি বক্ষ ঘূর্ণ্যছন্দে শ্বসে বারম্বার
প্রচণ্ড দুর্বার,—
প্রলাপে গর্জনে তার অট্টহাসি কলরোলে শিহরি' উঠিছে চারিধার
তরঙ্গের লক্ষ জিহ্বা ছুটিয়া আসিছে লেলিহান,
মত্ত বেগবান
নির্মম সহস্রাঘাতে বিশ্বসৃষ্টি ত্রস্ত কম্পমান!
তারি মাঝে হে নির্ভীক সতি,
প্রিয়েরে আঁকড়ি' বুকে উদ্ভাসি' উঠিছে তব সর্বজয়ী প্রেমময়ী
স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতি। প্রশান্ত মূরতি

জীবনের সুধাপাত্র অর্ঘ্য লয়ে সাগরবেলায়
চেয়েছিলে দুঃখ সুখে বিচিত্র খেলায়
নিবিড়ে পাইতে আপনারে
প্রেমের মাঝারে।
সদ্য অর্ধ-বিকশিত পুষ্পকলি সম
মুগ্ধ মধুগন্ধ ভারে খুঁজেছিলে তব প্রিয়তম।
অন্তরের বসন্ত কাননে
তারে চেয়েছিলে তব কম্প্র-বক্ষে রক্তিম আননে,—
মুক্ত বাতায়নে
দক্ষিণ মলয় মন্দে হিল্লোলিত সোনার স্বপনে
অর্ধ জাগরণে।

একদিন এল সে লগন,—
বিশ্বখানি হাস্যময়ী অনাগত রহস্য-মগন,—
মিলন মঙ্গল শঙ্খে বিধুনিত মেঘহীন
শান্তিময়ী সন্ধ্যার গগন।

অভাগিনী,—সে মিলন রাতে
কুসুমে কুঙ্কুমে রচা নবতম সেই তব বাসর শয্যাতে
সহসা অলক্ষ্যে এল ক্রূরতম মৃত্যুর দংশন,—

ঢলিয়া পড়িল প্রিয়,—নিমেষে ভাঙিয়া গেল
জীবনের মধুর স্বপন,—
মিলন-ছলনে মাত্র নেমে আসে বিচ্ছেদ লগন

শান্তিকুমার ঘোষ

প্রেমের প্রার্থনা

স্বর্গের আগুন থেকে তোমার পবিত্র প্রেম
নিয়ে এসো তুমি :
রশ্মি যার দীপ্ত করে, গ্লানি হতে মুক্ত করে
নতুন সৃষ্টিতে ;
প্রবল্ প্রখর তেজে তরুগুল্ম দূরে রাখে
থর মরুভূমি।
স্বর্গের আগুন থেকে মাটির প্রদীপ আজ
জ্বেলে নাও তুমি।

দ্যাখো নাকি রৌদ্রেজলে ঝড়ের প্রহারে আমি
কেবল বিক্ষত ?
নিরুদ্ধ যৌবন চায় অজস্রে পুষ্পিত হতে
অসীম প্রত্যাশে,—
অপ্রত্যয় দিকে দিকে, ঘৃণার তুষার হায়
জমে ওঠে ততো।
কত আর রৌদ্রে জলে ঝড়ের প্রহারে হবো
কেবল বিক্ষত

তারে বাঁধা কত গান থরো থরো প্রতীক্ষায়
যন্ত্রণার ভারে :
চাঁপার আঙুল তুলে কবে তুমি দেবে টান
নিপুণ ছোঁয়ায়।
দিগন্তে শিবির ফেলে পথকে আনিবে ঘরে
নিবিড় ঝংকারে ;
শিলীভূত এই প্রাণ উজ্জীবন পাবে ফের
আলোর সঞ্চারে।

শান্তি পাল

স্মৃতি

সোনার প্রতিমা ভাসায়ে দিয়াছি অশ্রুমতীর জলে
প্রাণের বাসনা বলি দিছি সব যূপকাষ্ঠের তলে।
প্রাণ-উৎপল শুধু পড়ে আছে শূন্য বেদীর মূলে,
চাঁদ মালাখানি রহিয়া রহিয়া বাতাসে উঠিছে দুলে।
আর নাহি বাজে প্রভাতে প্রদোষে আরতি ঘণ্টা ধ্বনি,
বেদের মন্ত্র মুখরিত হ'য়ে উঠে নাক রণরণি।
কোশাকুশী ঘট পঞ্চ-প্রদীপ ছড়ান দেউল দ্বারে,
নিখিল বিশ্ব আবরিল ঘন নিবিড় অন্ধকারে।
বিজয়া দশমী পাণ্ডুর চাঁদ মাথার উপ
আবছায়া মাথা নগ্ন আকাশে চলে গেলো মৃদু হাসি'
মানুষ যখন বাঁধিল মানুষে বাহুর বাঁধন দিয়া,
দেউলের দ্বারে কাঁদিয়া উঠিল একটি বিভল হিয়া।

আজি মনে পড়ে পুরাতন কথা প্রথম মিলন রাতি,
শত বেদনায় শত উৎসবে উন্মুখ হয়ে মাতি,—

ঝাঁপায়ে পড়িত আমার বক্ষে সবার আড়াল দিয়া,
শঙ্কিত চিতে ছুটে পলাইত সান্ত্বনা বুকে নিয়া।
ব্যাকুল হয়োনা—কহিত আমারে, বিদায় বেলার কালে,
স্নিগ্ধ-নয়নে ফিরিয়া চাহিত প্রাণের অন্তরালে।
কত না সুষমা কত না মাধুরী কত না সুরের ডোরে,
কল্পলতারে বুনিয়া যাইত আমার আঙিনা ভ'রে।

আজি মনে পড়ে সেই মুখখানি মদির নয়ন দু'টি,
আমার মাঝারে নিয়ত ফুটিয়া লতায়ে পড়িছে লুটি।
সেই স্মৃতি নিয়ে বসিয়া বিজনে মরণ-মরুর মাঝে,
জীবনের পাতা উলটিয়া দেখি কত ব্যথা বুকে বাজে
বন্ধু-বিহীন অন্ধ-রজনী মৃত্যুর জ্বালা নিয়া
আনমনে কভু উচ্ছসি' উঠি কহি—প্রিয়তমে, প্রিয়া ;
এসো আর বার অভিমান ত্যজি বিদায় বাসর ছায়,
ধারা যে গলিয়া গলিয়া ছলিয়া ছ'লিয়া যায়।

শিবরাম চক্রবর্তী

এক আর শূন্যয়

হোক রতিরত্তি
যা পেয়েছো এ জীবনে পেয়েছো তা সত্যি।
নয় মিছে মিথ্যে
দেখেছো যা দুই চোখে, পেয়েছো যা চিত্তে।
যা কিছু অমূল্য,
এ জীবনে এ ভুবনে নাই যার তুল্য—
দেখো ভেবে চিন্তে,
যা পেলে অমনি পেলে। মেলে তা কি কিনতে ?

এক ফোঁটা ভালোবাসা, একটু আনন্দ,
এতটুকু ছন্দ,
কিছু রস রঙ তো
মিলেছেই। মিলেছেই কারো কারো মন তো?

কাঁটা আর ফুল দুই নিয়েই বসন্ত।
নয়কি তা সত্যি?
কখনো না যেচে পাওয়া, কখনো আপত্তি।
হোক তিল তিল মন, মন্দির তা দিয়েই।
কণা কণা চুম্বন—কণারক তা দিয়েই।
রূপ অফুরন্ত:
জীবনের পুঁজি তার ছিটে-ফোঁটা কুড়িয়েই,
পেয়ে আর ফুরিয়েই।
অন্ধ ও ক্ষুণ্ণ
বারেকের এ জীবন—তার পরে শূন্য।
অনৃত—অনিত্যে
মিলেমিশে একশাই! তবু নয় মিথ্যে।
সবই এক রত্তি—
এক আর শূন্যয় দশগুণ সত্যি॥

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

মৃত বসন্ত

চুপ করো দেখি, দু চোখে আমার এসেছে ঘুম।
ফিকে জ্যোৎস্নার ধবধবে সাদা রাতের রূপ
তোমার রক্তে নেশা ধরিয়েছে, আদিম নেশা?
সারাদিন আজ কলম পিশেছি—কর না চুপ!

ঘুমের ঘুঙুর রিণিঝিনি বাজে—কি সুন্দর!
তোমার ক্লান্তি দূরে গেল? কেন খোঁপাতে ফুল?
হাসনু-হেনায় ঘরখানা আজ বাস-মাতাল,
আঙুরের মোহ শেষ হয়ে গেছে,—করেছ ভুল!

দূরের আকাশ ঘন নীল রঙে গেছে না ডুবে?
দুটো বালুহাঁস আকাশের কোলে এসেছে উড়ে।
কাজ নেই আর হিসেবে ওসব, কি লাভ বলো?
পিছনের ক্ষণ পিছনেই থাক—অনেক দূরে।

সোনার কাঠির পরশ পেয়েছ কোথায় আজ—
সহসা এখন হারানো কথার স্বপন বোনো?
সেতারের সেই প্রথম আলাপ নেই ত' মনে,
অন্তরা শেষ কাজ নেই আর কামনা কোনো।

যবনিকা কবে নেমেছে এখনে, কি জানি বলো,
ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেল মধুমাসও চলে সে কোন্ দিন?
ম্লান ঘাসে শুধু শিশির শুকালো, ফোটেনি ফুল,
ভ্রমর-ভ্রমরী ফিরে গেল চলে অর্থহীন!

হয়তো এ-মনে কোনোদিন ছিল কাব্য কলি,
আবেগে আতুর তোমার হৃদয়ে তুলেছি সুর—
আজকে দেখছো ধ্বংস দানব হেনেছে বাণ,
টুঁটি টিপে ধ'রে জীবন থেকেও করেছে দূর।

ঘড়ির কাঁটায় রাত হয়ে গেছে—অনেক রাত,
মৃত বসন্ত: অনুরোধ করি থাক ভাষণ!
জ্যোৎস্নার রঙে মিনে করা ক্ষণ—যাক না মরে,
মন থেকে মুছে পুষ্পধনুর যাক শাসন।

তার চেয়ে এস পণ করি আজ—বসন্তের
উৎসব মোরা জাগাবোই প্রাণে সুনিশ্চয়।
প্রাণ-কেড়ে নেওয়া দস্যুকে মেরে করবো দূর,—
খুসিতে তখন গড়বো ফাগুন—আনবো জয়।

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

আমি—তুমি

আমি তোমায় ভালবাসি
তুমি আমায় বাসবে না কি?
আমি তোমার কাছে আসি
তুমি ক্ষণেক আসবে না কি?
দেশ বিদেশে ঘাটে ঘাটে
পেলাম না তো তোমায় খুঁজে,
তরী আমার এমনি করেই
সারা জীবন ভাসবে না কি!

অন্ধকার এ হৃদ্-গগণে
ওগো আমার শরৎ শশী
হাসির মধুর লহর তুলে
তুমি ক্ষণেক হাস্‌বে না কি?
তোমার অদর্শনের আগুন
জ্বলছে প্রাণে দিন-রজনী,
তোমার মোহন মিলন, আমার
হৃদয়-জ্বলন নাশ্‌বে না কি?

সাহারা এ মরুভূমি
হাহাকারে সদাই ভরা
তোমার প্রেমের সুধার ধারায়
আবার তাহা ভাসবে না কি ?
"আমি তোমার, তুমি আমার"
হৃদয় পটে রক্তে লেখা !
এত ভালবাসা আমার
তুমি একটু বাসবে না কি ?

আজকে এ দীন ক্ষুন্নমনে
বসেই আছে গৃহের কোণে
ভাবছে তুমি কঠোর অতি
ক্ষণেক কাছে আসবে না কি ?

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পরম ক্ষণ

এ-পার ও-পার, দু-জনে যে আজ দু-পারের অধিবাসী,
মধ্যে উথলে অশ্রু-সাগরে লবণ-অম্বুরাশি।
দিগন্তলীন অসীমে কোথায় অবলম্বন পাই,
স্মৃতির সেতু যে রচনা করিয়া চলি চিরদিন তাই।
একবার শুধু আসে মানুষের জীবনে পরম ক্ষণ ;
তারপর সারা-জীবন ভরিয়া তাহারি অন্বেষণ।
হৃদয় কেবলি হৃদয়ে জানায় সকরুণ আহ্বান,
বৃথা এ মিনতি, নিয়তি সেথায় নিয়ত বর্তমান !
নিষ্ঠুর পরিহাস,
এ জীবন চির-পরিচিতে খুঁজে না পাওয়ার ইতিহাস।

একদা সে কবে আসিয়াছিলাম তুমি আমি কাছাকাছি,
মনে হ'ল কোন্ স্বপ্নের মাঝে যেন আজ জাগিয়াছি।
নবীন সূর্যে সোনার দীপ্তি, চন্দ্র কিরণে মায়া,—
চরণ-ছন্দ-নন্দিত পথে ছবি এঁকে যায় ছায়া।
যেন গান শুনিনি অন্তর-তারে বাজে তার ঝঙ্কার
পুষ্পে পুষ্পে বর্ণ-সুষমা, বাতাসে গন্ধ ভার।
কিছু নাই আজ অসম্পূর্ণ, সবি হ'ল সুন্দর,
প্রতিদিবসের প্রকৃতিতে একি ঘটিল রূপান্তর।
আসে দিন একবার,
স্বর্গে মর্তে মিলে গিয়ে সব হয়ে যায় একাকার।
সে সুর মিলায়, সে আলো মিলায়, ঝরে না জ্যোৎস্না রাশি।
নিপীড়িত বীণা কেঁদে থেমে যায়, বাজে না ব্যাকুল বাঁশী,
বন্দী হৃদয় গুমরিয়া মরে, কোথা আনন্দময়
অকস্মাতের রহস্য-ভরা সে পরম বিস্ময়!
সহসা দেখি যে তুমি কাছে নাই, দূরে—বহুদূরে আমি,
ধরণীর বুকে কুজ্ঝটিকার আবরণ আসে নামি।
ভুবন-ভরা সে মাধুরীর আর মেলে না কো সন্ধান,
দু-জনের মাঝে অপার সাগর, অলঙ্ঘ্য ব্যবধান।
দিন যদি ফিরে আসে।
মথিত চিত্ত নিশ্বসি উঠে, অদৃষ্ট শুধু হাসে।
তুমিও একাকী, আমিও একাকী, জানি জানি, তবু জানি,
অন্ধকারের বুকে ফুটে উঠে নব-আলোকের বাণী।
হয়ত জীবনে অপূর্ণ থাকে মর্তভূমির আশা,
মিলন ক্ষণিক, মনে রেখো তবু ভুল নয় ভালবাসা।
বৃথা প্রতীক্ষা, হয়ত জীবনে ফেরে না পরম ক্ষণ,
একেলা মানব কেঁদে কেঁদে ফেরে, বিরহ চিরন্তন।
সেই নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে হয়ত অদৃষ্ট জয়ী হয়,
ভালবাসা তবু ভাগ্যের কাছে মানে নাকো পরাজয়,
হোক্ এই বিধিলিপি!
চির-বিরহের বহ্নি-দহনে প্রেম হয় চিরজীবী।

শৈলেন রায়

বালুকায় বাঁধিঘর

তুমি ত আমারে দিলে নাকো প্রিয়
ক্ষণিকের অবসর!
আমারে দেখেছ, দাওনি দেখাতে
কী যে মোর অন্তর।
ফুল দিলে যদি দেওয়া যেত প্রিয়, মন
আমি ভুবন ভরিয়া, রচিতাম ফুলবন!
যে হৃদয় কাঁদে হৃদয়ের লাগি
সহেনা সে ফুলভর।
অনল জ্বালিতে নিমেষ যে তৃণ
হয়ে গেল প্রিয় ছাই,
আলোর আড়ালে সে গেছে হারায়ে
তারে কেহ চেনে নাই।
প্রেম নাহি দিয়ে মালা দিলে কিগো চলে?
চন্দনে যার বাহিরে যে জ্বালা জ্বলে!
খেলা ভাঙা লাগি তুমি কর খেলা
বালুকায় বাঁধি ঘর।

শৌরীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য

প্রেয়সী

হে প্রেয়সী, হে কল্যানি, সুন্দরের রাজ্য হ'তে
কবে কার প্রেম তপস্যায়,
এ মর্তে আসিলে নামি, নয়নের দৃষ্টি দিয়া
করুণার গঙ্গা গলে যায়।

ধরার ধূলির মাঝে নন্দনের আলো করি হাতে,
যাদুর প্রতিমা যবে মধু হাস্যে দাঁড়াইলে রাতে,
ভেসে গেল অকস্মাৎ নিখিলের যত অন্ধকার।
তোমার বদন হেরি' অন্তরের শত হাহাকার—
সান্ত্বনার শান্তি মন্ত্রে প্রতিবক্ষে লভিল নির্বাণ,
মানব জীবন পরে এস এস অমৃতের দান।
যত দুঃখ যত গ্লানি ধৌত হয়ে গেছে আজি
নির্বাপিত সব হাহাকার ;
তব প্রতি বিন্দু প্রেমে, আশা সিন্ধু তটে বসি
বিশ্ব ওগো পেতেছে সংসার।

জীবন সমুদ্র বুকে মন্থনের মাঝ হ'তে
উঠিয়াছ হে তুমি কল্যাণী
অবসন্ন এ চিত্তের মৃত্যু নাশ করি দিতে
ত্রিলোকের সুধা দিলে আনি।
সে প্রেম-অমৃত পানে ভুলে গেছি বিশ্ব চরাচর,
সহস্র দুয়ার দিয়া বাহিরিতে চাহে এ অন্তর—
ধরণীর প্রতি গৃহে ঢালি দিতে তব স্নেহ ধার ;
একা সে সুখের হর্ষ—নাহি শক্তি, নাহি রোধিবার।
হে প্রেয়সী, একাধারে শক্তি আর করুণার ছবি,
মহীয়সী মূর্তি তলে লুটি লুটি পড়ে শত কবি।
তোমার রঙীন হাস্যে সোনার স্বপন রাজ্য
ভাঙি গড়ি উঠে প্রতিদিন,
তুমি বুকে বাঁধা যার, রাজ-রাজেশ্বর সে যে,
নহে আর নহে দীন হীন।

তব চিত্ত প্রতিমায় তব বিত্ত তুলনায়
শূন্য রাজ-সম্পদের ডালা,
এ সৃষ্টির কণ্ঠে দেবী দুলায়ে দিয়েছ অয়ি
সত্যশিব সুন্দরের মালা !

সাধ যায় ধরণীর কোটি আঁখি দিয়া অনিবার,
মিলায়ে এ দুটি আঁখি মূর্তি চির হেরিগো তোমার
প্রতি আত্মা প্রতিবুকে মিলাইয়া মম আত্মা প্রাণ
তব প্রেম-উৎসধারা করিবারে চাহি ওগো পান।
এস মোর সর্বসুখে সর্ব দুখে শান্ত করি শোক
ব্রহ্মার মানস হ'তে ঝরিয়াছ' মিলনের শ্লোক
প্রতি কর্ম মাঝে তুমি মর্মতলে আছ যার
তুমি যারে সপেঁছ পরাণ।
তুমি যারে দেছ ধরা, তুমি যার প্রিয়া, সে যে
তুচ্ছ করে কুবেরের দান।

নাহি চাই রাজ তক্ত নাহি চাহি অভিষেক
লভিয়াছি তব ভালবাসা;
প্রেয়সী সঙ্গিনী যার সংসার আশ্রম তলে,
বাঁধা তার নন্দনের বাসা
কণ্ঠের ঝংকারে তব বাজি ওঠে নিখিলের বীণ
তব আলিঙ্গন পাশে মাঙ্গলিক বাঁধা নিশিদিন।
লুকায়ে রেখেছ বক্ষে মানবের সর্ব প্রয়াজন,
প্রিয়েরে আনন্দ দিতে রুদ্ধ করি নিজের বেদন—
ঢেলে দেছ শান্তি সুখ নিঃস্ব করি আপনার হিয়া
বিস্মিত এ রুদ্ধ কণ্ঠ, নাহি জানি পূজিব কি দিয়া।
জীবনের প্রতি অংশে আছ সঙ্গিনীর বেশে
প্রণয়ের ওগো পূর্ণ গান;
হে প্রেয়সি, হে শ্রেয়সি, তব পুণ্য বেদীতলে
চলে চির আত্মবলি দান।

শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ

কবিতা

নিশুতি নিশার স্বপন সে কি গো
নিঝুম রাতের গান ?
বাদল-বায়ের বেদনা সে কি গো,
উছল নদীর তান ?
ফুলের পেলব সুরভি সে কি গো—
গোপন মর্ম্মপুটে ;
আঁধার-সায়রে আলোর কমল,
সুধাধারা কালকূটে ?
পিরীতি-বিলাস-হিন্দোলা সে কি ,
রূপের জ্যোছনা-শিখা
মিলনের কম কণ্ঠের হার,
যৌবন-জয়-টীকা ?
সলাজ চকিত চাহনি সে কি গো,
প্রিয়ার মধুর মান ?
নৃত্য-চপল মরাল- গতি কি,
হাসির উথল-বান ?
স্নিগ্ধ-শীতল তুলসী-তলায়
সে কি গো সাঁঝের দীপ,
উজল চোখের কাজল সে কি গো,
সিঁথির সিঁদুর টিপ ?
শিবের গায়ের ভস্ম সে কি গো,
দেবের প্রসাদী জল ?
শিশুর অধরে মায়ের চুমো কি—
স্নেহ-রসে টলটল্ ?
কৃতজ্ঞতার অশ্রু সে কি গো,
ত্যাগের বিরাট সুখ ;

সহানুভূতির দীর্ঘ শ্বাস,
মমতা পরশ টুক্
সত্য-পূজার আরতি সে কি গো,
মৈত্রী-যাগের হোম ?
কর্ম-শাঁখের চেতনা-ধ্বনি কি,
মাঙ্গলিকের ওম্ ?
ধ্যানীর মৌন সাধনা সে কি গো,
প্রাণের নীরব ভাষা ?
কল্পলোকের স্বর্ণলতা কি,
উদাসী বুকের আশা ?

সজনী কান্ত দাস

স্বপ্ন

বহু যুগ যুগান্তের প্রচ্ছন্ন বিস্তারে
মনের জড়তা মোর গতি বেগে লভিয়াছে স্বপ্নের সুষমা।
যত দ্বিধা, যত ভয়,
দিশাহারা তিমিরের যত দ্বন্দ্ব, যতেক সংশয়—
যত চলিয়াছি পথ—
জ্বলিয়া নিবেছে আশা, হইয়াছি ভগ্ন মনোরথ ;
জড় পিণ্ড রূপ ক্রমে তীব্র তীক্ষ্ণ ধরেছে আকার
দীর্ঘতর দিন মোর, ছোট হয়ে আসিয়াছে ধীরে,
আমার মানস-লোকে মোহাচ্ছন্ন নিশীথের অমা।

দীর্ঘ দেহ, কায়া সুবিপুল,
ছিল মোর সুদীর্ঘ জীবন—
অরণ্যের পশুসম অরণ্যেরে করি অনুভব !
নগ্ন বক্ষে নগ্ন দেহে এক হয়ে প্রকৃতিরে বোঝা—
বজ্র বৃষ্টি আলো-বাতাসেরে
অবাধ স্পর্শের দিয়া প্রেম।

ক্ষুধিত বক্ষের মাঝে তার পরে জেগেছে বাসনা,
নগ্ন, স্বাভাবিক।
হিংসা জাগিয়াছে মনে, নিঃদ্বেগে করেছি হনন ;
ধীরে ধীরে রচি অন্তরাল
প্রকৃতির কোল হতে বিচ্ছিন্ন করেছি আপনারে ;
এক যাহা দূর হয়ে পরস্পর করে হানাহানি।

তারো পরে দেহে মনে জেগেছে বিকার ;
বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি ক্ষুব্ধ ক্ষুদ্র মনের মাঝারে,
এক হল বহু।

গোপন অন্তরে মোর তারোপরে জাগিয়াছে প্রেম,
কাঁদিয়াছি বাসিয়াছি ভাল—
বহুরে করেছি এক বারম্বার ভালবাসা দিয়ে,
বারম্বার পরাজয় মানি।

তবু স্বপ্ন সত্য মোর, তবু আমি যা ছিলাম নহি,
আঁধার ভবিষ্য-গর্ভে রুদ্ধ আলো করিছে ক্রন্দন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

প্রেম-প্রিয়া

আকাশে প্রত্যুষ-লিপি স্বপ্নিকা উষার মন আঁকে।
তেমনি এ মদালসা পৃথিবীর পৃথুলতা তামসী লতাকে
ডেকে আনে, কানে কানে কয় সেই ছায়া-দুহিতারে :
"সই, শোনো, কোনো দ্যুতি নেই যার নারায়ণ তাকে
নেবে কি, নাবিক তার নৌকার বিলাসে
ফেলে নীল আকাশের ফেনিল উষার যূথিকারে ?
রবি-প্রিয়া পূরবিনী জানি তার সুরভির গ্রাসে
অনিরুদ্ধ সূর্য নারায়ণ, বলো, সে কি চেনে দ্রাবিঢ়-কন্যাকে ?"

চেনে। তার নাম তুমি জানো না, মেদিনী।
যেদিন তোমার বুকে কামনার কামিনী স্তবক
ফুটেছিল, তারো মনে হৃদয়াভ কিংশুক-জবক
অশোক পলাশ বুঝি অন্যমনে ফুটেছে সেদিনই।
সেই নর-নারায়ণ তাম্রবর্ণ, তাম্রপর্ণে লেখে
তোমার প্রথম নাম—প্রেম-প্রিয়া—প্রেমেরে ভোলে কে ?

সতীশচন্দ্র রায়

প্রাতঃপ্রবুদ্ধা

সখি, মোরে তোর স্বপনের কথা বল্ !
প্রভাতে তোর মুখখানি নিরমল !
কুন্তলে তোর বিকল কুসুম
পাখা মেলি যেন নয়নের ঘুম

উড়ে গেছে কোন্ অজানা গগন-তল !
বল্ সখি, তোর স্বপনের কথা বল্।

কখন্ তোমার হৃদয়ে তুলিলে বাস
অরুণ অধরে হাসিয়া মধুর হাস !
স্খলিত আঁচল তুলি দিলে রাখি'
উরঃকলি পরে, সযতনে ঢাকি
বিগত নিশার কি গোপন অভিলাষ ?
—আপনার রসে হাসিয়া মধুর হাস ?

ফুলসম তোর কপোল ফুটেছে দুটি—
নয়নভৃঙ্গ তদুপরে পড়ে লুটি,
আভাময় অতি ললাটে-কিশোর
সারা মুখখানি আলো করি তোর
ঈষৎ হাসির কিরণ পড়েছে টুটি !
সসম দুটি কপোল উঠেছে ফুটি !

বল্ সখি তোর স্বপনের কথা বল্—
দেখেছিস তুই নিশার গভীর তল ?
রতন-আলয়ে ত্রিদশ কিশোর—
হাত ধরা-ধরি চলেছে কি তোর ?
চুমি নেছে হরি' বরষের আঁখিজল ?
বল্ বল্, তোর স্বপনের কথা বল্ !

শ্রীসতীশ রায়

তিলোত্তমা

সমস্ত সৌন্দর্য হ'তে আহরিয়া তিল তিল করি'
তোমারে করিল সৃষ্টি বিশ্বশিল্পী, ওগো তিলোত্তমা !
নগ্না উর্বসীর মত মাধুরীর সুধারসে ভরি'
দাঁড়ালে মহিমময়ী !—কি তোমার দিব যে উপমা

এ বিশ্ব সৌন্দর্য মাঝে রহিয়াছ তুমি ব্যপ্ত হ'য়ে
যা'-কিছু সুন্দর সবে বহিতেছে প্রসাদ তোমার,
সবার শোভার সার সাঞ্চত যে তোমারি আলয়ে,
অখণ্ড সুন্দর এক তব অঙ্গে করিছে বিহার।
কিছু নাই; যার সনে দেই আমি তোমার উপমা ;
ওগো তিলোত্তমা !

মহিমা স'পেছে তব পদক্ষেপে আকাশের মেঘ,
মরাল সে গতিখানি জড়াইয়া দিল দুই পায়ে ;
কটাক্ষে অর্পিল শক্তি বৈশাখের ঝটিকার বেগ
ডুবাতে মনের তরী বাসনার তরঙ্গ উঠায়ে !
লীলায়িত ভঙ্গীটুকু লতাদিল মাথা নত করি'
সৌন্দর্য-রাজ্ঞীর কাছে প্রজাদের ভক্তি-উপহার,
রজনী চুলের মাঝে লজ্জা করি লুকাইল মরি !
তারারাজি আসে নেমে হইবারে ও কণ্ঠের হার !
ঐশ্বর্য স'পিয়া সবে তোমারে করিল অনুপমা
ওগো তিলোত্তমা !

কই তুমি ? দেখা দাও, কবি-হিয়া করিছে ক্রন্দন !
অসীম সৌন্দর্য-ছবি সীমা-ঘেরা রূপের আকারে,
সবারে পাই না আমি, সারাদিন ঘুরে মরে মন,
এস তুমি এক হ'য়ে মন্দগতি সৌন্দর্য-সম্ভারে।
একটু আভাস পাই বসন্তের চঞ্চল সমীরে,
সুগন্ধি অঞ্চলখানি উড়ে এসে পড়ে মোর গায়,
শরতের আলো যেন সারাদেহে চুমা দিয়ে ফিরে,
ঝাউবনে হাওয়া যেন নিঃশ্বসিয়া বলে-হায় হায় !
ষোলকলা পূর্ণ করি' ওঠ শশি ! নাশ করি অমা !
ওগো তিলোত্তমা !

সৌন্দর্য-সাগর মাঝে তুমি কি মাধুর্য মূর্তিমতী ?
কবির ধ্যানের চোখে দেখা দিলে, দাঁড়ালে বেলায়,

অমনি পড়িল টুটি' মুগ্ধ কণ্ঠে মধুময় স্তুতি,
সকল সৌন্দর্য আসি' মিলিল সে আনন্দ-মেলায়।
তাই সব ভালবাসি, এক পেলে আর কোথা খুঁজি
পাখী গায়, নদী ধায়, রাঙা আলো করে ঝিলমিল
তবু যেন নাহি কেহ; বিরহের কুয়াসা সে বুঝি
আমারে ছাইয়া ফেলে, বাদ যায় বৃহৎ নিখিল।
তুমি এস মনোময়ি! চোখে দেখা কর মোর ক্ষমা
ওগো তিলোত্তমা!

সমস্ত রূপের নদী মিলিয়াছে রূপের সাগরে,
বিশ্বের সুষমা দিয়ে ও প্রতিমা হয়েছে গঠিত;
তাই সবে কাঁদে আজ ব্যাকুলিত শুধু তোমা তরে,
একবার এস তুমি, চন্দ্র সম হও না উদিত।
আমি কেন বসে থাকি, আন্‌মনে কোন কথা ভাবি,
আজ এতদিন পরে ধরা দিল তাহারি বারতা,
এ সৌন্দর্য সমাবেশে আমারো ত আছে এক দাবী
আমি যে ভুলিয়াছিনু এতটুকু বড় সত্য কথা।
সর্ব-পুষ্প আহরণে বিরচিতা মধুচক্রসমা
ওগো তিলোত্তমা!

শুধু একজন আছে দিতে পারে তোমার উপমা,
যার মাঝে সব শোভা প্রেমিক সে পায় দেখিবারে;
সেই ত তোমারি রূপ, ওগো রাণি! ওগো তিলোত্তমা!
যে না এলে সারা বিশ্ব ডুবে থাকে আদি অন্ধকারে।
কোথা তুমি তিলোত্তমা? আছ শুধু মনের স্বপনে?
নয়, নয়, মহাভুল, আজ তুমি পেয়েছ আকার,
বিশ্বশোভা মূর্তি ধরে জীবনের চঞ্চল চরণে
চোখের সম্মুখে মোর নিত্য তুমি করিছ বিহার!
তুমি চিরদিন-কার মুগ্ধ চোখে সৌন্দর্য সুষমা
ওগো তিলোত্তমা!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ষা-নিমন্ত্রণ

এস তুমি বাদল বায়ে ঝুলন ঝুলাবে ;
কমল চোখে কোমল চেয়ে কূজন ভুলাবে।
শীতল হাওয়া—নিতল রসে—
বনের পাখী ঘনিয়ে বসে ;
আজ আমাদের এই দোলাতেই দুজন কুলাবে ;
এস তুমি নূপুর পায়ে ঝুলন ঝুলাবে।

(আজ) গহন ছায়া মেঘের মায়া প্রহর ভুলাবে,
অবুঝ মনে সবুজ বনে লহর দুলাবে।
কূজন ভোলা কুঞ্জে একা
এখন শুধু বাজবে কেকা ;
হাল্‌কা জলে ঝামর হাওয়া চামর ঢুলাবে,
(আর) গহন ছায়া মোহন মায়া প্রহর ভুলাবে।

এস তুমি যূথীর বনে দুকূল বুলাবে,
কোল দিয়ে ঐ কেলি কদম মুকুল খুলাবে।
বাইরে আজি মলিন ছায়া
মলিদা রং মেঘের মায়া,
অন্তরে আজ রসের ধারা রঙীন গুলাবে,
এস তুমি মোহের হাওয়া মিহিন্‌ বুলাবে।

(ওগো) এমন দিনে ঘরের কোণে শয়ন কি লাভে ?
কিসের দুখে নয়ন-জলে নয়ন ফুলাবে ?
আয় গো নিয়ে সাহস বুকে
পিছল পথে সহাস মুখে,
নূতন শাখে নূতন সুখে ঝুলন ঝুলাবে ;
(এস) উজল চোখে কোমল চেয়ে ভুবন ভুলাবে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

লব্ধ-দুর্লভ

হে মম বাঞ্ছিত নিধি! সাধনার ধন!
নিঃসঙ্গ এ অন্তরের চির আকিঞ্চন!
করুণ-লোচনা
অন্ধ এ মন্দিরে তুমি উদার জোছনা!
মলিন ধূলির কোলে লয়েছ গো ঠাঁই,
জ্যোছনার মত তবু অঙ্গে গ্লানি নাই!
অয়ি ইন্দু-লেখা!
অন্তরে পেয়েছি তোমা, নহি আর একা!

নহি আর সমুদ্‌ভ্রান্ত, ক্ষুধিত নয়নে
ফিরি নাক' দেশে দেশে নিষ্ফল সন্ধানে
হে অমৃত ধারা!
উঞ্ছ কটাক্ষের ভিক্ষা হ'য়ে গেছে সারা।

এসেছ' হৃদয়ে তুমি সহজ গৌরবে,
পূর্ণ করি দশদিক মন্দার সৌরভে
আমি মুগ্ধ চিতে
ফিরেছি নীড়ের কোলে তোমার ইঙ্গিতে!

আপনি মগন হয়ে গেছি আপনাতে
ভাবিতেছি নিশিদিন—কী আছে আমাতে
যাহার সন্ধানে
তুমি এসে ধরা দেছ? হায় কে তা জানে!
সংসারের মাঝে ছিনু সন্ন্যাসী উদাস
তুমি সঙ্গে নিয়ে এলে ফুলের নিশ্বাস
আনিলে চেতনা,
দুখের বিহ্বল সুখ, সুখের বেদনা!

ভেবেছিনু জগতের আমি নহি কেহ,
তুমি ভেঙ্গে দিলে ভুল, দিলে তব স্নেহ,
মর্ম পরশিলে,
রুদ্ধ উৎস খুলে গেল, হে সুন্দরশীলে !

আজ মোর সর্ব চিত সারা তনু ভরি
আনন্দ অমৃত ধারা ফিরিছে সঞ্চরি'।
নীরবে নিভৃতে
আমাতে মিশেছ তুমি, অয়ি অনিন্দিতে !

জীবনে এসেছ পূর্ণা ! রিক্তাথিতি শেষে
মানসী দিয়েছো দেখা মানুষের দেশে
অয়ি স্বপ্ন-সখী,
তোমারি মাধুরী আজ নিখিলে নিরখি।

তুমি সে বালিকা যার চম্পক অঙ্গুলি
লিখিত মেঘের স্তরে চঞ্চল বিজুলি !
যাহার লাগিয়া
জাগিত গো তন্দ্রাতুর বালকের হিয়া !

শিয়রে সোণার কাঠি ঘুমাইতে তুমি
মুক্ত দ্বারে রৌদ্র আর জ্যোৎস্না যেত চুমি !
সাগরের তলে
তুমি সে গাঁথিতে মালা মুকুতার ফলে।

তোমারি পরশ বহে বসন্ত বাতাস,
বর্ষা জলোচ্ছ্বাসে ছিল তোমারি নিশ্বাস
মূর্ছিত বৈশাখে
ও লাবণ্যমণি ছিল চম্পকের শাখে।

তুমি ছিলে অন্ধকারে কালো চুল খুলে
চন্দ্রালোকে তোমারি অঞ্চল পড়ে দু'লে
সন্ধ্যা সরোবরে,
গন্ধতৃণে গন্ধ রেখে তুমি যেতে স'রে ,

স্বপ্নে ছিলে স্বর্গে ছিলে মগ্ন পারিজাতে,
অতনু আভাসে ছিলে, ছিলে কল্পনাতে,
আজ একেবারে
মর্ত্তে এলে মূর্তি ধরে আমারি দুয়ারে !

মুগ্ধ মোরে করেছো গো মুগ্ধ চোখে চাহি,—
ধুয়ে মুছে দেহ গ্লানি, তাই সখী গাহি
বন্দনা তোমারি
তব প্রেমে মণিহার পরেছে ভিখারী।

সন্ন্যাসী সাধুখাঁ

দিন ও রাত্রি

দিনগুলি মোর মিলনের রসে
করিতেছে টলমল,
রাতগুলি মোর কালো গুণ্ঠনে ঢাকা !
সেই দিনগুলি তুমি নাও, সখি,
স্বর্ণ সমুজ্জ্বল।
রাতগুলি থাক বেদনা তিমির মাখা।
গুণ্ঠন তুলি দেখ যদি, হায় !
কোন হাসি-গান পাবে না সেথায়,
আলোর তরণী কভু নাহি বা'য়
কালো দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা।
রাতগুলি থাক্ কালো গুণ্ঠনে ঢাকা ॥

কালো দিগন্তে কান্নার ধ্বনি
শুনিতে কি তুমি পাও ?
নিশাচর পাখী ঝাপটিছে তার ডানা !
ঝঞ্ঝার বেগে টানিছে কে যেন
এ হৃৎপিণ্ডটাও !

লক্ষ দানব বক্ষেতে দেয় হানা।
আকুলতা যেন শত বাহু মেলে
কঠিন তিমির গুণ্ঠন ঠেলে
যাইবারে কাছে মাথা কুটেফেলে-
শত সহস্র নিষেধ করিছে মানা।
নিশাচর পাখী ঝাপটিছে তার ডানা॥

শত সহস্র রাত্রির চোখে
শুধুই বহ্নি জ্বালা,
কান্নার ধ্বনি গুমরে গগন ভরে'।
মাথায় বহিয়া সেই কান্নার
নিগূঢ় কথার মালা
বায়ু-তরঙ্গ পশে কি তোমার ঘরে ?
তব সুকোমল বক্ষের তীরে
মোর কান্নার প্রতিধ্বনিরে
শুনিয়াছ কভু ? অশ্রু শিশিরে
সিক্ত করিয়া দেখেছ কি বুকে ধরে' ?
যে কান্না মোর গুমরে গগন ভরে' ?

তাই বলি থাক্ রাতগুলি মোর
বেদনা-তিমিরে ঢাকা—
স্বর্ণাভ রঙ দিনগুলি শুধু নাও।
রসাল নিটোল ফলগুলি এই
স্বাদু, সুগন্ধে মাখা,—
দশনে চাপিয়া দংশন তারে দাও।
আমার উতলা রাতগুলি ঘিরে
কালো গুণ্ঠন টানো ধীরে ধীরে,—
কি জানি কখন তারি বুক চিরে,
কান্নার ধ্বনি পাছে বা শুনিতে পাও।
স্বর্ণাভ রঙ দিনগুলি শুধু নাও॥

সমর সেন

দুঃস্বপ্ন

মাঝে মাঝে তোমার চোখে দেখেছি
বাসনার বিষন্ন দুঃস্বপ্ন ;
তার অদৃশ্য অন্ধকার প্রতি মুহূর্তে
আমার রক্তে হানা দেয়,
আমার দিকের জীবনে তোমার সেই দুঃস্বপ্ন
এনেছে পারহীন অন্ধকার।

মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়
মধ্য রাত্রে।—
বাইরে এসে দেখি
তারায় ছেয়েছে বর্ণহীন আকাশ—
আর হাওয়া দিয়েছে বিপুল শূন্যতা থেকে ;
সে হাওয়া শুধু যেন শুনি,
কান পেতে শুনি—
কোন সুদূর দিগন্তের কান্না ;
সে কান্না যেন আমার ক্লান্তি,
আর তোমার চোখের বিষণ্ণ অন্ধকার।

অন্ধকারের মতো ভারি তোমার দুঃস্বপ্ন
তোমার দুঃস্বপ্ন অন্ধকারের মতো ভারি।

সরলা দেবী

আহিতাগ্নিকা [1]

সর্বদেব সাক্ষী করি একি ব্রত করিলে গ্রহণ!
পথ যে দুর্গম একায়ণ!
সুতীব্র দিবস আর সুদীর্ঘ শর্বরী,
অপ্রকম্প্য চিত্তে সর্ব ভয় পরিহরি,
পারিবে কি যেতে তুমি-বিক্লববচনা!
অশ্রু-আবিললোচনা!

দৃষ্টি-বিষ-সর্প সেথা জাগে অতি ভীষণ আকার!
করে নিত্য গরল উদ্গার!
ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ, ক্রূর, হিংস্র পরাণী যতেক,
ফিরিছে গোপনে! আছে কণ্টক শতেক!
পারিবে সহিতে সব? রে সুখলালিতা!
দুরাশা চালিতা!
উর্জস্বল দ্বিজসম হইবে কি সত্য-সন্ধরা!
অতন্দ্রিতা! চিরলক্ষ্যপরা!
পারিবে সাধিতে শক্তি রিপুনিবর্হণা?
লোকহাস, ভয়লজ্জা, মিথ্যা বিগর্হণা
সহিবে প্রশান্তচিত্তে? হে আহিতাগ্নিকা!
অতি সাহসিকা?

যে অগ্নি জ্বালিলে আজি চিরদীপ্ত রহিবে কি তাহা।
উচ্চারিবে নিত্য স্বস্তি স্বাহা!
প্রাণাহুতি দিবে তায়! আত্মবিসর্জন
নিয়ত হইবে তার সমিধ ইন্ধন!
সংকল্পে অটল রবে! হবে চিরধন্যা!
অয়ি বীরম্মন্যা!

পুষ্পমাসে গন্ধ বহ যদি আনে মোহ অভিনব,
নিদাঘ সন্ধ্যায় উঠে বেণুবীণা রব ;
ময়ূর-বিরত-মধু বনভুবচ্ছায়,
পুলক-সমুত্থ-কম্প যদি শিহরায়,
রবে অকম্পিতা তুমি ! হে আত্ম-ঈশানা !
চির-অতৃষাণা !

যদি ঝঞ্ঝা উঠে, বক্ষ মাঝে অঞ্চল আবরি,
অগ্নি রাখি দিও জাগি সারা বিভাবরী !
আর সব নারী ভবে প্রিয় পরিজনা,
তুমি রহ শ্রেয়োনিষ্ঠি-ব্রতপরায়ণা !
অনাকুলা, অনলসা, সুকঠোর জপা !
দৃঢ় পরন্তপা !

সরলাবালা সরকার

নিবেদন

আমারে হরণ করিয়া লও হে
নিখিল-চিত্ত-চোর।
নিগূঢ়-কোমল-ভুজ-বন্ধনে
বাঁধ হে চিত্ত মোর।
আমার আকাশ আমার তারা
আমার স্বর্গ আমার ধরা
আমার হরষ আমার সুখ
দিবস রজনী মোর ;
সকল ব্যাপিয়া সর্বময় হে
নিখিল-চিত্ত-চোর.;

বেড়িয়-কমল-ভুজ-বন্ধনে
মোরে অধিকার করি লও হে—
রাজার রাজা মোর,
বিদ্রোহী চিত করিয়া দমন,
প্রেম শৃঙ্খলে কর বন্ধন
নিজ অধিকার করহে প্রচার
দমি অশান্তি ঘোর!
হে মহারাজন্! হৃদয়ের রাজা
রাজ-অধিরাজ মোর!

চরণ-সেবিকা করহে—
স্বামী মোর! প্রভু মোর!
ব্যর্থ জীবন সফল করহে—
স্বামী মোর! প্রভু মোর!
বহুদিন হতে আছি এই আশে
তোমার রাতুল চরণ পরশে
অনল হইবে তুষার-শীতল
বিভাবরী হবে ভোর;
কোরণা বঞ্চনা জীবন-ঈশ্বর!
স্বামী-মোর, প্রভু মোর!

সরোজকুমারী দেবী

বাসর

এখনও সে ছবি জাগে হৃদয়ে আমার,
সুখ-আকুলিত সেই বাসর যামিনী।
আলোক মালায় ঘেরা গৃহ চারিধার,
কৌতুক রহস্যময়ী বালিকা কামিনী।

অচেনা অজানা-তবু নয়ন আকুল,
একবার আঁখি তুলে দেখিতে মু'খানি।
চারিদিক সুবাসিছে সুরভিত ফুল,
কেমনে উলসি' চিত্ত উঠিল না জানি।

কি যে মোহময় সেই শীতল পরশ,
যখন দুইটি করে ধরেছিল কর।
তবু সে আবেগমাখা কেমন হরষ,
কাঁপিয়া উঠিয়াছিল এ হৃদয়' পর।

নব পরিচিত সেই নয়নের ছায়
চির-বাঁধা এ-পরাণ পড়েছিল হায়।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কাল রজনীতে স্বপন দেখেছি তারে

কাল রজনীতে স্বপন দেখেছি তারে
স্বপন দেখেছি সেই পরিচিত মুখ,
নিস্তরঙ্গ অঞ্জনা নদী পারে
আমারে ডাকিয়া ভাঙিয়া ফেলিছে বুক।

কবে একদিন একেলা পথের বাঁকে
দেখা হয়েছিল, হঠাৎ আমার সনে,
'জলকে' চলিছে ঠমকে কলসী কাঁখে
গুণ গুণ করি গান গাহি আনমনে।

আনমনে টানি অবগুণ্ঠন বালা
সরিয়া দাঁড়াল পথের একটি পাশে,
কণ্ঠে তাহার জড়ান বকুল মালা,
গুণ্ঠন তুলি দেখিনু সে মৃদু হাসে।

কাঁখের কলসী নামাইয়া ভূমিতলে
নতমুখে কাটে পদনখে তৃণদল,
চুম্বন করি লুণ্ঠিত অঞ্চলে
ফিরে চেয়ে দেখি মুছে সে অশ্রু জল।

জল ভরা আঁখি, ভ্রমরকৃষ্ণ ভূরু
ঢল ঢল মুখ, টল মল যৌবন,
পরশ পাগল হিয়া কাঁপে দুরু দুরু,
ওড়ে মৌমাছি সচকিয়া যৌবন

জানিনা কখন সূর্য অস্তমিত
অঞ্জনা পারে কখন উঠেছে চাঁদ,
ভরা জ্যোৎস্নার আলোকে উৎসারিত
জনপদ বধূ পাতিল প্রেমের ফাঁদ।

স্বপন দেখিনু আধ ঘুমে আধ জেগে
গত রজনীর মধুর তন্দ্রাঘোর,
জাগিয়া উঠিনু নব রবিকর লেগে
ভোরের স্বপন হবে কি সত্য মোর?

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ভাগ্যলক্ষ্মী

তুমি এলে উৎসবের আনন্দ-মুখর এক রঙীন সন্ধ্যায়
সন্ধ্যামণি রজনীগন্ধায়
আবরিয়া তনুখানি, লীলায়িত আনন্দের খনি,
আমার নয়ন-আগে দাঁড়ালে যখনি
ভরিয়া স্বর্ণ-ঝাঁপি কল্যাণের পক্কশস্য দিয়া,
তখন কাঁপিল মোর হিয়া
অজানিত আশঙ্কায় ;
মর্মের সহস্র তন্ত্রী ব্যথিয়া উঠিল বেদনায় !

তুমি এলে, তারি সাথে এল প্রিয়ে, সংসারের নিষ্ঠুর সংঘাত !
তরুণ অরুণ-দীপ্ত যৌবনের নির্মল প্রভাত
দীর্ঘশ্বাসে হ'য়ে এল ম্লান ;
আমার সমস্ত প্রাণ
বক্ষ-পঞ্জরের দ্বারে ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গম সম
তোমারি-সকাশে প্রিয়তম,
ছুটে যেতে লুটে প'ল বার বার,
দেখা তবু পেল না তোমার !
বসন্তের শুভ আগমনে
যে ফুল ফুটিয়াছিল মর্মতলে নিকুঞ্জ-কাননে ;
কুঁড়ির মাঝারে তার ফুটিবার বেদনা গভীর,
সারাদিন ব'য়ে গেল দখিনা-সমীর,
ব্যর্থ হ'ল আসা-যাওয়া তার।

হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনার
মর্মছেঁড়া করুণ-কাহিনী, ব্যক্ত হ'ল ভ্রমর-গুঞ্জনে,

ভুঞ্জি মধু ক্ষণে ক্ষণে
প্রলুব্ধ করিয়া ফুলে বাড়াইল বিরহের ব্যথা ;
হৃদয়-মাধবী-লতা
এতটুকু পেল না আশ্রয়,
কলি বুঝি ফুটিবার নয়।
বসন্ত বিদায় নিল শুষ্ক কলি দীর্ণ কিশলয়ে
হৃদয়-শোণিত-লেখা স্মৃতি-রেখা রাখি দিগ্বলয়ে !

তুমি এলে, সঙ্গে করে নিয়ে এলে অফুরন্ত হাসির সম্ভার
নিমেষে উল্লসি-উঠা সমুদ্রের তরঙ্গ অপার ;
ফুলিয়া ফুলিয়া উঠি ধেয়ে এলে কল কল কল,
রৌদ্র-তপ্ত বালু-তট-তল
ব্যগ্র বাহু আলিঙ্গনে ঘিরি'
ক্লেদসিক্ত ম্লান দেহে মুহূর্তে পাথারে গেলে ফিরি
বুকে নিয়ে আঘাত নির্মম।

প্রাণের অধিক প্রিয়তম
একান্ত নিকটে এসে হয়ে গেছে নিতান্ত সুদূর,
নিয়ে এলে হাসি রাশি, রেখে গেলে ক্রন্দনের সুর
অনন্ত এ সমুদ্র বেলায়।
শ্রান্ত দীর্ঘ অবেলায়
শুধু শুনি বেদনার বাঁশী—
রজনীর অন্ধকার ঢেকে দেয় দিবসের হাসি !
তুমি এলে শিরে বহি পরিপূর্ণ পূজার থালিকা,

যে নব মালিকা—
নিরালায় বসি তুমি সযতনে রচিলে সুন্দরী,
আপনার লাবণ্য-মাধুরী
প্রতি পুষ্পে মাখাইয়া তার, দিলে মোর গলে,
তখন কি জানিতে সরলে,

কোরকে কোরকে তার কীট জাগে অতি ভয়ঙ্কর—
বিদীর্ণ করিয়া নিরন্তর
ফুল্ল কুসুমের মালা, মধুগন্ধ নিশ্বাসে নাশিয়া
সন্তপ্ত করিবে শুধু হিয়া ;
এনেছিলে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অন্তরের শেষ-নিবেদন
সঙ্গে ক'রে ফিরে গেলে মর্ম-ছেঁড়া গভীর বেদন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

পূর্বাভাস ✓

আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরিয়া যায়
তবুও পড়িবে মনে

চঞ্চল হাওয়া যদি ফেরে কভু হৃদয়ের আঙিনায়
রজনীগন্ধা বনে
তবুও পড়িবে মনে।

বলাকার পাখা আজও যদি ওড়ে সুদূর দিগঞ্চলে
বন্যার মহাবেগে,
তবুও আমার স্তব্ধ বুকের ক্রন্দন যাবে থেমে
মুক্তির ঢেউ লেগে।

বাসর ঘরের প্রভাতের মতো স্বপ্ন মিলায় যদি
বিনিদ্র কলরবে
তবুও পথের শেষ সীমাটুকু চিরকাল নিরবধি
পার হ'য়ে যেতে হবে,
বিনিদ্র কলরবে।

মদির পাত্র শুষ্ক যখন উৎসবহীন রাতে
বিষণ্ণ অবসাদে
বুঝিবা তখন সুপ্তির তৃষা ক্ষুব্ধ নয়ন পাতে
অস্থির হয়ে কাঁদে,
বিষণ্ণ অবসাদে।

নির্জন পথে হঠাৎ হাওয়ায় আসক্তিহীন মায়া
ধূলিরে উড়ায় দূরে,
আমার বিবাগী মনের কোণেতে কিসের গোপন ছায়া
নিঃশ্বাস ফেলে সুরে ;
ধূলিরে উড়ায় দূরে।

কাহার চকিত-চাহনি-আঁধার পিছনের পানে চেয়ে
কাঁদিয়া কাটায় রাতি,
আলেয়ার বুকে জ্যোৎস্নার ছবি সহসা দেখিতে পেয়ে
জ্বালে নাই তার বাতি ;
কাঁদিয়া কাটায় রাতি।

বিরহিনী তারা আঁধারের বুকে সূর্যেরে কভু হায়
দেখেনিক কোনো ক্ষণে,
আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরিয়া যায়
হয়ত পড়িবে মনে,
রজনীগন্ধা বনে॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

অনুষঙ্গ

তোমারে যে কেন বাসি ভালো,
সে-সত্য জানার আগে মিলনের মুহূর্ত ফুরাল,
শুরু হলো দীর্ঘায়িত বিচ্ছেদের রাতি।
হায়, স্বপ্নসাথী,
শুধায়ো না সে-প্রথম প্রণয়কাহিনী।
সে-দিন বিশেষ ক'রে একমাত্র তোমারে চাহিনি
সর্বনষ্ট মর্তে বা ত্রিদিবে।
সে-দিন নিরুদ্ধ হিয়া জানিত'না কারে সমর্পিবে
বিশ্বম্ভর যৌবনের দুর্বহ সঞ্চয়।
সে-দান তো স্মরণীয় নয়,
সে যে উপেক্ষার দান দৈবাগত দিনে॥

ান

তব পরিগ্রহণের বাণী
অবেদ্য মর্মরধ্বনি ভরেছিল বিজন বিপিনে ;
অকৃপণ করে
বিধাতা ছড়ায়েছিল স্পর্শমণি অম্বরে অম্বরে ;
ক্ষণে ক্ষণে
নিশীথ পবনে
অজানা পুষ্পের গন্ধ লেগেছিল অনির্বচনীয় ;
দৃষ্টি অতীন্দ্রিয়
দেখেছিল আঁধারের প্রভাস্বর পটে
অধরার চিত্রল লিখন ;
উৎকর্ণ চৈতন্য মম শুনেছিল সপ্তাশ্ব শকটে
সৃষ্টিধর করে সঞ্চরণ,
নব জীবনের বীজ ব্যোমের পরিধি-পরে বুনি॥

আরও জানি, হে মোর ফাল্গুনী,
তুমি হেথা নাই ব'লে,
কিরাতের রুদ্র ক্ষুধা বাধা আর পায় না ভূতলে ;
নন্দনের প্রতিশ্রুতি মম
ফণিমনসায় ঘেরা উপহাস্য মরুমায়াসম।
তুমি সঙ্গে নাই,
বিপন্ন যাত্রীরে আজ ভগবান পাশরিল তাই ॥

ভুলি নাই তুমি তুচ্ছ কত।
তবু তুমি এসেছিলে আদিম অঙ্কুর মতো
সৃষ্টির সানন্দ নৃত্যে আমার অসীম শূণ্যতায়।
তাই মোর যৌবনের রাখিপূর্ণিমায়
ক্ষুদ্রতম অভাব তোমার
ফিরায়ে এনেছে আজি জন্ম-জন্মকার
নির্বিকল্প প্রলয়ের ক্ষতি ;
আচম্বিতে
ঘুচে গেছে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাণ্ড ছবিতে
স্বৈরবৃত্ত রেখার সঙ্গতি ॥

জানি না একদা কেন ভালবেসেছিলাম তোমারে।
শুধু জানি শিখালে মদির অন্ধকারে
অমৃত মর্তেরই দান, স্বল্পপ্রাণ প্রমোদের কণা
আহরি, জন্মান্ধ করে ভূমা বিরচনা।
জানি, আরও জানি
তোমার ক্ষণিক প্রেমই অন্তিমের অব্যয় পারানি ;
উপরন্তু, ধরা,
তোমার উপমা ব'লে, মোর চক্ষে এখনও সুন্দরা ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মহাশ্বেতা

মনে হয়েছিল বুঝি উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়
অনুভব করিবে না কভু আর সহজ বিস্ময়
বিয়োগের অমিত অভাবে
সুন্দরের আবির্ভাব কেবলই হারাবে ॥

তাই যবে বসন্তের উচ্ছৃঙ্খল দিনে
গতায়ু বরষে,
সহসা উঠিল জেগে নিম্বের বিপিনে
বিহ্বল চন্দনগন্ধ মলয়ের কবোষ্ণ পরশে ;
ধৈর্যহীন অপব্যয়ে বৃথা পুষ্পাঞ্জলি
বসুন্ধরা নিজেরে অর্পিল ;
বন্দ্র অলি
তালে বেঁধে দিল
সৃষ্টির স্বয়ম্ভু সামগান ;
উৎকণ্ঠিত প্রজাপতি করিল সন্ধান
অনুর্বরা প্রোষিতারে, বিরহীর চিত্রলিপি লয়ে ;
কে পরাল রজনীর কনক বলয়ে
উদ্বাহসিন্দুরবিন্দু গোধূলি লগনে ;
সে-দিনের দক্ষযজ্ঞে, সার্বভৌম মিলনপার্বণে
পড়িল না তাই মোর ডাক ॥

পুনর্বার এসেছে বৈশাখ
গেছে মুছি
প্রতীচীর পাণ্ডু গণ্ডে জীবনের শেষ রক্ত রুচি।

আজি তবে কেন
বাজায় মোহন বেণু শীর্ণ কুঞ্জে কালের রাখাল ?
অতিক্রান্ত সন্ধিলগ্ন, ভ্রষ্টপাল
কামধেনু যেন,
পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে উর্ধ্বশ্বাসে
স্মরণের গোষ্ঠে ফিরে আসে ॥

একদিন
পুলকি অপরিচিত নদীর পুলিন
তাপতাম্র এমনই নিদাঘে;
যে-অপূর্ব জপমন্ত্র কানে মোর নিবিড় সোহাগে
দিয়েছিল সুন্দরের দূতী,
ভ'রে ওঠে বর্তমান নৈঃসঙ্গ্যের শ্রুতি
সে-প্রণাদ অনুলাপে ;
বক্ষে কাঁপে
কী এক বচনাতীত, তীব্র সংবেদন ;
সপ্তসিন্ধু পরপারে বিচঞ্চল নারিকেল বন
মৃদুল মর্মরে
সহসা সম্পূর্ণ করে
অসমাপ্ত পরিচয় তার

বারংবার
নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখি,
সমস্ত ভুবন জুড়ে, আবার এলে কি,
ক্ষণিকা পরমা ?
প্রতিবেশী পত্রে পুষ্পে নেহারি যে তোমারই উপমা ;
সে-দিনের ভুলে-যাওয়া তুচ্ছ দানগুলি
ভারাক্রান্ত করি তুলে তপোরিক্ত বৈশাখের ঝুলি ।

ঘুচে যায় ভয় ;
জানি, জানি বিধাতা নির্দয়
কোনও দিন পারিবে না অর্গলিতে সে-স্বর্গের দ্বার
ইন্দ্রত্বের ধ্রুব অধিকার
তোমার প্রেমের স্মৃতি রচিয়াছে মোর লাগি যেথা,
অয়ি মহাশ্বেতা !

সুধীরকুমার রায়চৌধুরী

রিক্ত-রাহী

বন্ধু, সেদিন তপন অস্তগামী,
পথে যেতে যেতে তোমার পুষ্প বনে
ক্ষনেক থামিয়া কি জানি কি ভেবে আমি
একটি কুসুম তুলেছিনু আনমনে !
তুমি ভাবো, বুঝি নিশি প্রসাধন লাগি
সেই ফুলটির প্রয়োজন ছিল মম,
সাহস ছিলনা মুখফুটে লব মাগি,
আহরিয়া তাই গেনু তস্কর সম।
তারপরে যবে হের সচকিত-আঁখি,
ভূমিতলে হায় প'ড়ে আছে সেই ফুল,
বসেছিলে যেথা চরণ দুটিরে রাখি
তখনও বন্ধু, ভাঙেনা তোমার ভুল' !
ভাবো তুমি, নাহি লোভের অবধি ওর
একটি তুলিতে তুলেছে দুহাত ভরি ;
পথে ফেলে গেছে ভয়-চঞ্চল চোর
লয়ে যেতে যাহা পারে নাই সম্বরি' !

বন্ধু, তোমার মন্দির প্রাঙ্গনে
যবে সারি সারি সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে,
নীরবে আসিয়া আমি সেথা আনমনে
কিজানি কিভেবে বসি পূজা বেদী তলে।
তুমি ভাবো চাহি' সচকিত আঁখি পাতে
দেবপূজাতেই বুঝি গো আমার মতি;
দাওনি ডাকিয়া আরো ফুল মোর হাতে
মনেমনে এবে তাই ভেবে মানো ক্ষতি!
পূজারীরা যবে ফেরে কলরোল তুলি,
দেবপদমূলে আরতির বাতি নেবে,
পূজার অর্ঘ্য উজাড় করিতে ভুলি
একাকী বসিয়া থাকি কিজানি কি ভেবে;
তখনও বন্ধু, ভুল তব ভাঙেনা যে,
ভাবো, বুঝি আমি কোজাগর ব্রত ধারী,
সারানিশি জাগি রব মন্দির-মাঝে
প্রভাতে ফিরিব পূজা নিবেদন সারি।

গৃহে পশি যবে চকিত-নয়নে ফেরো
দুয়ারে তোমার অর্গল দিতে ভুলি,'
বাহির আঁধারে আমারই মূরতি হেরো,
সারা দেহ মম তোমারই পথের ধূলি।
ভাবো, ও বিদেশী বুঝি পথ নাহি চেনে
তাই আনমনা দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে,
সাহস নাহি যে জিজ্ঞাসি' লবে জেনে;
পথের ঠিকানা বলিলে ডাকিয়া কাছে।
তারপর হের গৃহ-বাতায়নে থাকি
ক্ষণেক ফিরিয়া কি জানি সে কোন্ কাজে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি উন্মনা আঁখি
তখনও বন্ধু, ভুল তব ভাঙেনা যে!

ভাবো, বুঝি মোর মিলেছে পথের দিশা
এইবারে চাহি পথ দেখাবার আলো,
বাহিরে ঘনায় নিবিড় তিমির-নিশা
মোর লাগি তুমি পথের প্রদীপ জ্বালো!

তব হাত হতে প্রদীপটি নিতে হাতে
বন্ধুগো তব পরশ-রতন লভি,
আনমনা চাহি অম্বর জ্যোৎস্নাতে
এ হৃদয়ে গান গেয়ে ওঠে কোন্ কবি!
হায়গো বন্ধু, তুমি ভাবো, বহুদূরে
আজানা প্রবাস বুঝি গো আমার, তাই
আজি রজনীতে তোমার প্রাসাদপুরে
যাচি আমি শুধু নিশি যপিবার ঠাঁই।
ডাকিয়া কহ যে, দুয়ার আমার খোলা!
এসেগো অতিথি নিশি-আশ্রয় কামী!
ভাঙেনা তো ভুল-যখন আপনা ভোলা
কেবলই নীরবে নেহারি তোমারে আমি।
ভাবো, তব মুখে চকিত আলোকে হেরি
ভুলে যাওয়া কোন প্রিয় আননের ছায়া।
কি জানি কি ঘোর চোখে তব আসে ঘেরি,
তন্দ্রা সে কিগো? সেকি অশ্রুর মায়া?

সহসা আমার নয়নের জ্যোতিপাতে
তব নয়নের তিমিরাবরণ টুটে,
সহসা, বন্ধু, অকারণ মৃদু বাতে
রোমাঞ্চে তব দেহ কণ্টকি উঠে!
সহসা তোমার আঁখি হয় অবনত
রহেনা সাহস শুধাতে—কী আমি চাহি,
ভয়-শঙ্কায় ভাবো মুগ্ধের মত,
কি ধন লইয়া ফিরিবে রিক্ত-রাহী!

নীরব চরণে আসিয়া তোমার কাছে
কহি-পূজারীরে অকারণে ভয়কর,
একখানি কথা তোমারে কহিতে আছে,
কয়ে যাই তাহা,—তুমি স্থন্দর বড় !
তখনও বন্ধু, অকারণখ্যাতি রটে
চিত্রিক বলি মিথ্যা আমারে ভাবো,
এসেছি আশায় বর্ণ-তুলির পটে
ও রূপ রেখারে বন্দী করিতে পাবো।

বন্ধুগো, মোর সেই ভাল, সেই ভাল,
চিত্রক আমি, তুলিকার ব্যবসায়ী।
আঁখিপুটে মোর রঙেরই প্রদীপ জ্বালো,
তার বেশী আর চাহিতে সাহস নাই।
তার বেশী আর চাহিব করিনি আশা,
বন্ধুগো, আমি তোমায় সত্য কহি,
নীরবে জানাতে পারি যদি ভালবাসা
যুগযুগ ধরি' নীরবে চাহিয়া রহি।
একদিন তবু একথা প্রকাশ হবে,
ও রূপ রাশিরে হয়নি চিত্র করা,
দূরে ঠেলে মোরে দিওনা অগৌরবে ;
ভুল ভেঙে যেন সেদিন পড়িনা ধরা।
সেদিনও অর্থ কোরো তব মনোমত
কি অর্থ কর কি তাহাতে যায় আসে ?
এমনই করিয়া আঁখি করি অবনত
যদি ধরা দাও মূক-দৃষ্টির পাশে !

সুধীরচন্দ্র কর

এতেও আছে মধু

তোমায় দেখে প্রথম অনুভব—
এই তো পেলেম সব।
এবার, যাহা দেবার আছে, এই ভুবনের মাঝে
সকল চিন্তা কাজে
সকল দুঃখ-সুখ-সাধনা সকল দিলাম রেখে
এ-সংসারের পায়ের কাছে, পেয়েছি যার থেকে
তোমার মতো' ধন ;
তোমায় কী আর দিব, তুমি লও বুঝি মোর মন।

তুমি কে গো, তুমি কেমনতরো ?
কিছু জানি, কিন্তু, আরো জানতে ইচ্ছে বড়ো ;
এ জিজ্ঞাসা তোমায় অবান্তর।
তুমি যতই খুলে বলো, মনে হয়—তারপর ?
আষাঢ়-সাঁঝে আকাশ ধরা ধারায় ধরায় মিশে ;
কথায় কথায় তেমনি হৃদয় হারায় না তো দিশে।
কেবল মনে হয়—
যতই বলো, মানুষ শুধু কথায় জানার নয়।
সে জানা যায় কি সে ?
নিবিড় ক'রে জানতে যে চাই তোমার মাঝে মিশে।
শেষের পরিচয়—
দুইটি দেহ, দুইটি হৃদয়, এক কভু কি হয় !
তবুও বলি বধূ,—
তোমায় জেনে—না জানা এই,
—এতেও আছে মধু ॥

সুধীর গুপ্ত

ঘুম-ভাঙানি-গান

পাণ্ডুর চাঁদ গগনে বিলম্বিত,
ভুবন-মোহিনী না জাগিলে হায়
ঘুমন্ত তব মুখ-রুচি-সঞ্চিত
লাবণ্য-লীলা কোথায় সে রেখে যায় ?
ওঠো, জাগো প্রিয়া, জাগো জাগো প্রিয়তমা,
রুক্ষ তপন-তাপে এখনি লুকাবে অমা,
পদ্ম-পলাশ-আঁখি মেলো মোর প্রিয়তমা—
জাগো জাগো অনুপমা।

সারা রাত তব নয়নের আলো নিয়ে,
আলোর দীপালী তারারা জ্বেলেছে প্রিয়ে,
এবার তাদের ধার শুধিবার পালা,
তব আঁখি তারা ফিরে দিতে এলো বালা।
ওঠো জাগো প্রিয়া, জাগো জাগো প্রিয়তমা।
রুক্ষ তপন-তাপে এখনি লুকাবে অমা,
পদ্ম পলাশ আঁখি মেলো মোর প্রিয়তমা—
জাগো জাগো অনুপমা !

তব হৃদয়ের রহস্য জাল পাতি
সারা জগতের স্বপন দেখালো রাতি,
রহস্য-মায়া-কণ্ঠি দিতে সে আসে,—
আঁধারের মায়া রেখে যেতে কেশ-পাশে।
ওঠো, জাগো প্রিয়া, জাগো জাগো প্রিয়তমা,
রুক্ষ তপন তাপে এখনই লুকাবে অমা,
পদ্মপলাশ আঁখি মেলো মোর প্রিয়তমা
জাগো জাগো অনুপমা !

উষা গোধূলিতে তোমারে ঘিরিয়া সবে
নোতুন মাধুরী রচিতে চাহিছে ভবে,
বালারুণ রাগে তপন রাঙালো গাল ;
ঘুমন্ত মেয়ে, বিশ্ব যে বেসামাল !
অধরের রাগ নিতেছে গোলাপ কুঁড়ি
পদ-অলক্ত পদ্ম করিছে চুরি ;
আঁখি পল্লবে অধর-আদর ঢালি
তোমারে প্রেয়সী জাগাতে এসেছি খালি।
ওঠো, জাগো প্রিয়া, জাগো জাগো প্রিয়তমা—
ভুবন-মোহিনী ! জাগো অয়ি অনুপমা।

সুফী মোতাহার হোসেন

প্রেম

ওই হৃদি-পদ্মখানি একবার করি বিকশিত
আদরে তুলিয়া ধরি রাখ মোর হৃদয়ের 'পরে,
পরাণ ভরিয়া শুধু শুনে লই—অনুদিন ধরে
কি সুর গুঞ্জরে সেথা, কোন্ কথা আছে লুক্কায়িত !
অতল গভীর কালো চোখ দু'টি মেলি' ধীরে ধীরে
অপলক চেয়ে থাক, একবার বুঝে লই প্রিয়া,
বুঝি নাই এ জীবনে যাহা,—কেন কিছু না-বুঝিয়া
বাঁধিয়াছি চির-রাখী, কাটিয়াছি মুক্ত পক্ষটিরে !

তবু ভয় হয় মনে কি বুঝিতে কি বুঝিব শেষে,
কি সুর শুনিতে গিয়ে ভুল করে কি সুর শুনিব !
ওই প্রেম, ওই স্নেহ, কাছে আসা মৃদু হেসে হেসে,
—ভুল যদি হয় সবি, সেই ভুলে হৃদয় ভরিব ;
মধুর অধরপুটে যাহা খুসী রেখো ভালবেসে,
প্রগাঢ় চুম্বন সুখে অনুরাগে আপনা ভুলিব।

শ্রীসুবোধ রায়

তনুতীর্থ

আমি আনিয়াছি বিধুর বিরহ
মধুর স্বপন ভরা
আমি আনিয়াছি অশ্রু-মালিকা
হাসি দিয়ে রঙ করা।
বহুদিবসের হারানো রতন
আমি আনিয়াছি জীবন-মথন
রূপসায়রের অরূপ-মাধুরী
পরশ সুধাক্ষরা।

তুমি আনিয়াছ আমার লাগিয়া
কোন্ সে অতীত হ'তে
বুকভরা প্রীতি, প্রাণভরা প্রেম,
স্নেহভরা দেহস্রোতে।
স্নান করি তায়, করি তাহা পান
শুচি হোলো মোর তনু-মন-প্রাণ,
জীবনতরণী বহিল উজান
অজানা তীর্থ পথে।

তোমার তনুর তীর্থে তাইতো
আমার তনুর ডালি,
জীবন-দেবতা-মন্দিরমাঝে
সাজানো পূজার থালি।
মোদের প্রাণের পঞ্চপ্রদীপ
গগনের ভালে পরায়েছে টিপ্
মোদের মিলন দেহের বেদীতে
হোমশিখা দিল জ্বালি'॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুন্দর

যখন তোমার আঁচল দমকা হাওয়ায় একা একা উড়ছিল,
তখনও নয়।
বিকেলের পড়ন্ত রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম
তোমার মুখে যখন মুক্তোর মত জ্বলছিল,
তখনও নয়।
কী একটা কথায় আকাশ উদ্ভাসিত করে
তুমি যখন হাসলে,
তখনও নয়।

যখন ভোঁ বাজতেই
মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি করে ইস্তাহারের জন্যে
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল—
যখন তোমাকে আর দেখা গেল না
তখনই আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে ॥

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

একটি

তোমাতে আমাতে একটি মিলন রাত্রি,
সেথায় ডুবেছে যাত্রার সাথে যাত্রী,
সেথায় হারাল দিবস দণ্ড পল,
আঁখির পাতায় একটু অশ্রুজল,
একটি প্রেমের ধূমহীন দীপশিখা,
দুই ললাটেতে একটি বিজয় টীকা।

একটি স্নেহের বিচ্ছেদহীন ধারা,
দুইটি শিখারে করিল আপনা হারা,
যা কিছু জীবনে ঘটিয়াছে দেখা শেখা,
মুছিয়া জাগিল একটি মন্ত্র লেখা।
বিশ্ব মিলিল একটি জোছনা রাতে,
যে দিন মিশিনু সহসা তোমার সাথে,
তোমার মূল্যে আমার মূল্য চিনি'
নিমেষে লইলে সকল কালেরে জিনি',
একটি নিমেষে একটি গভীর ব্যথা
হরিয়া লইল হৃদয়ের সব কথা।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

মহিলা

(অংশ)

বিকচপঙ্কজ মুখে শ্রুতি পরশিত
সলাজ লোচন ঢল ঢল,
চাঁচর চিকুর চারু চরণ চুম্বিত,
কি সীমন্ত ধবল সরল !
কাতর হৃদয় ভরে,
স্বচ্ছ মুক্তা কলেবরে,
ঢল ঢল লাবণ্যের জল !
পাটল কপোল, কর, চরণের তল !

পূজিবার তরে ফুল ঝ'রে পড়ে পায়,
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে,
মুগ্ধ-আঁখি কুরঙ্গিনী মুগ্ধ-মুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে !
স্পর্শে পদ্ম রাগ-ভরা,
অশোক লভিল ধরা ;
এল কেশে কে এল রূপসী !—
কোন্ বনফুল, কোন্ গগনের শশী !

চন্দ্রোদয়ে হয় যথা তিমির তাড়িত,
টুটিল মালিন্য মানবের !
অজানিত হর্ষ ভরে ব্যাকুলিত চিত,
ঘুচিল বিরাগ জীবনের !
হেরিয়া কোমল কায়,
পরশের লালসায়,
ধায় করি কর প্রসারিত ;
মোহিনী মূরতি নর হেরি বিমোহিত !

সহজাত লাজে ত্রাসে দ্রুত বামা ধায়,
চরণে চিকুর বিজড়িত ;
আন্দোলিত পীবর নিতম্ব পায় পায়,
তুঙ্গ স্তন-শির তরঙ্গিত ;
ঘর্ম ঝরে নাসিকায়,
তৃণাঙ্কুর বিন্ধে পায়,
ধেয়ে নর ধরে পাণিতল ;—
মত্ত-করি-করগত ফুল্ল শতদল !

তুলিয়া কুসুম-কলি পরম আদরে
সাজায় আনন্দ-প্রতিমায়,
পর-সুখে সুখী হোতে মূঢ়মতি নরে
শিখিল লভিয়া ললনায় !

ফুল-আভরণ প'রে
সরসী-আরশি' পরে
হেরি ছবি রমণী হাসিল।—
সংসার অসার নয় মানব বুঝিল!

লতা-পর্ণ-পল্লবে নিকুঞ্জ মনোহর
রচে নর বাসরের ঘর;
ফুল্লকল্প কামিনীর ফুল-কলেবর,
ফুলশরে পুরুষ কাতর!
নর-পশু বনচারী,
গৃহস্থ করিল নারী;—
ধরা'পরে করিল রোপণ
সমাজ-তরুর বীজ—দম্পতি-মিলন

সন্তোষিতে সীমন্তিনী শিল্পী হলো নর!—
বিরচিল বসন-ভূষণ;
দেখা দিল ধরা-বনে পত্তন নগর,
হ'ল পোত-লাঙল চালন।
পরুষ পুরুষ হিয়া
স্নেহ সনে মিশাইয়া
সযতন মার্জনে নারীর,
ধীরে ধীরে ফিরিল প্রকৃতি পৃথিবীর।

শ্রুতিহর চারুনাদে চরণ সঞ্চার,
ভাব ভরা বিলাস আঁখির,
শোভিত সশব্দে অর্থবহ অলঙ্কার,
আবরিত রসের শরীর;—
পেয়ে হেন রূপ ছবি,
মানব হইল কবি;—
বনিতা সবিতা কবিতার!
মর্ত্ত ফুঁড়ে বিকসিত কুসুম মন্দার!

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

অকস্মাৎ

কতকাল হ'ল দেখিনি তোমারে স্বপনে,
ভুলে গেছি কবে ছিলে এ হৃদয় ভরিয়া।
যে তোমারে ভালবাসিত সে গেছে মরিয়া
তোমার চিহ্ন নাই আর তার ভুবনে।
সন্ধ্যায় আজি জানিনা কি ছিল পবনে
বহু বরষের বিস্মৃতি গেল ঝরিয়া,
উঠিনু কাঁপিয়া সহসা তোমারে স্মরিয়া,
ভস্মলুপ্ত বহ্নি কি জাগে হবনে ?

রুদ্ধ দুয়ার খুলি গেল কোন সমীরে
সৌরভ ওর এল নিঃশ্বাসে ভাসিয়া
সেই মুখখানি নয়নে আবার ফুটিল
সেই বিক্ষোভ জাগিল বক্ষ রুধিরে।
বাড়ালে দু'বাহু সম্মুখে মোর আসিয়া,
বহু দিবসের মূর্ছা কি আজি টুটিল ?

সুরেন্দ্রনাথ সেন

হে শোভনে

হে শোভনে ! গুপ্ত তব হৃদয়-কন্দরে,
কোন মাণিক্যের খনি রয়েছে লুকানো ?
কনক-কপাট খুলি রক্ষিত অন্দরে,
সে গোপন নিকেতন দেখাবে কখনো ?
দীপ্যমান মাণিক্যের তরল আলোকে
হয়কি হৃদয়খানি গৌরবে উজ্জ্বল ?
অথবা ও হৃদয়ের অপূর্ব ঝলকে
নিষ্প্রভ মাণিক্য কাঁদে লুটায়ে ভূতল !

পাইনা দেখিতে তোমা,—বুঝি আকর্ষণ!
না দেখি স্ফুরণ ওষ্ঠে, তবু শুনি স্বর!
বেষ্টন পাইনা—তবু জীবন বন্ধন!
কিছুই পাইনা—তবু চিত্ত ভরপূর!
একটি মৃণালে গাঁথা কত শতদল!
নূপুরের কত স্বর! রজত শৃঙ্খল!

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ষোড়শী

বসনখানি শাসন করো অয়ি!
বয়েস তোমার হ'ল বছর ষোলো,
বুকের পরে জমাট-বাঁধা মধু
এ বারতা কেমন ক'রেই ভোলো!
চোখের পাতে তড়িত হ'ল ঢালা
সারা দিনের নেই সে অবোধ বালা,
কোন্ অজানার তরে গোপন মালা
মনে মনে ওম্‌নি গেঁথে তোলো,
বসনখানি শাসন করা সাজে—
আজ যে বয়েস সর্বনাশা ষোলো!

ফাগুনের আজ আগুন দিনে বামা
থামাও তোমার কাঁকন-ঠিনি-ঠিনি,
জানো না কি কিশোর কানে যত
কয় সে—ওগো! চিনি, তোমায় চিনি!
আর কি আছে অবোধ অবহেলা
একলা নিয়ে আপন মনে খেলা,

ভুবন-ভরা তরুণ-মনের মেলা
হায় সে-কথা আজ কেমনে ভোলো—
কাঁকণ হাতে শাসন করা সাজে,
আজ যে বালা বয়েস তোমার ষোলো ?

দুটি পায়ের নূপুর রিণিঝিনি
জান না কি আজ' কি সুরে বাজে :
রঙিন্ করে সঙীন্ তাহার ধ্বনি
কিশোর হিয়া—গোপন করো লাজে।
ঘন বুকের মঞ্জু মধু বনে
আজ যে ব্যথা বাজছে অকারণে,
সেই ব্যথা যে জগছে নূপুর সনে
কেমনে তা গোপন করা ভোলো ?
আশে পাশে তরুণ কানের আড়ি,
আজ যে তোমার বুকের বয়েস ষোলো !

সুরভিতে আজ গিয়েছে ছেয়ে
কবরী আর মোহন তনুলতা,
একটুখানি—একটুখানি নাড়ায়
ঠিক্‌রে পড়ে রঙিন মাদকতা।
চক্ষে যে আজ 'রক্ষা নাহি' লেখা,
অধর-কোণে নেইত ক্ষমার রেখা,
শ্রোণিভারে আজ মেখলা বেঁকা
এ সব খবর কেমন ক'রেই ভোলো !
বসন তোমার শাসন করো রমা
কাঁচা পাকা আজ যে বয়েস ষোলো !

সুশীলকুমার গুপ্ত

অবিস্মরণীয়া

তোমাকে যায় না ভোলা। আজো রাত্রি পথে ও প্রান্তরে
তোমার পায়ের চিহ্ন। প্রাণের বিচিত্র যাদুঘরে
আশ্চর্য অতীত মূর্ত স্মরণের সোনার কাঠিতে।
বসন্তের মুগ্ধ রাত্রে জ্বরতপ্ত হৃদয়ে নিভৃতে
তোমার শীতল স্পর্শ নিয়ে আসে চকিত বাতাস,
নামের নূপুরধ্বনি মুখরিত করে অবকাশ।
স্বপ্নের আকাশে মেঘে সঙ্গীহারা চাঁদের লেখনী
তোমার কবিতা লেখে, ব্যথার প্রহর গণি গণি
আকাশ-প্রদীপ জ্বেলে জেগে থাকে উন্মুখ হৃদয়;
তোমার সুরের মালা ঝিঁঝিঁদের স্বরে গাঁথা হয়
রাত্রির নির্জন হাতে; 'তুমি আছ, তুমি আছ', ব'লে
ঘুম-ভাঙা পাখী ডাকে, তারা মরে প্রতীক্ষায় জ্ব'লে।

সারাদিন কোনোমতে ভুলে থাকি কোলাহল ভিড়ে
হিসাব নিকাশ নিয়ে; রাত্রি হ'লে কামনার নীড়ে
সুতীব্র শূন্যতা জাগে, মনে হয়,—সমস্ত জীবন
তোমার প্রদীপ্ত প্রেমে পেতে পারে শুভ উদ্বোধন।

সুশীলকুমার দে

প্রাক্তনী

ছায়ার কায়াটি ধরিয়া, মায়ার রথে
কতবার তুমি এসেছ গিয়েছ ফিরে।
মৌনী মনের আঁধার-আড়াল পথে
বেদনা-বাহিনী বাসনার তীরে-তীরে ;
চিনি চিনি করি' চকিতে চিনেছি যারে
চিনিয়া আবার হারায়ে খুঁজেছি তারে
স্বপ্নের সেই কনক-কণিকাটিরে।

হে মোর ক্ষণিকা রূপহীন-রূপে গড়া,
তবুও লুকাতে পারনি গোপন প্রাণে,
বারে বারে তাই জীবনে দিয়েছ ধরা
শতজনমের জাঙালের মাঝখানে ;
মানস-মৃণালে কামনার মঞ্জরী,
তিলে-তিলে তব তনুটি উঠেছে গড়ি',
ফুটেছে আবার আমার মুখের পানে।

বরমাল্যটি পরায়ে স্বয়ম্বরে
কতবার তুমি হয়েছ সুখের সাথী।
অশ্রু ধারায় ঝরেছ আমার তরে
কাটায়ে একেলা দীর্ঘ দুখের রাতি ;
মধু পরিহাসে কত-না সকালে সাঁঝে
চোখে জলভার দেখেছি হাসির মাঝে
কতনা লীলায় লীলায়িত রূপ-ভাতি।

দিয়েছ দীপ্ত চরণ-অলক্তকে
গৃহ-প্রাঙ্গন প্রাণ-মন মোর ভরি'
তুচ্ছ করিল কল্পনা-স্বর্গকে
আমার ধরণী তোমারে বক্ষেধরি'।
নিষ্কলঙ্ক শঙ্খ তোমার হাতে
বাজিল আবার শুভ কঙ্কণ সাথে।
জ্বলিল প্রদীপ স্নেহরসে থরথরি'।

কতবার এলে তপোভঙ্গের তরে
জিনিয়া লইতে মোরে জীবনের মাঝে ;
কত তপোবনে একান্ত অন্তরে
আমারি ধেয়ানে জাগিলে তাপসী-সাজে ;
কতবার কেন এলে আর গেলে চলি'
ক্ষণতরে মোরে বাহু বন্ধনে ছলি ?—
উন্মাদ ব্যথা তাইত বক্ষে বাজে।

পথহারা তাই যুগে যুগে বারে-বারে
ফিরেছি ঘুরিয়া বেদনের নিবেদনে,
ধূসর উষর মর্ম-মরুর পারে
কখনো গহন মনের বিজন বনে।
ধ্যানের নয়নে উঠিয়াছ তাই জাগি ;
বরেছি হাসিয়া মৃত্যুরে তোমা লাগি' ;
কেঁদেছি বসিয়া স্বর্ণ-সিংহাসনে।

জনমে জনমে, হে আমার প্রাক্তনী,
কত খেলা কর দেহে-দেহ সঞ্চরি',
সব সুখ-দুখ স্মৃতি-আশা মন্থনি'
তনুর পাত্রে অতনু সুষমা ভরি' ;

সে কায়ার মায়া জড়াল আমারবুকে,
যমেরে তাড়ালে,—কতবার হাসিমুখে
বসিলে চিতায় আমার চরণ ধরি'।

কতবার সেই দেহটি বেঁধেছি বুকে,
চোখের আড়ালে কেঁদেছি বিরহ-ছলে,
সুধা-সুমধুর-বেদনা-বিধুর সুখে
তন্ময় হয়ে ফিরেছি এ ধরাতলে ;
স্কন্ধে সে-দেহ ধরিয়া ভুবন সারা
প্রলয়-পাগল ছুটেছি সকল-হারা,—
কখনো ভস্ম ভসায়ে দিয়েছি জলে।

হারায়ে হারয়ে ফিরে ফিরে পাই যারে
মরণের স্রোতে জন্ম-বিবর্ত্তনে,
চির পিপাসায় তারি প্রেম বারে-বারে
অমৃতায়মান মরণের অমরণে ;
হারা মুখখানি তাই বুঝি অমলিন
লুকায়ে আবার দেখা দেয় চিরদিন,
দ্বিগুণ সরস হরষের চুম্বনে।

ওগো প্রাক্তনী, চিরকাল সাথে থাকি'
এসেছ আবার সব স্মৃতি অবগাহি',—
অনেক কালের ভুলেছ সে-যাত্রা কি ?
চির পুরাতন মোরে আর মনে নাহি ?
আনিয়াছি তাই আমি তব অনুরাগী,
এ জনমে শুধু এই গান তোমা লাগি'
বিপুল পথের বিচিত্র কথা-বাহী !

সুশীল রায়

পাঞ্চালি

পাণ্ডব এসেছে দ্বারে, খোল দ্বার, হে সতী পাঞ্চালি।'
পাণ্ডব এসেছে দ্বারে ॥

প্রতিবিম্ব নেহারিয়া মীণ-আঁখি পারিনি বিঁধিতে—
নাহি সাধ্য, নাহি সে সাধনা,
করি তা স্বীকার!
তাই কি অক্ষম বলি' মোরে দিবে জঘন্য ধিক্কার?
আমার ললাটে তুমি এঁকে দিলে দীপ্ত জয়টিকা,
এনে দিলে বীরের সম্মান।
সমুন্নত শির তাই, হেরো, নীল-আকাশ ভেদিয়া
কত উর্ধ্বে তুলিয়াছি।
অহংকারে সর্ব-অঙ্গ রোমাঞ্চিত মোর
মীনাক্ষী তোমারে জানি।
আমি লভিয়াছি তোমা, লো পাঞ্চালি, মোর ভ্রূ-ধনুতে
নয়নের বহ্নিশর নিক্ষেপি যতনে,
স্ফটিকনির্মিত তব সমুজ্জ্বল আঁখি তারকায়
হেরি মোর পরিপূর্ণ ছায়া অপরূপ।
তোমারে জেনেছি আমি, মুহূর্তের এই গর্ব হোক,
জীবনের সে হোক সান্ত্বনা।

তোমার হৃদয় ছিল কী কঠোর বুঝাতে পারিনে।
নিখুঁত সৌভাগ্য দিয়ে সে শিলারে শোলার মতন
করিনু সহজ।

তাই তো শোভিছ তুমি বিচিত্র শোভায়,
পঞ্চমে গাহিছ গান মুক্ত বিহঙ্গমা।
মাথার মুকুট তুমি, শিরস্ত্রাণ হয়েছ আমার,
আমার এ জীর্ণ নীড় হেরি তাই প্রাসাদের মতো ;
অদূরে চাহিয়া ছাখো কী অপূর্ব সৌন্দর্য ভূষায়
সাজায়েছো ইন্দ্রপ্রস্থ মোর'।
অগণিত জনস্রোতে রজপথ উতল, অস্থির।
হে সতী পাঞ্চালি, তুমি জনতার প্রবাহ হইতে
চিনিয়া আনিতে পারো রথিশ্রেষ্ঠ সব্যসাচীটিরে !
পারো যদি সেই মোর বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।
বীরের সম্মানে মোর বিভূষিত রহিবে ললাট,
সেই ভাগ্য লিখাখানি ক্ষণে ক্ষণে দেখিবে যখনি
আমারে ডাকিয়া নিয়ো গভীর গৌরবে
অন্তঃপুরে তব।
নাকের নোলক সম অশ্রুর মুকুতা
ছলছলি দোলে যদি নাসাগ্রে তোমার
কোনো অসময়ে।
আমারে স্মরণ কোরো, হে পাঞ্চালি, পাণ্ডবে তোমার ;
জতুগৃহ দাহ সম জ্বলে যদি লেলিহান শিখা
অন্তরে আমূল,
অজ্ঞাত আবাসে তুমি মোর সাথে থাকিয়ো পাঞ্চালি,
নিভাব তোমার জ্বালা আমার এ নয়ন আসারে

প্রতিটি পঞ্চম রাত্রে মোরে তুমি জানাবে আহ্বান—
তোমার পাণ্ডবে।
তাই তো পঞ্চমী বলি' সম্বোধন করি তোমা' আমি
তোমার নামের মন্ত্রে লভি মোর দীক্ষা অভিনব
রচিলাম কত কাব্য কতশত প্রগল্ভ নিশায়,
কত কানে কানে কথা কহিলাম অস্ফুট ভাষায়।

কান পেতে শুনিলে সে বাণী—
এই পাণ্ডবের ভাষা, শত যুগ যুগান্তর ভেদি
লক্ষ ইতিবৃত্ত কথা উল্লংঘন করি অবশেষে
যার আবির্ভাব
ঘটিয়াছে দুয়ারে তোমার !
চাহিলে ব্যথিত চোখে মোর পানে, জড়ালে বাহুতে,
বিপুল শতাব্দী ভেদি ছুটে আসা নায়িকা আমার।

যা পেয়েছি এই সত্য, সেই সত্যে মোরা চিরঞ্জীব,
অপগত রজনীর ইতিহাস জানিতে চাহিনা।
অতীতের গর্ভ হ'তে টেনে এনে কৃমির কঙ্কাল
কে চাহে উৎসবরাত্রি করিতে অশুভ ?
চৌদিকে নিজেকে তুমি ছড়ায়েছ বিপুল হেলায়
বিশাল ধরিত্রী সম দিক হতে দূর দিগন্তরে—
জানি এ যে কর্তব্য তোমার।
কত রাত্রি কাটে তব কত অভিনয়ে
জানি, জানি, জানি তা সকলি।
জানি আরো ; তোমার ও বিশাল হৃদয়ে
ভালোবাসা রয়েছে অগাধ।
তুমি যদি জনে-জনে কৃপার মতন
তা হতে কয়েক ফোঁটা দান করে থাক
কী ক্ষতি আমার ?

আপনার গন্ধটুকু কোন ফুল রাখে সঙ্গোপনে,
ঢাকে নিজ অবয়ব ঘন পত্র ছায়ে ?
তাদের যা প্রাপ্য তাতো নিয়ে যাবে ভ্রমর, মধুপ,
বিলাসী বাতাস আসি' ঠোটে তার টোকা দিয়ে দিয়ে
নিজেকে সৌভাগ্য দিয়ে করে সুরভিত,

উষার শিশির

রাতের বাসর ঘরে কত সাধে কত না সোহাগে
নিজ আঁখি জল দিয়ে ধৌত করে পাপ ;
সে ফুলে অঞ্জলি দিলে দেবতার কী ক্ষতি তাহায়।
কিসের আক্ষেপ ?
আমারি কৃপায় তুমি প্রস্ফুটিতা, পূর্ণ বিকশিতা—
আমারি হৃদয় পরে তাই তব আত্মসমর্পণ।
আজিকে আমার নিশা, তাই তব দ্বারে আসি হানি করাঘাত—
খোলো দ্বার, হে সতী পাঞ্চালি।
এলাও এলাও চুল এলো মেলো দেহলীর পরে,
সমস্ত সংকোচ আজি অঙ্গ হতে সম্পূর্ণ সরাও,
স্তিমিত প্রদীপখানি কেঁপে কেঁপে যাকনা মরিয়া
এঘর উজ্জ্বল হবে দুজনার নয়ন-বিভায়।

পাণ্ডব এসেছে দ্বারে, খোলো দ্বার, হে সতী পাঞ্চালি,
দুয়ারে অতিথি তব তৃতীয় পাণ্ডব।

সৈয়দ এমদাদ আলী

উপেক্ষিতা

হায় সখি, এইরূপ বিফলে তিয়াষে
এ জীবন যাবে কে জানিত।
হৃদয়ের সব আশা অনন্ত নিরাশে
লুপ্ত হবে হায় কে ভাবিত?

সরল কৈশোর সুখে ছিনু যবে ভোর
সে আসিয়া দিল দরশন,
অনন্ত পুলকে হৃদি পূর্ণ হ'ল মোর
পাইলাম নূতন জীবন!

ভাবিলাম এই সুখ, এই তৃপ্তি নিয়া
পড়ে থাকি অনাদি সময়,
উভয়ের ব্যবধান এক করি দিয়া
লভি প্রেম অনন্ত অক্ষয়!

কিন্তু মোর করমের কি যে কি লিখন,
উঠীল হঠাৎ ঝঞ্ঝাবাত
এক হৃদি, দুই হল, হায় অভিশাপ?
কেবা দেখে মোর অশ্রুপাত!

বর্ষ পরে বর্ষ গেল, মাস, মাস পরে,
ফিরিল না অদৃষ্ট আমার,
উপেক্ষিতা অনাদৃতা রহিয়াছি পড়ে,
নীরব রোদন মোর সার!

স্বর্ণকুমারী দেবী

প্রজাপতির মৃত্যুগান

১

ছিল নাত' কাজ কোনো কিছু
জীবনটা শুধু হেলা ফেলা ;
নিরানন্দ হাসি খেলা নিয়ে
কাটিত সুদীর্ঘ সারা বেলা।
একদিন সন্ধ্যা অতি ধীর
বহিতেছে প্রফুল্ল সমীর,
ক্লান্তিভরা প্রমোদের ভারে
অবসন্ন স্তিমিত শরীর।
লক্ষ্যহীন ছুটাছুটি করি
সারাদিন গিয়াছে কাটিয়া
চলিতে না সরে পদ আর
ভূমিতলে পড়িনু লুটিয়া
চারিদিকে চাহিনু বারেক
কেহ যদি তোলে স্নেহভরে,
জল্ জল্ হাসিল কৌতুকে
তারা কোটি মাথার উপরে।
মুদে এলো ধীরে দু'নয়ন
বুঝিলাম পালা হোল সায়,
শ্রান্তিময় ধরণীর পাশে
শান্তিময় অন্তিম বিদায় !
পড়িল না অশ্রু এক ফোঁটা,
অধরে ফুটিল হাসি রেখা।
নিমেষের এই ত জীবন !
কে আমার ? আমি শুধু একা !

২

জীবনে আরম্ভ হ'লো কাজ
আজি মোর নূতন জীবন,
সমুখে এ কাহার মূরতি
শ্রান্ত আঁখি খুলিনু যখন?
কলি সে যে নতমুখী একা,
তুষার আবৃত হিম-দেহ!
না ফুটীতে অবসন্ন ক্ষীণ,
কেহ নাই করিবারে স্নেহ!
ঘুচে গেল শ্রান্তি অবসাদ
দাঁড়াইনু তার পাশে আসি
সযতনে আগ্রহে উদ্যমে
মুছাইনু সে তুষার রাশি!
আনন্দ-পুলক অভিনব
শিরে শিরে হলো বহমান,
মিছে হাসি খেলা ধূলা সব
সেইদিন হ'তে অবসান।

৩

আজি মোর কাজ সমাপন
চিরতরে, জীবনের ছুটী,
সেই মোর মলিন কলিকা
মধুরূপে উঠিয়াছে ফুটি।
সযতনে পক্ষ পুটে ঢাকি
গণিয়াছি মুহূর্ত পলক
প্রাণভরা সে স্নেহ আদর
ধন্য বিধি, আজিকে সার্থক!
আজি আর নহে সে একাকী
আজি সে ত' নহে দীন হীন
অলি কহে মধুর বচন,
বায়ু গাহে প্রেম সারাদিন!

প্রাণ ভরি দান করে রবি
সুবিমল আলোক কিরণ,
দেখে চেয়ে কবি, মহাকবি
রূপ মুগ্ধ বিস্মিত নয়ন !

৪

বিকশিত সুবাস সুহাস
বিকশিত রূপের মহিমা
বিকশিত সে নব যৌবন
আজি নাহি আনন্দের সীমা !
সে আমার উল্লাসে অধীর
আনন্দ রাখিতে নারে ঢাকি
পূর্ণতম আমারো জীবন
কাজ আর নাই কিছু বাকি ।
শূন্য ছিল জীবন সেদিন
পূর্ণ এবে জীবনের ঘের
সুখভরা ধরণীর পাশে
অন্তিম বিদায় যাচি ফের !
ধন্য ধন্য চারিদিকে স্তুতি
প্রশংসা ধরেনা কারো মুখে
প্রসারিত রাজ হস্ত ঐ
আদরে তুলিয়া নিতে বুকে ।
একা ছিনু সেদিন এখানে
আজ আমি দোঁহে মিলে মহা,
তাই বুঝি অশ্রু নাহি মানে
এত হর্ষ নাহি যায় সহা !
বিদায় গো, বিদায় ধরণী,
সে আমার উঠিয়াছে ফুটি,
এ প্রাণে আর কি প্রয়োজন
দিয়াছে সে জীবনেরে ছুটি !

হরপ্রসাদ মিত্র

এজমালি

তুষারের অধিবাসে মদনের মন্ত্র,
কোন পথ নেই দূরে হাঁটবার
দাও মালা, নাও মালা—হোক্ মধুচন্দ্র
কোনো পথ নেই দূরে হাঁটবার।
আমি ভীরু প্রণয়ের এজমালি শর্তে
এসেছি এ ছুনিয়ায় ছুদিনের মর্তে।
মনে মধু পিপাসা,– দেহে মধু তৃষ্ণা।
এসো দেহে-মনে মধুবর্তিকা কৃষ্ণা!

নও তুমি দ্রৌপদী, নই আমি অর্জুন,
কোনো পথ নেই দূরে হাঁটবার।
নেই হাতে হাতিয়ার হারপুন তুরপুন
তলোয়ার কারো মাথা কাটবার।
কতো ভালোবেসেছিলে একদিন অতীতে
আজ কি-বা লাভ বলো, শুনিয়ে তা প'ন্ডিতে?
দাও সুধা অধরের মেরুহিমে, কৃষ্ণা!
দাও ঘুম, দাও ঘুম, প্রাণে মনে তৃষ্ণা!

কালো চুলে সৌরভ, কালো চোখে তন্দ্রা
চারিদিকে ভৈরবী রাত্রি
টানে বহু শরিকে বরতনু-তরীকে
এরা-ওরা—সবই সহযাত্রী!
আজ রাহু প্রহরী যে, কাল শনি রুষ্ট।
মেরুবাসী ভগবান কিসে হন তুষ্ট?
কী মোহিনী জানো বঁধু বিমোহিনী তন্বী!
রাজা বলে 'অভিরাম!'—প্রজা বলে, ধন্যি।

তুষারের অধিবাসে মদনের মন্ত্র।
কোনো পথ নেই দূরে হাঁটবার।
তর্ক অবান্তর,—এখানে তেপান্তর,—
আয়ু শুধু কোনমতে বাঁচবার
আরো কাছে এসো তুমি ডুবে গেছে চাঁদ্‌নি।
বুকে দাও, মুখে দাও, মনে দাও ঢাক্‌নি॥

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

সঙ্গীত-শ্রবণে

কাঁপায়ে মধুর কণ্ঠ, কুসুম-সুন্দরি
আবার সঙ্গীত গাও মিনতি আমার,
তুলিয়ে মধুর কণ্ঠে অমৃত-লহরী
গাও, সুকেশিনি! দিয়ে সপ্তমে ঝংকার!
শুনিয়াছি বসন্তের কুসুম চুম্বনে
কোকিলের মধুময় অনঙ্গ-কীর্তন,
শুনিয়াছি ভ্রমরীর উষার মিলনে
সরোজিনী-নবদলে কোমল গুঞ্জন;—
কিন্তু কভু শুনি নাই এ মর-জনমে
রচিত নন্দনামৃতে কোমলতা ধার—
কামিনীর কলকণ্ঠে সুধাংশু-বদনে!
ঝরিতে এমন মধু পীযুষ-আসার।
দেখিনাই সুধাময় বদন-কমল;
না জানি কি সুধারাশি মাখা আছে তায়;
শুধু শুনি সুকণ্ঠের সঙ্গীত তরল,
কি মোহে করেছ আজি মোহিত হৃদয়!

ইচ্ছা করে একবার নয়ন উপরি
রাখিয়া প্রতিমাখানি অনন্য শ্রবণে
শুনি সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত-লহরী
কণ্টকিত কলেবরে বিহ্বল-জীবনে!
ইচ্ছাকরে একবার হইয়া বিহ্বল
নিরখি মনের সাধে অতৃপ্ত নয়নে
বিকচ-অশোক-রক্ত অধর যুগল
চঞ্চলিছে অবিরল স্বর-বিস্ফুরণে।
ইচ্ছাকরে একবার নিরখি মোহিনি!
জীবন-সরসী-জলে যৌবন উষায়
বিকশিত মনোহর রূপের নলিনী,
বরাঙ্গের সুকোমল মৃণাল-লতায়।
কাজ নাই—দেখিবনা ও রূপ তোমার
সুকণ্ঠে ঝংকার দিয়ে মৃদু মধু কলে,
অনঙ্গ-বিহ্বল স্বর তুলি অনিবার
একবার গাও তবে "কমলিনী দলে—"

হুমায়ুন কবির

সঙ্গিনী

রজনী ভরিয়া তোমারে ঘেরিয়া স্বপন গাঁথি
প্রভাতে যখন নয়ন মেলিয়া উঠিনু আজি
দেখিনু ভুবন ভরিয়া আলোক উঠেছে মাতি
শিশিরসিক্ত ভুবন কিরণ-বসনে সাজি।
সহসা আমার মুগ্ধ নয়নে লাগিল ভালো
নবপল্লবে হরিত মাধুরী, সোনার আলো!

তোমার প্রেমের পরশমানিক কেমন করি
অন্ধ অমার আঁখি পল্লবে ছোঁয়ালে আসি,
নিমেষে আমার পরাণ উঠিল আলোকে ভরি'
নিমেষে ভুবন নয়নে আমার উঠিল হাসি !
জীবনের যত ঝরা-ছেঁড়া-পাতা শীতের শেষে
বাহিরে আসিল নবীন আলোকে নবীন বেশে।
যে পথে আঁধারে শিহরি উঠেছি একেলা ডরে
যে পথে দেখেছি সাঁঝের আড়ালে মরণ নাচে,
সে পথ ভরিয়া তোমার হাসির কিরণ ঝরে
সে পথের পাশে ঝরে পড়া ফুল আবার বাঁচে !
মরণ তোমার পরশে উঠিল জীবনে ভরি'
তোমারে লভিয়া নির্ভয় চিতে ভাসানু তরী !
সংসার পথে যত কোলাহল সবারি মাঝে
নীরব হৃদয় ভরিয়া শুনিব তোমার বাণী,
দাঁড়াইবে পাশে বিঘ্ন-বিপদে সকল কাজে
স্বপনে আমার শয়ন রচিবে মানস-রাণী,
সঙ্গিনী মোর, স্বপ্নের সাথী, কাজের ভাগী
দিবস রজনী জীবনে আমার রহিবে জাগি !

হেমচন্দ্র বাগচী

শুক্লা একাদশী

আজি তুমি এসো মোর পাশে !
ক্লিষ্ট আঁখি পাতে মোর সুরভি-নিশ্বাসে
বিশ্রাম নামিয়া আসে সুকোমল পরশে তোমার।
তাই আজি কহিতেছি, কথা কও, এস একবার
এসো পাশে, এসো প্রাণে, এসো মোর সকল জীবনে
বেদনা বন্ধন টুটি ধীরে এসো মনোবাতায়নে !
ওগো শুক্লা রজনীর একাদশী তিথি,
হৃদয় প্রাঙ্গন তলে তুমি মোর প্রশান্ত অতিথি।
মুদে আসে শ্রান্ত আঁখি। নবীনের আবাহন নাহি।
আমায় করিও ক্ষমা। এলে যদি চিত্ত-তট বাহি
বাহিরে আসিলে ধীরে রূপ ধরি মলিন আলোকে,
কহ তবে, অকারণে কিসের পুলকে
কাঁপে প্রাণ, কাঁপে দেহ, টুটে আসে মোহমায়া ঘোর,
মনে হয় ছিন্ন করি ধরণীর স্নেহ-বাহুডোর
কোথা যেন চলি !
বিদায়-বিষাদে শিশু বহে তাই বেদনা-অঞ্জলি !
কতকাল কতদিন ধ'রে
হে পথিক, চেয়ে আছি অনন্ত তোমার পথ'পরে।
বক্ষ মোর দুলে উঠে ভয়ে ;
চিন্তা যায় কোন্ বাণী কয়ে ;
মনে হয় হ'বে দেখা—
এমনি স্বপন রাতে রূপালির রেখা
চিত্তে মোর হবে আঁকা ! ছিলো মোর জানা,
আসিবে—দিগন্তব্যাপি দুটি স্নিগ্ধ সুকোমল ডানা
প্রসারিবে ধীরে ধীরে,—সন্ধ্যা যেন শ্রান্ত পৃথ্বীতলে,
হে মৌন সুন্দর জ্যোতি—স্পর্শ দিবে চিত্ত-শতদলে।

কাঁপে প্রাণ দীপ শিখা সম ,
তোমার আননে চাহি নিদ্রা নাই নেত্রপান্তে মম ॥
এ কী ব্যাপ্তি ! এ কী শান্তি ! কী প্রসার—কি মহিমা ছায়া—
অপূর্ব বিরতি-মাঝে সুমহান সান্ত্বনার কায়া !
নাহি জানি কি যে তার ভাষা—
প্রতিক্ষণে সুর তার প্রাণে মোর করে যাওয়া-আসা !
কোথাও বন্ধন নাহি, নাহি চিন্তা লেশ ;
অনায়াস মুক্তগতি যেন লঘু চীনাংশুক বেশ !
ছেয়ে যায়, ভেসে যায়,—দিয়ে যায় শান্তিরস ধারা !
বর্ণ গীতি রেশ আনে। তাই মোর চিত্ত হ'ল হারা
তোমার সঞ্চার মাঝে হে উদাসী, শুক্লা একাদশী,
আকাশ প্রান্তর তলে কোন্ গান গাহো একা বসি !
আজি তুমি এসো মোর পাশে
গুঞ্জরিয়া কহ ধীরে বসন্তের বিদায় বাতাসে,
কহ মোরে, বাসি ভালো ধরণীর শ্যামাবগুণ্ঠন,
দিশাহারা প্রসারের তাই আছে চকিত বন্ধন,
বনানীর পুঞ্জে পুঞ্জে তরু বীথি শিরে !
তাই পৃথিবীরে
নীরবে আবরি রহি। কহি কত কথা—
অর্থহীন কালোচ্ছ্বাস প্রণয় মত্ততা
নাহি তায়, শুধু আছে ধীরে সঁপে দেওয়া—
আপন সর্বস্ব দিয়ে প্রেমিকের প্রসন্নতা নেওয়া
আপন সর্বস্ব দিয়ে প্রেমিকের প্রসন্নতা নেওয়া
তাই আজি চেয়ে আছি। হে চন্দ্রিকা, অয়ি বিমলিনা,
চেয়ে তব মুখ পানে আজি আর বলিনা বলিনা—
নাহি প্রেম—নাহি শান্তি। পেয়েছি নির্ভর,
হৃদয়ের যাত্রা-পথে নাহি মরু ঊষর ধূসর !

হেমেন্দ্রকুমার রায়

শ্যাম্‌লা মেয়ে

দখিন-পাড়ার শ্যাম্‌লা মেয়ের কাজ্‌লা চোখে দুষ্টু-চাওয়া !
বিকাল হ'লে কল্‌সী কাঁকে এই পথে তার নিত্যি যাওয়া !
ভোম্‌রা-পেড়ে আঁচলখানি
ফের্তা দিয়ে মাজায় টানি,
'মাথা-ঘষা'র গন্ধেতে যায় উস্‌খুসিয়ে দখিন হাওয়া—
দুই চোখে তার দুষ্টু-চাওয়া

স্যাঙাত্, ও ভাই স্যাঙাত্ ! আমার আঁতের ভেতর হচ্চে কি যে !
কেমন করে বুঝিয়ে বলি, বুঝ্‌চি কি ছাই আমিই নিজে !
কলাইস্যুঁটি-ক্ষেতের কোণে,
লুকিয়ে থাকি বাব্‌লা বনে,
একদিন তার কামাই হ'লে চোখের জলে যাই যে ভিজে,
আঁতের ভেতর হচ্ছে কি যে !

ঢং ক'রে সে যায় চ'লে আর মুচ্‌কে হাসে, কয়না কিছু—
আমি কি ভাই নই মনিষ্যি, আমি কি ভাই এতই নীচু ?
কোমর-ভাঙা চলনে তার,
যায় গুঁড়িয়ে বুকটা আমার,
সাধ যায় হায় ধর্ণা দিতে দৌড়ে গিয়ে পিছু-পিছু,
—মুচ্‌কে হাসে, কয়না কিছু !

মলয় বাতাস ফুঁ দিয়ে এই প্রাণের ভেতর আগুন জ্বালায়,
মৌমাছিরা ফুলের ঠোঁটে চুমু খেয়েই উড়ে পালায় !
'বৌ কথা কও' বল্‌চে পাখী,
কাঁদ্‌চে তারও আতুর আঁখি,
হোলীখেলার আবির জমে সুর্য্যিমামার সোনার থালায়,
—ফাগুন-বাতাস আগুন জ্বালায়।

আজকে আমি গাঁথ্‌চি মালা, বুক বেঁধে, ভয়-ভাবনা ভুলে !
যা-হয় হবে !—কইব কথা, আস্‌বে যখন নদীর কূলে।
মুখ তুলে তার চোখে চেয়ে
বল্‌ব আমি—"শ্যাম্‌লা মেয়ে !
মোর মালাটি নেবে কি ভাই, রাখ্‌বে তোমার খোঁপায় তুলে ?"
গাঁথচি মালা বনের ফুলে।

হেমেন্দ্রলাল রায়

অভিব্যক্তি

কদম তাহার কেশরে শিহরি'
বাতাসে ডাকিয়া কয়,—
হে বাতাস মোর তনু মন-প্রাণ
সকলি যে তোমাময় !
সে ভাষা শুনিয়া থমকিয়া চায়
পুরুষ মুগ্ধ হিয়া,
আলিঙ্গনের আড়ালে সহসা
বাঁধিয়া সে নিল প্রিয়া ;
তৃণ-মঞ্জরী জাগিয়া সে কয়
ফাগুনের কানে কানে—
কত আঁধারের মরু পার হ'য়ে
এনু তব সন্ধানে !
রমণীর কানে সহসা বাজিল
সে ভাষা অতুলনীয়—
পুরুষের মাঝে লভিল নিমেষে
প্রিয় সে—প্রাণের প্রিয় !

তারপরে হায় যেমন করিয়া
ধরার বক্ষ'পরে
মেঘ নেমে এসে আপনারে সঁপে
বিহ্বল মর্মরে
একটি চুমার মাঝারে সঁপিয়া
সে মাধুরী অনুপমা,
লুব্ধ প্রণয়ী কহিল কেবল
অতি ছোট—'প্রিয়তমা !'
আর আলোকের রেখাটি যেমন
আকাশেরে কহে ডাকি—
নয়নের পথে হৃদয় এনেছি,
কিছু তো রাখিনি বাকী ;
স্নিগ্ধ আঁখির কোলে ভ'রে নিয়া
দৃষ্টি সে নিরুপম
মুগ্ধা প্রেয়সী কহিল কেবল
অতি ছোট—'প্রিয়তম !'
অতল গভীর দু'টি হৃদয়ের
উতল ঊর্মিরাশি,
কথার মাঝারে সেই তো প্রথম
উঠিয়াছে উচ্ছ্বাসি।
ছোট দু'টি সেই আদিম কথায়
যে ছবি হয়েছে গড়া,
আজিকার এই হাজারো কথায়
সে ছবি পড়েনা ধরা।

শেষ